সৃজনশীল রচনামূলক অংশ

সাজেশন (সৃজনশীল রচনামূলক) পরীক্ষা ২০১৮

ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা: দ্বিতীয় পত্র

*পরীক্ষার্থী বন্ধুরা, এ অংশে গুরুত্বপূর্ণ শিখনফল ও নির্বাচনি পরীক্ষার প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে সৃজনশীল প্রশ্নের সাজেশন দেওয়া হলো। এছাড়াও পরীক্ষায় কমন পেতে **Sure 21** নামে জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নের সাজেশন দেওয়া হলো। এ সাজেশনটি অনুশীলন করলে পরীক্ষায় যেকোনো সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর তোমরা খুব সহজেই করতে পারবে।*

প্রথম অধ্যায়: ব্যাংক ব্যবস্থার প্রাথমিক ধারণা

১.▶ শাপলা ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রত্যয়পত্র ইস্যু করে, বিনিময় হার নির্ধারণ করে বৈদেশিক দেনা পাওনা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করে। এছাড়াও দীর্ঘমেয়াদে ঋণ দেয়, বিনিয়োগ করে এবং শেয়ার-এর অবলেখকের দায়িত্ব পালন করে থাকে। কিন্তু বর্তমানে ব্যাংকটি আগের মত তাদের কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারছে না। তাই দোয়েল ব্যাংক শাপলা ব্যাংকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]*

ক. স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক কী? ১
খ. ব্যাসেল ২ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়? ২
গ. শাপলা ব্যাংক কাজের ভিত্তিতে কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. শাপলা ব্যাংকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে দোয়েল ব্যাংক কোন ধরনের ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করবে? বর্ণনা করো। ৪

উত্তর: মেইড ইজি উত্তরপত্র বইয়ের পৃষ্ঠা **২৯৪ এর ১৫** নম্বর দ্রষ্টব্য।

২.▶ জনাব আকবর বাংলাদেশের অন্যতম ব্যাংকিং ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তার জীদ্দশায় নিজের গড়া ওয়েস্টল্যান্ড ব্যাংকিং কর্পোরেশন দেশের অনেকগুলো ছোট ব্যাংকের শেয়ার কিনে নিয়ন্ত্রণ নেয় এবং দেশের ব্যাংকিং জগতের অন্যতম সেরা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা পায়। পরবর্তীতে জনাব আকবর না থাকা অবস্থায় ব্যাংকটি আগ্রাসী ব্যাংকিং নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণ করে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে ব্যাংকের অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপে প্রতিষ্ঠানটি হিমশিম খাচ্ছে। *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*

ক. মার্চেন্ট ব্যাংক কী? ১
খ. ব্যাংককে অর্থনীতির চালিকাশক্তি বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে কর্পোরেশনটি সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তিতে কোন ধরনের ব্যাংকিং ব্যস্থা গড়ে তুলেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বিভিন্ন স্থানে অফিস সম্বলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণের অপরিহার্যতা যে গুরুত্বপূর্ণ তা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তর: মেইড ইজি উত্তরপত্র বইয়ের পৃষ্ঠা **২৯৪ এর ১৬** নম্বর দ্রষ্টব্য।

▶ ক ও খ নং প্রশ্নের সাজেশন SURE 21

▶ ক নং প্রশ্ন (জ্ঞানমূলক)

প্রশ্ন-১. ব্যাংক কী? *[ঢা. বো. ১৬; দি. বো. ১৬; কু. বো. ১৬; চ. বো. ১৬; ব. বো. ১৬]*
উত্তর: ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা আমানত হিসেবে অর্থ সংগ্রহ করে, ঋণ দেয় ও ব্যাংক সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন করে।

প্রশ্ন-২. 'Bank' শব্দটির আভিধানিক অর্থ কী?
উত্তর: 'Bank' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো নদীর তীর, জলাশয়, লম্বা টুল, ধনভান্ডার ইত্যাদি।

প্রশ্ন-৩. ব্যাংকের পূর্বসুরী কারা? *[সি. বো. ১৭]*
উত্তর: স্বর্ণকার, মহাজন ও ব্যবসায়ী শ্রেণিকে ব্যাংক ব্যবস্থার পূর্বসরি হিসেবে গণ্য করা হয়।

প্রশ্ন-৪. সরকারি ব্যাংক কী?
উত্তর: সরকারি মালিকানায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যাংক হলো সরকারি ব্যাংক।

প্রশ্ন-৫. একক ব্যাংক কী? *[ব. বো. ১৭]*
উত্তর: কাঠামোগত দিক থেকে যে ব্যাংকের কার্যাবলি শুধু একটি নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে এবং যার কোনো শাখা থাকে না তাকে একক ব্যাংক বলে। বাংলাদেশে এ ধরনের কোনো ব্যাংক নেই।

প্রশ্ন-৬. শিল্প ব্যাংক কী?
উত্তর: কার্যভিত্তিক দিক বিবেচনায় যে ব্যাংক বিভিন্ন শিল্প-কারখানা স্থাপন, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণদান করে তাকে শিল্প ব্যাংক বলে।

প্রশ্ন-৭. সমবায় ব্যাংক কী?
উত্তর: কার্যভিত্তিক দিক বিবেচনায় দেশের প্রচলিত সমবায় আইন অনুসারে গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যাংককে সমবায় ব্যাংক বলে।

প্রশ্ন-৮. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কী?
উত্তর: কার্যভিত্তিক ধরন বিবেচনায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো একটি দেশের অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণকারী একক ও অনন্য ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান।

প্রশ্ন-৯. বিদেশি ব্যাংক কী?
উত্তর: সম্পূর্ণভাবে বিদেশি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত ব্যাংককে বিদেশি ব্যাংক বলা হয়।

প্রশ্ন-১০. মিশ্র ব্যাংক কী?
উত্তর: কাঠামোগত দিক থেকে যে ব্যাংকে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংকের কার্যাবলি একত্রে সম্পাদন করে তাকে মিশ্র ব্যাংক বলে।

প্রশ্ন-১১. যৌথ মালিকানাধীন ব্যাংক কী?
উত্তর: সরকারি ও বেসরকারি যৌথ মালিকানায় গঠিত, নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত ব্যাংক হলো যৌথ মালিকানাধীন ব্যাংক।

প্রশ্ন-১২. বিশেষায়িত ব্যাংক কী? *[দি. বো. ১৭]*
উত্তর: যে সকল ব্যাংক গ্রাহকদের প্রয়োজন ও অর্থনীতির বিশেষ কোনো দিক নিয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে তাকে বিশেষায়িত ব্যাংক বলে।

প্রশ্ন-১৩. গ্রাহক কী?
উত্তর: গ্রাহক হলো সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যার ব্যাংকে একটি হিসাব আছে এবং নিয়মিতভাবে ব্যাংকের সাথে লেনদেন করে থাকেন।

প্রশ্ন-১৪. ব্যাংকার কে?
উত্তর: ব্যাংকিং কার্যে নিয়োজিত সকল ব্যক্তিবর্গই হলো ব্যাংকার।

প্রশ্ন-১৫. ব্যাংকিং কী? *[রা. বো. ১৭; ব. বো. ১৬]*
উত্তর: ব্যাংক কর্তৃক সম্পাদিত সকল কার্যাবলিকে ব্যাংকিং বলে।

প্রশ্ন-১৬. তালিকাভুক্ত ব্যাংক কী? *[চ. বো. ১৭; দি. বো. ১৬]*
উত্তর: কোনো দেশের যে ব্যাংকসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত ও সংরক্ষিত হয়ে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকে সে সকল ব্যাংককে তালিকাভুক্ত ব্যাংক বলে।

প্রশ্ন-১৭. স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক কী?
উত্তর: যেসব ব্যাংক সরকারের বিশেষ আইন দ্বারা ও নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয় তাকে স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক বলে।

প্রশ্ন-১৮. বিনিয়োগ ব্যাংক কী?
উত্তর: যে ব্যাংক একটি দেশের শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান বা বিনিয়োগ করে থাকে তাকে বিনিয়োগ ব্যাংক বলে।

প্রশ্ন-১৯. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যাংক কী?
উত্তর: স্বল্পোন্নত ও শিল্পে অগ্রসর দেশগুলোতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের জন্য যে ব্যাংক অর্থ সরবরাহ করে সেটিই হলো ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যাংক।

প্রশ্ন-২০. পরিবহন ব্যাংক কী?

উত্তর: দেশের পরিবহন খাতের উন্নয়নের জন্য যে ব্যাংক বিশেষ ঋণ সুবিধা প্রদান করে থাকে তাকে পরিবহন ব্যাংক বলে। বাংলাদেশে এ ধরনের বিশেষায়িত ব্যাংক নেই।

প্রশ্ন-২১. গ্রুপ ব্যাংক কী?
উত্তর: কাঠামোগত দিক বিবেচনায় যে ব্যাংক ব্যবস্থায় একটি বৃহৎ ব্যাংক ছোট ছোট কতগুলো ব্যাংকের অধিকাংশ শেয়ার কিনে তাদের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে তাকে গ্রুপ ব্যাংক বলে। নিয়ন্ত্রণকারী ব্যাংককে হোল্ডিং ব্যাংক এবং যাদের নিয়ন্ত্রণ ভার গ্রহণ করা হয় তাদের সাবসিডিয়ারি ব্যাংক বলে।

প্রশ্ন-২২. বেসরকারি ব্যাংক কী?
উত্তর: বেসরকারি বা ব্যক্তি মালিকানায় গঠিত ও পরিচালিত ব্যাংক হলো বেসরকারি ব্যাংক।

প্রশ্ন-২৩. গ্রামীণ ব্যাংক কী?
উত্তর: বিশেষ ক্ষেত্র বিবেচনায় যে ব্যাংক গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে তাকে গ্রামীণ ব্যাংক বলে। বাংলাদেশে 'গ্রামীণ ব্যাংক' এ ধরনের ব্যাংকের উদাহরণ।

প্রশ্ন-২৪. বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম কী?
উত্তর: বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম হলো 'বাংলাদেশ ব্যাংক'।

প্রশ্ন-২৫. DBHFC-এর পূর্ণ নাম কী?
উত্তর: DBHFC-এর পূর্ণ নাম হলো Delta Brac Housing Finance Corporation।

প্রশ্ন-২৬. BDBL-এর পূর্ণ নাম কী?
উত্তর: BDBL-এর পূর্ণ নাম হলো 'Bangladesh Development Bank Limited'।

প্রশ্ন-২৭. IDB-এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর: IDB-এর পূর্ণরূপ হলো 'Islamic Development Bank '।

প্রশ্ন-২৮. অ-তালিকাভুক্ত ব্যাংক কী?
উত্তর: যে ব্যাংকগুলো ব্যাংকিং আইন অনুযায়ী গঠিত কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত নয় তাকে অ-তালিকাভুক্ত ব্যাংক বলে।

প্রশ্ন-২৯. বন্ধকী ব্যাংক কী?
উত্তর: বিশেষ ক্ষেত্র বিবেচনায় যে ব্যাংক বিভিন্ন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণ দেয় তাকে বন্ধকী ব্যাংক বলে।

প্রশ্ন-৩০. সঞ্চয়ী ব্যাংক কী?
উত্তর: দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা সঞ্চয়গুলোকে যে ব্যাংক সংগ্রহ করে তাকে সঞ্চয়ী ব্যাংক বলে। 'ডাকঘর সঞ্চয়ী ব্যাংক' আমাদের দেশে এ উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়।

প্রশ্ন-৩১. শ্রমিক ব্যাংক কী?
উত্তর: গ্রাহক সেবার ভিত্তিতে যে ব্যাংক শ্রমিকদের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবণতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে শ্রমিক ব্যাংক বলে। আমাদের দেশে পৃথক এ ধরনের কোনো ব্যাংক নেই।

প্রশ্ন-৩২. গারনিশি অর্ডার কী? *[য. বো. ১৭]*
উত্তর: আদালত কর্তৃক ব্যাংকের ওপর গ্রাহকের হিসাব বন্ধের নির্দেশকে গারনিশি আদেশ বলে।

▶ খ নং প্রশ্ন (অনুধাবনমূলক)

প্রশ্ন-১. ব্যাংক-কে ঋণের ব্যবসায়ী বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। *[সি. বো. ১৭]*
উত্তর: ব্যাংক-কে ঋণের ব্যবসায়ী বলা হয়। কারণ ব্যাংক প্রথমে স্বল্প সুদে আমানত গ্রহণ করে তা অধিক সুদে ঋণ হিসেবে গ্রাহকদের প্রদান করে। অর্থাৎ একই সাথে ব্যাংক দেনাদার ও পাওনাদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।
তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ব্যাংক স্বল্প সুদে আমানত গ্রহণ করে এবং উক্ত আমানতের অর্থ অধিক সুদে ঋণ হিসেবে প্রদানের মাধ্যমে নিজেকে ঋণের ব্যবসায়ী হিসেবে প্রকাশ করে।

প্রশ্ন-২. ব্যাংক-কে ধার করা অর্থের ধারক বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। *[দি. বো. ১৭; সি. বো. ১৬]*
উত্তর: ব্যাংক একজনের জমাকৃত অর্থ অন্যজনকে ঋণ হিসেবে ধার দেয় বলে ব্যাংক-কে ধার করা অর্থের ধারক বলা হয়।
ব্যাংক গ্রাহকের অর্থ আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে কিছু অর্থ জমা রেখে বাকিটা অধিক সুদে ঋণ দেয়। আমানতের মাধ্যমে ধার করা অর্থ পরবর্তীতে ঋণ হিসেবে প্রদান করে ব্যবসায় চালনা করে বলে ব্যাংক-কে ধার করা অর্থের ধারক বলে।

প্রশ্ন-৩. বিশ্বস্ততার প্রতীক হিসেবে কোন প্রতিষ্ঠানকে দেখা হয়? বুঝিয়ে লেখো।
উত্তর: বিশ্বস্ততার প্রতীক হিসেবে ব্যাংক-কে দেখা হয়।
যে প্রতিষ্ঠান আমানত সংগ্রহ করে, ঋণ দেয় এবং বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে তাকে ব্যাংক বলে। কোনো ব্যাংকের আমানত সংগ্রহের পরিমাণ ঐ ব্যাংক কতটা বিশ্বস্ত বা নিরাপদ তার ওপর নির্ভর করে। গ্রাহকের আস্থা অর্জন বা তাদের অর্থের নিরাপত্তা বিধানে ব্যাংক কাজ করে বলে একে বিশ্বস্ততার প্রতীক বলা হয়।

প্রশ্ন-৪. কোন ধরনের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সম্প্রসারিত ব্যাংকিং সুবিধা পাওয়া যায়? ধারণা দাও।
উত্তর: শাখা ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সম্প্রসারিত ব্যাংকিং সেবা পাওয়া যায়।
একটি কেন্দ্রীয় অফিসের অধীনে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন স্থানে শাখা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যে ব্যাংক গড়ে ওঠে তাকে শাখা ব্যাংক বলে। এ ব্যাংকের মাধ্যমে গ্রাহক দেশে-বিদেশে বিভিন্ন শাখায় অনলাইন সুবিধা নিতে পারে। আমানত গ্রহণ, ঋণদান, ঋণ পরিশোধ যে কোনো ব্যাংকে গিয়ে করতে পারেন। ফলে সম্প্রসারিত ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা সহজ হয়।

প্রশ্ন-৫. ব্যাংক সম্পাদিত কাজকে কী বলে? বুঝিয়ে লেখো।
উত্তর: ব্যাংক সম্পাদিত কাজকে ব্যাংকিং বলে।
ব্যাংকিং হলো ব্যাংকের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের সমন্বিত রূপ। বিভিন্ন ব্যাংক হিসাব খুলে আমানত সংগ্রহ, ঋণদান, বিনিয়োগ, বিল বাট্টাকরণ, প্রত্যয়পত্র ইস্যু, এটিএম কার্ড ইস্যু ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করে, যা ব্যাংকিং নামে পরিচিত। ব্যাংকারগণ ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

প্রশ্ন-৬. শাখা ব্যাংক বলতে কী বোঝায়? *[কু. বো. ১৭; ব. বো. ১৬]*
উত্তর: যে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় একটি প্রধান অফিসের অধীনে দেশে-বিদেশে শাখা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যাংকিং কাজ করা হয় তাকে শাখা ব্যাংক বলে।
শাখা ব্যাংক একটি বৃহদায়তন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান। কারণ এর আর্থিক সামর্থ্য বেশি থাকে। বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে শাখা ব্যাংকের আওতাধীন।

প্রশ্ন-৭. একক ব্যাংক কি শাখা ব্যাংক থেকে আলাদা? ব্যাখ্যা করো। *[ব. বো. ১৭]*
উত্তর: সংগঠন কাঠামোর ভিত্তিতে একক ব্যাংক শাখা ব্যাংক থেকে আলাদা।
একক ব্যাংক একটি ক্ষুদ্র আয়তন ও একক শাখা বিশিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠান হলেও শাখা ব্যাংক আয়তনে বৃহৎ এবং বহুশাখা বিশিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠান। শাখা ব্যাংক গঠনে অধিক মূলধনের প্রয়োজন হলেও একক ব্যাংক গঠনে স্বল্প পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হয়। এছাড়াও ঝুঁকি, মুনাফা, পরিচালন ব্যয় ও সিদ্ধান্তগ্রহণ বিষয়ের ভিত্তিতেও ব্যাংক দুটি একটি অন্যটি হতে আলাদা।

প্রশ্ন-৮. ব্যাংক কেন সঞ্চয় সংগ্রহ করে? ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: ব্যাংক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করতে সঞ্চয় সংগ্রহ করে থাকে।
ব্যাংক একজন সঞ্চয়কারী থেকে অর্থ সংগ্রহ এবং সেই অর্থ অন্য একজন ঋণগ্রহীতাকে প্রদান করে। এ কাজ সম্পাদনের জন্যই ব্যাংক সঞ্চয় গ্রহণ করে। মূলত সঞ্চয়কারীর অর্থ ঋণ প্রদানের কাজে ব্যবহারের জন্য ব্যাংক সঞ্চয় গ্রহণ করে।

প্রশ্ন-৯. আধুনিক যুগে ব্যাংকিং ব্যবস্থার গোড়াপত্তনে প্রধান ভূমিকা পালন করে কারা? ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: 'ব্যাংক অব বার্সিলোনা' প্রতিষ্ঠার পর থেকেই আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার জন্ম হয়।
সভ্যতার শুরু থেকে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মুদ্রা ও অর্থের লেনদেনের সাথে কতিপয় ব্যক্তি যেমন: স্বর্ণকার, মহাজন, ব্যবসায়ী। জড়িত ছিল। মূলত তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড হতেই গড়ে উঠেছে আজকের এই আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থা।

প্রশ্ন-১০. 'একক ব্যাংক অপেক্ষা শাখা ব্যাংক উত্তম'— ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: একক ব্যাংক অপেক্ষা শাখা ব্যাংক উত্তম। কারণ একক ব্যাংকের তুলনায় গ্রাহকগণ শাখা ব্যাংক হতে অধিক সুবিধা পেয়ে থাকেন।
একক ব্যাংক একটি নির্দিষ্ট এলাকার বা জনগোষ্ঠীর জন্য পরিচালিত হয় বলে কার্যসীমা সীমিত। অপরদিকে, শাখা ব্যাংকের কার্য পরিধি ব্যাপক। ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা থাকার কারণে আর্থিক লেনদেন খুব সহজ হয় এবং দীর্ঘমেয়াদি ঋণের সুবিধাও পাওয়া যায়। শাখা ব্যাংকের মাধ্যমে পণ্য আমদানি-রপ্তানিতে সহায়তা পাওয়া যায়। তাই একক ব্যাংক অপেক্ষা শাখা ব্যাংক উত্তম।

প্রশ্ন-১১. চেইন ব্যাংকিং বলতে কী বোঝায়? *[সি. বো. ১৬]*
উত্তর: যে ব্যবস্থায় সমজাতীয় কতগুলো ব্যাংক একই গোত্রের অধীন নিজ নিজ স্বাধীন সত্তা বজায় রেখে ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদন করে তাকে চেইন ব্যাংকিং বলে।
সাধারণত একক ব্যাংকগুলো বৃহদায়তন ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করতে পারে না বলে নিজেদের মাঝে একটি ঐক্য গড়ে তোলে। এতে কিছুটা হলেও তাদের অসুবিধা দূরীভূত হয়। আর এ ঐক্য তাদের স্বাধীন সত্তা বজায় রাখে।

প্রশ্ন-১২. তারল্য বলতে কী বোঝায়? *[চ. বো.; য. বো. ১৬]*

উত্তর: গ্রাহকদের জমাকৃত অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত দানের ক্ষমতাকে তারল্য বলে।
বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবস্থায় ব্যাংক-কে গ্রাহকদের অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত দানের জন্য নগদ অর্থ সঞ্চিত রাখতে হয়। এক্ষেত্রে ব্যাংক-কে কাম্য পরিমাণ তারল্য বা নগদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হয়। যাতে ব্যাংকের ঋণদান সামর্থ্য হ্রাস না পায় এবং গ্রাহকদের চেকের অর্থ প্রদানে সক্ষম হয়।

প্রশ্ন-১৩. ব্যাসেল-১ ও ব্যাসেল-২ বলতে কী বোঝ? *[রা. বো. ১৬]*
উত্তর: তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততার বিষয় নিশ্চিত করার জন্য 'Bank for International Settlement' (BIS) প্রবর্তিত বিধি-বিধান 'ব্যাসেল-১' ও 'ব্যাসেল-২' নামে পরিচিত।
ব্যাংকের ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততার বিষয়টি নজরে রাখতে BIS কমিটি 'ব্যাসেল-১' 'Capital Adequacy Framework' বা মূলধন পর্যাপ্ততার কাঠামো প্রণয়ন করে। এ ফ্রেমওয়ার্ক আরও যুগোপযোগী করতে 'ব্যাসেল-২' প্রণয়ন করা হয়।

প্রশ্ন-১৪. ব্যাসেল-২ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়? ব্যাখ্যা করো। *[সি. বো. ১৭]*
উত্তর: ব্যাংকের ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্ততা নিশ্চিতকরণ, তদারকী পর্যালোচনা ও বাজার শৃঙ্খলা বজায়ে ব্যাসেল-২ প্রয়োগ করা হয়।
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকির পরিমাপ ও মূলধন বিভাজনের জন্য সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বিধি-বিধান তৈরি ও তা উপস্থাপনের লক্ষ্যে ব্যাসেল-২ কমিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটিকে আন্তর্জাতিক স্মারক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

প্রশ্ন-১৫. নিরাপত্তার প্রতীক হিসেবে কোন প্রতিষ্ঠানকে গণ্য করা হয় এবং কেন?
উত্তর: নিরাপত্তার প্রতীক হিসেবে ব্যাংক-কে দেখা হয়। যে প্রতিষ্ঠান আমানত গ্রহণ, ঋণদান ও বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে তাকে ব্যাংক বলে।
কোনো ব্যাংকের আমানত সংগ্রহের পরিমাণ নির্ভর করে ঐ ব্যাংক কতটা বিশ্বস্ত বা নিরাপদ তার ওপর। ব্যাংকে জমাকৃত টাকার পরিমাণ আমানতকারী ছাড়া অন্য কেউ জানে না। এমনকি কেউ জানতে চাইলেও ব্যাংক জানাতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে গ্রাহকের আমানতকৃত অর্থের নিরাপত্তা বজায় থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: কেন্দ্রীয় ব্যাংক

১.▶ জনাব আসিফ ও জনাব ফাহিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য এম বি এ পাস করে বের হয়েছেন। সম্প্রতি আসিফ A ব্যাংকের সহকারী পরিচালক পদে যোগদান করেন, যেটি দেশের মুদ্রাবাজারের স্থিতিশীলতা রক্ষা ও ঋণ নিয়ন্ত্রণের সাথে সংশি-ষ্ট। অন্যদিকে জনাব ফাহিম 'B' ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার পদে যোগদান করেন, যেটি জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে এবং প্রয়োজনে ঋণদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জন নিশ্চিত করে। কার্যাবলি ভিন্ন হলেও ফাহিমের কর্মরত ব্যাংককে আসিফের কর্মরত ব্যাংকের নিকট দায়বদ্ধ থাকতে হয়। *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*

ক. ই-ব্যাংকিং কি? ১
খ. গারনিশি আদেশ মান্য করা ব্যাংকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. কার্যাবলির ভিত্তিতে জনাব আসিফের ব্যাংকটি কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ফাহিমের কর্মরত ব্যাংককে আফিসের কর্মরত ব্যাংকের নিকট দায়বদ্ধ থাকার যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

উত্তর: মেইড ইজি উত্তরপত্র বইয়ের পৃষ্ঠা **৩১০ এর ১৪** নম্বর দ্রষ্টব্য।

২.▶ দেশের দ্রব্যমূল্যের মান দিন দিন বেড়েই চলছে। এতে বাংলাদেশ ব্যাংক উদ্বিগ্ন হয়ে একটি সার্কুলার জারি করে। সেখানে উলে-খ করা হয় এখন থেকে তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোকে ঋণ নিতে হলে ১% অধিক হারে সুদ দিতে হবে। তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোর পর্যাপ্ত তারল্য থাকায় এতে কোনো সাড়া যাওয়ায় যায়নি। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংক অন্য সার্কুলার ব্যাংকগুলোর জমার হার ১.৫% বৃদ্ধি করে। এ সিদ্ধান্তে সব ব্যাংক সহযোগিতা করলেও গোমতী ব্যাংক এড়িয়ে যায়। বিষয়টি অনুসন্ধানে ধরা পড়লে বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের ঋণ সুবিধা স্থগিত করে। *[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. নিকাশ ঘর কী? ১
খ. কোন ব্যাংককে মুদ্রাবাজারের অভিভাবক বলা হয় এবং কেন? ২
গ. বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম সার্কুলার ঋণ নিয়ন্ত্রণের কোন কৌশলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে তুমি মনে করো? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ঋণ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের দ্বিতীয় সার্কুলার এবং তৎপরবর্তী কার্যক্রম কি ফলপ্রসূ হবে বলে তুমি মনে করো? যুক্তি দাও। ৪

উত্তর: মেইড ইজি উত্তরপত্র বইয়ের পৃষ্ঠা **৩১১ এর ১৫** নম্বর দ্রষ্টব্য।

▶ ক ও খ নং প্রশ্নের সাজেশন

▶ ক নং প্রশ্ন (জ্ঞানমূলক)

প্রশ্ন-১. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কী? *[কু. বো. ১৭; য. বো. ১৬]*
উত্তর: জনকল্যাণের উদ্দেশে দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত দেশের এক ও অনন্য ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে।

প্রশ্ন-২. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান দায়িত্ব কী?
উত্তর: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান দায়িত্ব হলো দেশের মুদ্রামান স্থিতিশীল রাখা।

প্রশ্ন-৩. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য কী?
উত্তর: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য হলো দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা।

প্রশ্ন-৪. তালিকাভুক্ত ব্যাংক কী?
উত্তর: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আদেশ-নির্দেশ মেনে চলার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে কোনো ব্যাংক যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সদস্য পদ লাভ করে তখন তাকে তফসিলি বা তালিকাভুক্ত ব্যাংক বলে।

প্রশ্ন-৫. অর্থ সরবরাহ কী?
উত্তর: অর্থ সরবরাহ বলতে দেশের সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত মোট বিহিত মুদ্রার পরিমাণকে বোঝায়।

প্রশ্ন-৬. ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রা কী?
উত্তর: ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রা বলতে চেক, ক্রেডিট কার্ড বা এমন কোনো দলিলকে বোঝায় যা অর্থের মতো ব্যবহৃত হওয়ার কারণে অর্থের উপযোগ বাড়ে; যেমন: চেক, ব্যাংক ড্রাফট, ক্রেডিট কার্ড প্রভৃতি।

প্রশ্ন-৭. ঋণ নিয়ন্ত্রণ কী? *[রা. বো. ১৭]*
উত্তর: ঋণের পরিমাণ কাম্য মাত্রায় বজায় রাখাকে ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলে।

প্রশ্ন-৮. ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয় কোন ব্যাংককে?
উত্তর: ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংককে।

প্রশ্ন-৯. সাধারণ বা সংখ্যাত্মক পদ্ধতি কী?
উত্তর: ঋণের উদ্দেশ্য বা ব্যবহারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আরোপ না করে সাধারণভাবে বাজারে ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করার কৌশলকে সাধারণ বা সংখ্যাত্মক পদ্ধতি (Quantitative Method) বলে।

প্রশ্ন-১০. ব্যাংক হার কী? *[ঢা. বো. ১৭]*
উত্তর: বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যে সুদের হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে বা প্রথম শ্রেণির বিল বা সিকিউরিটিজসমূহ বাট্টা করে নেয় সেই হারকে ব্যাংক হার বলে।

প্রশ্ন-১১. ব্যাংক হার নীতি কী? *[ব. বো. ১৭]*
উত্তর: ব্যাংক হারের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করার কৌশলকে ব্যাংক হার নীতি বলে।

প্রশ্ন-১২. খোলাবাজার নীতি কী?
উত্তর: কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলাবাজারে বিভিন্ন ধরনের বন্ড, সিকিউরিটিজ, শেয়ার ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণদান সামর্থ্য হ্রাস-বৃদ্ধির যে কৌশল গ্রহণ করে তাকে খোলাবাজার নীতি বলে।

প্রশ্ন-১৩. জমার হার পরিবর্তন নীতি কী?
উত্তর: জমার হার পরিবর্তন করে ঋণ নিয়ন্ত্রণের কৌশলকে জমার হার পরিবর্তন নীতি বলে।

প্রশ্ন-১৪. CRR কী?
উত্তর: তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে তাদের আমানতের যে অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে নগদে জমা রাখতে হয় তাকে CRR বলে।

প্রশ্ন-১৫. SLR কী?
উত্তর: তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নগদে ও অংশবিশেষ বন্ড, সিকিউরিটিজ ক্রয় করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখার বিধানকে SLR বলে।

প্রশ্ন-১৬. গুণগত বা নির্বাচনমূলক পদ্ধতি কী?
উত্তর: কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ঋণের উদ্দেশ্য ও ব্যবহারের প্রতি খেয়াল রেখে যে ঋণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাকে গুণগত বা নির্বাচনমূলক পদ্ধতি বলে।

প্রশ্ন-১৭. ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি কী?
উত্তর: বিশেষ খাত চিহ্নিত করে সেক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ কম বেশি করার নীতিকে ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি বলে।

প্রশ্ন-১৮. ভোক্তা ঋণ নিয়ন্ত্রণ কী?
উত্তর: ভোগ্য পণ্য ক্রয়ের জন্য প্রদেয় ঋণ কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাকে ভোক্তা ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলে।

প্রশ্ন-১৯. জামানতি ঋণের প্রান্তিক হার পরিবর্তন কী?

উত্তর: কী পরিমাণ মূল্যের জামানতের বিপক্ষে কত টাকা ঋণ দেয়া হবে সেই বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রয়োজনীয় নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করাকে জামানতি ঋণের প্রান্তিক হার পরিবর্তন বলে।

প্রশ্ন-২০. প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ কী?
উত্তর: তালিকাভুক্ত ব্যাংক প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করে ঋণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি করলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাকে প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ বলে।

প্রশ্ন-২১. মুদ্রাবাজার তত্ত্বাবধান কী?
উত্তর: স্বল্পমেয়াদি মূলধন যোগানের জন্য মুদ্রার লেনদেন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়ে গঠিত বাজারকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক গঠন ও পরিচালনা করাকে মুদ্রাবাজার তত্ত্বাবধান বলে।

প্রশ্ন-২২. নিকাশ ঘর কী?
[রা. বো.; দি. বো.; কু. বো. ১৬; চ. বো. ১৬, ১৭; সি. বো. ১৬, ১৭; য. বো.; ব. বো. ১৬, ১৭]
উত্তর: ব্যাংকিং লেনদেন থেকে উদ্ভূত আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনার নিষ্পত্তিস্থলই হলো নিকাশ ঘর।

প্রশ্ন-২৩. গারনিশি আদেশ কী? *[রা. বো. ১৬]*
উত্তর: গারনিশি আদেশ হচ্ছে কোনো ব্যাংকের প্রতি আদালত কর্তৃক প্রদত্ত এক ধরনের আদেশ, যা পাওয়ার পর ব্যাংক কোনো নির্দিষ্ট গ্রাহকের হিসাব বন্ধ করে দেয়।

প্রশ্ন-২৪. বিধিবদ্ধ রিজার্ভ কী?
উত্তর: তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের আমানতের যে নির্দিষ্ট অংশ বাধ্যতামূলকভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখা হয় তাকে বিধিবদ্ধ রিজার্ভ বলে। বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে তাদের আমানতে ১৩% বিধিবদ্ধ রিজার্ভ হিসেবে সংরক্ষণ করতে হয়।

প্রশ্ন-২৫. 'Clearing House'-এর আভিধানিক অর্থ কী?
উত্তর: 'Clearing House'-এর আভিধানিক অর্থ হলো 'নিষ্পত্তি স্থল'।

প্রশ্ন-২৬. নিকাশ ঘরের অধিবেশন দিনে কয় বার বসে?
উত্তর: নিকাশ ঘরের অধিবেশন দিনে ২ বার বসে।

▶ খ নং প্রশ্ন (অনুধাবনমূলক)

প্রশ্ন-১. কোন ব্যাংক বিনিময় হার নির্ধারণ করে? ব্যাখ্যা দাও।
উত্তর: কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিনিময় হার নির্ধারণ করে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশীয় মুদ্রার সাথে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার অনুকূল রাখার স্বার্থে দেশের অভ্যন্তরে বৈদেশিক মুদ্রার আগমন-নির্গমন এবং ক্রয়-বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করে। এজন্য বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনে সম্পৃক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের ভার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণ ছাড়াও এ ব্যাংকের রিজার্ভের পরিমাণ কাম্যস্তরে বজায় রাখার জন্য ব্যাংকটি বিভিন্ন প্রয়াস চালায়।

প্রশ্ন-২. মুদ্রামান সংরক্ষণের দায়িত্ব কার ওপর ন্যস্ত থাকে?
উত্তর: মুদ্রামান সংরক্ষণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর ন্যস্ত থাকে।
দেশের ব্যাংক ব্যবস্থা ও মুদ্রাবাজারের গঠন ও পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্ভব হয়েছে। মুদ্রাবাজার বলতে মুদ্রা ও মুদ্রা ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের সাথে জড়িত সংস্থার সমষ্টিকে বোঝায়। মুদ্রাবাজার গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ কার্যাবলি কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্পাদন করে থাকে।

প্রশ্ন-৩. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরকারের হিসাবরক্ষক বলা হয় কেন?
উত্তর: সরকারের ব্যাংক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, বোর্ড ও প্রতিষ্ঠানের হিসাব পরিচালনা করে থাকে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের পক্ষে নানা ধরনের আর্থিক লেনদেন ছাড়াও সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের হিসাব সংরক্ষণ করে। এজন্য সরকারের নিকট পূর্ণরূপে দায়ী থাকে। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরকারের হিসাবরক্ষক বলা হয়।

প্রশ্ন-৪. ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল কোন ব্যাংককে বলা হয় এবং কেন?
[কু. বো.; সি. বো.; ব. বো. ১৭]
উত্তর: ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংককে।
তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ যেকোনো কারণেই তারল্য সংকটে বা আর্থিক সংকটে পড়তে পারে। এ সময় ব্যাংকগুলো যখন অন্য কোনো উৎস হতে অর্থ সংগ্রহে ব্যর্থ হয় তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ সরবরাহে এগিয়ে আসে। এ ধরনের ভূমিকা রাখে বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়।

প্রশ্ন-৫. কোন ব্যাংককে মুদ্রাবাজারের অভিভাবক বলা হয় এবং কেন?
[চা. বো. ১৭; কু. বো.; সি. বো. ১৬]
উত্তর: কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রাবাজারের অভিভাবক।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মুদ্রাবাজার গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। দেশের ব্যাংক, বিল বাজারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মুদ্রাবাজারের সদস্য। তাদের যথাযথ উন্নয়ন সাধন দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে। তাই এরূপ বাজারের গঠন ও উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক উদ্যোগ গ্রহণ করে। এছাড়াও তা বাস্তবায়নে সদস্যদের নিয়ে এই ব্যাংক কাজ করে।

প্রশ্ন-৬. ব্যাংক হার নীতি বলতে কী বোঝ? *[দি. বো. ১৭]*
উত্তর: ব্যাংক হারের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করার কৌশলকে ব্যাংক হার নীতি বলে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধে ব্যাংক হার বৃদ্ধি করে। অনুরূপভাবে মুদ্রা সংকোচনের প্রয়োজনে ব্যাংক হার হ্রাস করে। ব্যাংক হার বৃদ্ধি পেলে বাজারে ঋণের পরিমাণ হ্রাস পায়। অন্যদিকে এ হার হ্রাস পেলে বাজারে ঋণের পরিমাণ বাড়ে। এভাবেই এ নীতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে দেশের অর্থনীতির ভারসাম্য রক্ষা করে।

প্রশ্ন-৭. ঋণ নিয়ন্ত্রণে খোলাবাজার নীতি বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। *[দি. বো. ১৬]*
উত্তর: কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলাবাজারে বিল, বন্ড, সিকিউরিটিজ ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করে ঋণ নিয়ন্ত্রণের কৌশল গ্রহণ করলে তাকে খোলাবাজার নীতি বলা হয়।
এটি ঋণ নিয়ন্ত্রণের অন্যতম পদ্ধতি। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর হাতে প্রচুর নগদ টাকা জমা থাকলে তারা অধিক ঋণ প্রদান করে। ফলে দেশে ঋণের পরিমাণ বেড়ে যায়। তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক পূর্বে ক্রয়কৃত ঋণপত্রসমূহ খোলাবাজারে বিক্রি করার মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ও জনগণের নিকট থেকে টাকা নিজের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার চেষ্টা করে। ফলে ব্যাংক ও জনগণের কাছে থাকা অর্থের পরিমাণ কমে আসে এবং তাদের ঋণদান সামর্থ্য হ্রাস পায়। জনগণের সঞ্চয়ের প্রবণতা, বাণিজ্যিক বাংকসমূহের তহবিল পরিস্থিতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই খোলাবাজার নীতির কার্যকারিতা নির্ভর করে।

প্রশ্ন-৮. ঋণ নিয়ন্ত্রণ কেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম কাজ? *[চা. বো., চ. বো. ১৬]*
উত্তর: ঋণের পরিমাণ কাম্যমাত্রায় বজায় রাখাকে ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলে।
দেশের সামগ্রিক ঋণের পরিমাণ কাম্যমাত্রায় বজায় রাখার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক দায়িত্ব পালন করে। মূলত কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণকারী ব্যাংক হওয়ায় ঋণ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম কাজ।

প্রশ্ন-৯. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরকারের ব্যাংক বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। *[য. বো. ১৬]*
উত্তর: কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের পক্ষে অর্থসংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন ও পরামর্শ প্রদান করায় কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরকারের ব্যাংক বলা হয়।
এই ব্যাংক দেশের ব্যাংক ও মুদ্রা ব্যবস্থার নেতৃত্ব প্রদানের জন্য সরকারের মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মালিক, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক সরকার। এ ব্যাংক সরকারের পক্ষে অর্থ লেনদেন করে, হিসাব রাখে ও সরকারকে প্রয়োজনে ঋণ দেয়।

প্রশ্ন-১০. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে কেন অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার বলা হয়? *[চা. বো., চ. বো. ১৭]*
উত্তর: তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকে হিসাব খুলে ব্যাংকিং সেবা লাভ এবং লেনদেন সুবিধা ভোগ করায় কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার বলা হয়।
সাধারণ জনগণ যেভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংকে হিসাব খুলে ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করে তেমনি তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহও কেন্দ্রীয় ব্যাংকে হিসাব খুলে লেনদেন করে। অর্থাৎ তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের ব্যাংকার হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

প্রশ্ন-১১. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরকারের প্রকল্প সহায়ক বলা হয় কেন?
উত্তর: কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের উপদেষ্টা ও প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করায় কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরকারের প্রকল্প সহায়ক বলা হয়।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক পরামর্শ দিয়ে, অর্থ দিয়ে, তথ্য সরবরাহ করে এবং আরো বিভিন্ন উপায়ে সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সাহায্য করে। ফলে সরকার এসব ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরকারের প্রকল্প সহায়ক বলা হয়।

তৃতীয় অধ্যায়: বাণিজ্যিক ব্যাংক

১.▶ জনাব খান 'কনিকা লি.' এর ব্যবস্থাপক। তিনি তার ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য 'পদ্মা রাইজ লি.; এর কাছে ৪০ লক্ষ টাকা ঋণ চাইলে ব্যাংক তা মঞ্জুর করে এবং কনিকা লি.' কে ঋণের অর্থ জমার জন্য একটি হিসাব খুলতে বলে। অন্যদিকে, শীতলক্ষা ব্যাংক দেশের গার্মেন্টস খাতে অধিক ঋণ দেয়। কিন্তু খাতটি নানান কারণে খারাপ করায় অনেক ঋণ খেলাপী তালিকাভুক্ত হয়ে পড়ে। ফলে মুনাফা থেকে প্রতিশন রাখতে যেয়ে ব্যাংকটির প্রকৃত দায় সম্পদ অপেক্ষা বেশি হয়ে যায়। এতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকটির পরিচালকদের আমানত খাতে সংগৃহীত অর্থ নয় বরং নিজস্ব মূলধন বৃদ্ধির জন্য চাপ দিচ্ছে। *[ঢাকা সিটি কলেজ]*

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিলের মূল উৎস কোনটি? ১
খ. গ্রাহককে জানতে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ফরম কোনটি? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে 'পদ্মা ব্যাংক লি.' কর্তৃক ঋণের টাকা নগদে না প্রদান করার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ব্যাংকটির যে নীতির ব্যত্যয় ঘটেছে বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মনে করছে তা ফলাফল বিশে-ষণ করো। ৪

উত্তর: মেইড ইজি উত্তরপত্র বইয়ের পৃষ্ঠা **৩৩৩ এর ২০** নম্বর দ্রষ্টব্য।

২.▶ আকাশ ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত একটি ব্যাংক। ব্যাংকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকে আমানতের ১৯% তারল্য জমা রেখেছে। ব্যাংকিং কাজের অগ্রগতির পাশাপাশি ব্যাংকটি গ্রাহকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহে সদা তৎপর থাকে। ফলে ব্যবসায়িক দক্ষতার মাধ্যমে ব্যাংকটি দ্রুতই অধিক মুনাফা অর্জনে সক্ষম হচ্ছে। *[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]*

ক. তারল্য কী? ১

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে ঋণ আমানত সৃষ্টি করে? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের আকাশ ব্যাংক তারল্য জমা রাখার মাধ্যমে ব্যাংক ব্যবসায়ের কোন নীতি অনুসরণ করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আকাশ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহের কাজটি ব্যাংকিং নীতিমালার আওতাভুক্ত কী? যুক্তি সহকারে মতামত দাও। ৪

উত্তর: মেইড ইজি উত্তরপত্র বইয়ের পৃষ্ঠা **৩৩২ এর ১৯** নম্বর দ্রষ্টব্য।

SURE 21

▶ ক ও খ নং প্রশ্নের সাজেশন

▶ ক নং প্রশ্ন (জ্ঞানমূলক)

প্রশ্ন-১. বাণিজ্যিক ব্যাংক কী? *[ঢা. বো.; রা. বো. ১৭; য. বো. ১৬]*
উত্তর: বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো একটি মুনাফাভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা স্বল্প সুদে জনগণের অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে, উচ্চ সুদে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে এবং গ্রাহকের অন্যান্য অর্থ সংক্রান্ড় কার্যাবলি সম্পাদন করে।

প্রশ্ন-২. বাণিজ্যিক ব্যাংকের ব্যবসায়িক উপাদান কী?
উত্তর: বাণিজ্যিক ব্যাংকের ব্যবসায়িক উপাদান হলো অর্থ।

প্রশ্ন-৩. পে-অর্ডার কী?
উত্তর: পে-অর্ডার হলো অর্থ বিনিময়ের একটি মাধ্যম যা দ্বারা প্রাপককে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যাংকের মাধ্যমে প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।

প্রশ্ন-৪. বাণিজ্যিক ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস কোনটি?
উত্তর: বাণিজ্যিক ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস হলো ঋণগ্রহীতাদের প্রদত্ত ঋণ হতে প্রাপ্ত সুদ।

প্রশ্ন-৫. প্রত্যয়পত্র কী?
উত্তর: যে দলিল দ্বারা বাণিজ্যিক ব্যাংক ক্রেতার পক্ষে দেশে বা বিদেশে বিক্রেতাকে তার পণ্যের মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে তাকে প্রত্যয়পত্র বলে।

প্রশ্ন-৬. PIN-এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর: PIN-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে 'Personal Identification Number'।

প্রশ্ন-৭. ব্যাংক গ্যারান্টি কী?
উত্তর: ব্যাংক গ্যারান্টি এমন একটি দলিল যাতে ব্যাংক এ মর্মে দেনাদারের পক্ষে পাওনাদারকে নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, যদি দেনাদার অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয় তাহলে ব্যাংক উক্ত অর্থ পাওনাদারকে পরিশোধ করবে।

প্রশ্ন-৮. ভ্রমণকারীর চেক কী?
উত্তর: ভ্রমণকারীর চেক হলো এমন একটি বিনিময় মাধ্যম যার দ্বারা গ্রাহক তার গন্ড়ব্যস্থলে অবস্থিত ব্যাংকের শাখায় চেক জমা দিয়ে সেখানকার স্থানীয় মুদ্রা সংগ্রহ করতে পারে।

প্রশ্ন-৯. চেক কী?
উত্তর: আমানতকারী কর্তৃক ব্যাংক থেকে অর্থ উত্তোলনের জন্য লিখিত শর্তহীন নির্দেশনামাই হলো চেক।

প্রশ্ন-১০. বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য কী? *[কু. বো. ১৭]*
উত্তর: বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন করা।

প্রশ্ন-১১. স্বল্পমেয়াদি ঋণের ব্যবসায়ী বলা হয় কোন ব্যাংককে?
উত্তর: স্বল্পমেয়াদি ঋণের ব্যবসায়ী বলা হয় বাণিজ্যিক ব্যাংককে।

প্রশ্ন-১২. তারল্য নীতি কী?
উত্তর: গ্রাহকদের চেকের অর্থ চাহিবামাত্র পরিশোধের সামর্থ্য ধরে রাখার জন্য কাম্য পরিমাণ নগদ অর্থ সংরক্ষণের কৌশলকে ব্যাংকের তারল্য নীতি বলে।

প্রশ্ন-১৩. তারল্য কী? *[দি. বো.; ব. বো. ১৭]*
উত্তর: গ্রাহকদের জমাকৃত অর্থ চাহিবামাত্র তাকে ফেরত দানের ক্ষমতাকে ব্যাংকের তারল্য বলা হয়।

প্রশ্ন-১৪. বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিলের প্রধান উৎস কী? *[য. বো. ১৭]*
উত্তর: আমানতকারীদের জমাকৃত অর্থই হলো বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিলের প্রধান উৎস।

প্রশ্ন-১৫. নিরাপত্তার নীতি কী?
উত্তর: আমানতকারীর জমাকৃত অর্থের নিরাপত্তা বিধান এবং ঋণ মঞ্জুরের সময় সতর্কতা অবলম্বন করাই হলো নিরাপত্তার নীতি।

প্রশ্ন-১৬. মুনাফার নীতি কী?
উত্তর: মুনাফার নীতি হলো কাম্য তারল্য অবস্থা সংরক্ষণের পর অতিরিক্ত অর্থ সবচেয়ে লাভজনক ও নিরাপদ খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা।

প্রশ্ন-১৭. বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে?
উত্তর: বিভিন্ন অঞ্চলে শাখা প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক বহু লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন-১৮. বাণিজ্যিক ব্যাংকের চলমান প্রক্রিয়া কী?
উত্তর: বাণিজ্যিক ব্যাংকের চলমান প্রক্রিয়া হলো ঋণ আমানত সৃষ্টি করা।

প্রশ্ন-১৯. সুনামের নীতি কী?
উত্তর: যে নীতির আলোকে বাণিজ্যিক ব্যাংক গ্রাহকের আমানত ও হিসাব সংক্রান্ড় তথ্যের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা, দক্ষ সেবা, মুনাফা প্রদান, দ্রুত ঋণ দান ইত্যাদির মাধ্যমে সুনাম অর্জনের চেষ্টা করে তাকে সুনামের নীতি বলে।

প্রশ্ন-২০. দক্ষ ব্যবস্থাপনার নীতি কী?
উত্তর: সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মীবাহিনী গঠনের চেষ্টা করাই হলো দক্ষ ব্যবস্থাপনার নীতি।

প্রশ্ন-২১. আস্থা অর্জনের নীতি কী?
উত্তর: সততা ও সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জন করাই হলো আস্থা অর্জনের নীতি।

প্রশ্ন-২২. সেবার নীতি কী?
উত্তর: গ্রাহকদের সর্বোত্তম সেবা প্রদান করে তাদের ব্যাংকের প্রতি আগ্রহী করে তোলাই হলো সেবার নীতি।

প্রশ্ন-২৩. বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক ব্যাংক কোনটি?
উত্তর: বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো সোনালী ব্যাংক।

প্রশ্ন-২৪. কোন ধরনের ব্যাংককে মুদ্রাবাজারের মধ্যমনি বলা হয়?
উত্তর: বাণিজ্যিক ব্যাংককে মুদ্রাবাজারের মধ্যমনি বলা হয়।

প্রশ্ন-২৫. বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ আমানত সৃষ্টি কী?
উত্তর: যে অভিনব পন্থায় বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ গ্রাহককে মঞ্জুরকৃত ঋণের অর্থ নগদে না দিয়ে তা ঋণগ্রহীতার আমানত হিসাবে স্থানান্ড়র করে এবং উক্ত আমানত থেকে নতুন ঋণের সৃষ্টি করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ আমানত সৃষ্টি বা ঋণ থেকে আমানত সৃষ্টি বলে।

প্রশ্ন-২৬. জমাতিরিক্ত ঋণ কী?
উত্তর: ব্যাংক তার চলতি হিসাবের গ্রাহকদের ব্যক্তিগত জামানত যেমন: জামিনদারের চরিত্র ও আর্থিক ক্ষমতার ভিত্তিতে স্বল্প সময়ের জন্য গ্রাহকের হিসাবে জমাকৃত অর্থের অতিরিক্ত যে অর্থ উত্তোলনের সুযোগ প্রদান করে তা-ই হলো জমাতিরিক্ত ঋণ।

▶ খ নং প্রশ্ন (অনুধাবনমূলক)

প্রশ্ন-১. কোন ব্যাংককে মুদ্রা বাজারের মধ্যমনি বলা হয় এবং কেন? *[কু. বো. ১৭]*
উত্তর: বাণিজ্যিক ব্যাংককে মুদ্রা বাজারের মধ্যমণি বলা হয়।
মুদ্রা বাজারে এ ব্যাংক স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। উদাহরণস্বরূপ ঋণগ্রহণ, চেক, বিনিময় বিল এবং প্রত্যয়পত্র ইত্যাদি দলিলের মাধ্যমে যে কেউ স্বল্পমেয়াদি ঋণের চাহিদা পূরণ করতে পারে। এ সকল কাজ সম্পাদনে বাণিজ্যিক ব্যাংক মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। আর এ কারণেই বাণিজ্যিক ব্যাংককে মুদ্রা বাজারের মধ্যমণি বলা হয়।

প্রশ্ন-২. বাণিজ্যিক ব্যাংকের তারল্য নীতি বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: বাণিজ্যিক ব্যাংকের তারল্য নীতি বলতে এমন পরিমাণ নগদ অর্থ বা তরল সম্পদ সংরক্ষণকে বোঝায় যাতে গ্রাহকদের দাবি বা উত্থাপিত চেকের অর্থ যথাসময়ে পরিশোধ করা ব্যাংকের পক্ষে সম্ভব হয়।
গ্রাহকের আমানত বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিলের মূল উৎস। উক্ত আমানত হতেই ব্যাংক বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণদান করে। তবে ঋণদানের ক্ষেত্রে ব্যাংককে অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আমানত হিসেবে জমা রাখতে হবে যাতে ব্যাংকটি তার গ্রাহকের অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত প্রদানে সক্ষম

হয়। এই নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যাংক তহবিলে জমা রাখাকে ব্যাংকের তারল্য নীতি বলে।

প্রশ্ন-৩. বাণিজ্যিক ব্যাংক স্বল্পমেয়াদি ঋণ দেয় কেন?
উত্তর: আমনতকারীর অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত দানে বাধ্য থাকায় বাণিজ্যিক ব্যাংক স্বল্পমেয়াদি ঋণ দেয়।
বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণের ব্যবসায়ী। জনগণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে ব্যাংকটি নিজ ব্যবসায়ের মূলধন গঠন করে। তবে ব্যাংক গ্রাহকের এই আমানত চাহিবামাত্র গ্রাহককে ফেরত দিতে বাধ্য থাকে। তাই বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণত দীর্ঘমেয়াদে ঋণ প্রদান করে না।

প্রশ্ন-৪. বাণিজ্যিক ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেয়া উচিত নয় কেন? *[ঢা. বো. ১৭]*
উত্তর: বাণিজ্যিক ব্যাংক সংগৃহীত আমানতের অধিকাংশই চাহিবামাত্র ফেরত দানে বাধ্য থাকায় এ ধরনের ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দান অনুচিত।
এ ব্যাংকের তহবিলের মূখ্য উৎস হলো জনগণের নিকট হতে সংগৃহীত আমানত। তাই বাণিজ্যিক ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদে এ অর্থ ঋণদান বা বিনিয়োগ না করে স্বল্পমেয়াদে ঋণ দেয়। যে কারণে এ ব্যাংককে স্বল্পমেয়াদি ঋণের ব্যবসায়ী বলে।

প্রশ্ন-৫. ঋণদানকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস বলা হয় কেন?
উত্তর: বাণিজ্যিক ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস হলো ব্যাংক কর্তৃক প্রদানকৃত ঋণের সুদ।
কেননা বাণিজ্যিক ব্যাংককে ধার করা অর্থের ধারক বলা হয়। অর্থাৎ বাণিজ্যিক ব্যাংক স্বল্প সুদের বিনিময়ে জনগণের সঞ্চিত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে। আবার উক্ত অর্থ অধিক সুদের বিনিময়ে ঋণ হিসেবে প্রদান করে। এছাড়াও বিভিন্ন লাভজনক খাতে অর্থ বিনিয়োগ করে। উভয় সুদের পার্থক্যের ফলে অর্জিত হয় ব্যাংকের মুনাফা। তাই ঋণদানকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস বলা হয়।

প্রশ্ন-৬. ব্যাংক কীভাবে ব্যবসায়িক লেনদেনে সহায়তা করে? *[ঢা. বো. ১৬]*
উত্তর: ব্যাংক ঋণদান, দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি, প্রত্যয়পত্র ইস্যু প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যবসায়িক লেনদেনে সহায়তা করে।
বর্তমানে অধিকাংশ ব্যবসায়িক লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে সংগঠিত হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো চেক, পে-অর্ডার, ব্যাংক ড্রাফট, ক্রেডিট কার্ড, ভ্রমণকারীর চেক ইত্যাদি ইস্যু করে। বিনিময়ের এই মাধ্যমগুলো অনেক ক্ষেত্রে অর্থের মত ব্যবহৃত হয়। ফলে বর্তমানে ব্যবসায়িক লেনদেন অধিক সহজ ও ঝামেলামুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন-৭. ব্যাংককে ধার করা অর্থের ধারক বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: ব্যাংক চলতি, স্থায়ী ও সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে জনগণের অর্থ জমা রাখা, ঋণ প্রদান, বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টিসহ নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা গ্রাহকদের প্রদান করে।
ব্যাংকের মুখ্য কাজ হলো আমানতকারীদের নিকট থেকে স্বল্প সুদের বিনিময়ে আমানত সংগ্রহ করা। পরবর্তীতে ঐ আমানতকৃত অর্থ থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে অধিক সুদের বিনিময়ে ঋণ প্রদান করা। অর্থ ধার নেয়া এবং ঋণ দেয়া মুখ্য কাজ হওয়ায় ব্যাংককে ধার করা অর্থের ধারক বলা হয়।

প্রশ্ন-৮. বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে? ব্যাখ্যা করো। *[ঢা. বো.; য. বো. ১৭]*
উত্তর: বাণিজ্যিক ব্যাংক অর্থ ও অর্থের মূল্যে পরিমাপযোগ্য দলিল দ্বারা বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে।
চেক, ক্রেডিট কার্ড, ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার ইত্যাদি হলো ব্যাংক সৃষ্ট বিনিময় মাধ্যম। এই সব দলিল ও উপকরণ দ্বারা সহজে অর্থ লেনদেন করা যায়। উপরোক্ত দলিল ও উপকরণের প্রচলন ঘটিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংক বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন-৯. ঋণ আমানত সৃষ্টির আবশ্যকীয় শর্তগুলো ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম কাজ হলো ঋণ আমানত সৃষ্টি করা।
ঋণ আমানত সৃষ্টির ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় শর্তগুলো হলো: দেশে একাধিক বাণিজ্যিক ব্যাংক ও তাদের অসংখ্য শাখা থাকতে হবে। বাজারে অর্থের সরবরাহ পর্যাপ্ত থাকবে এবং তা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঘিরে আবর্তিত হবে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণদান নীতি কার্যকর থাকবে ও ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেনে জনগণের সচেতনতা থাকতে হবে। আর এ শর্তগুলো প্রতিষ্ঠিত হলেই ঋণ হতে আমানত সৃষ্টির কার্যক্রম চালানো সম্ভব হয়।

প্রশ্ন-১০. বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে ঋণ আমানত সৃষ্টি করে? *[রা. বো.; চ. বো.; য. বো ১৭]*
উত্তর: যে পদ্ধতি অবলম্বন করে বাণিজ্যিক ব্যাংক সরাসরি নগদে ঋণ না দিয়ে তা ঋণগ্রহীতার আমানত হিসাবে ঋণের অর্থ স্থানান্তর করে উক্ত আমানত থেকে যে নতুন ঋণের সৃষ্টি করে তাকে ঋণ আমানত সৃষ্টি বলে।
ব্যাংক যখন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে তখন সরাসরি নগদ অর্থ ঋণ হিসেবে প্রদান না করে ঋণ গ্রহীতাকে তার নামে একটি আমানত হিসাব খোলার জন্য বলে এবং তাতে ঋণের অর্থ প্রদান করে। চেকের মাধ্যমে এই হিসাব থেকে ঋণগ্রহীতা অর্থ উত্তোলন করে। এভাবে প্রদত্ত ঋণ থেকে আমানতের সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন-১১. ঋণ কীভাবে আমানত সৃষ্টি করে? *[ব. বো. ১৭]*
উত্তর: ব্যাংক প্রদত্ত ঋণ হতে নতুন আমানতের সৃষ্টি করে।
ব্যাংক মঞ্জুরকৃত ঋণের অর্থ সরাসরি নগদে প্রদান না করে আমানত হিসাবের মাধ্যমে তা প্রদান করে। অর্থাৎ ব্যাংক উক্ত হিসাবে ঋণের অর্থ ক্রেডিট করে, যা ঋণগ্রহীতা চেকের মাধ্যমে উত্তোলন করে। আর এভাবেই প্রদত্ত ঋণ ব্যাংকের জন্য নতুন আমানতের সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন-১২. ব্যাংক কীভাবে মূলধন গঠনে সহায়তা করে? *[ঢা. বো. ১৬]*
উত্তর: ব্যাংক বিভিন্ন হিসাব খুলে জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহের মাধ্যমে মূলধন গঠনে সহায়তা করে।
সাধারণত ব্যাংকের সব কার্যক্রম কেন্দ্রীয় অফিস কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হলেও দেশের বিভিন্ন স্থানে এর শাখা অফিস থাকে। এসব শাখায় বিভিন্ন হিসাব খোলার সুবিধা প্রদান করে ব্যাংক জনগণের বিক্ষিপ্ত অর্থ সংগ্রহ করে। এভাবেই ব্যাংক মূলধন গঠনে সহায়তা করে থাকে।

প্রশ্ন-১৩. 'অর্থের গতিশীলতা বিনিময়ের মাধ্যমগুলোর ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল'– ব্যাখ্যা করো। *[চ. বো. ১৬]*
উত্তর: বাণিজ্যিক ব্যাংক অর্থ ও অর্থের মূল্যে পরিমাপযোগ্য দলিল যেমন: চেক, ব্যাংক ড্রাফট, প্রত্যয়পত্র, পে-অর্ডার ইত্যাদি সৃষ্টির মাধ্যমে বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে।
বর্তমান জগতে সব ধরনের লেনদেন নগদ অর্থের মাধ্যমে করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। তাই আস্থা ও নিরাপত্তার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন দলিল ও উপকরণের প্রচলন ঘটিয়ে বিনিময়ের সহজ মাধ্যম সৃষ্টি করে। যা অর্থের গতিশীলতাকে স্বাভাবিকভাবেই তরান্বিত করে। তাই অর্থের গতিশীলতা বিনিময়ের মাধ্যমগুলোর ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

প্রশ্ন-১৪. গোপনীয়তা ব্যাংকের অতি গুরুত্বপূর্ণ নীতি কেন? ব্যাখ্যা করো। *[ব. বো. ১৭]*
উত্তর: গ্রাহকের হিসাব ও জমাকৃত সম্পদের সর্বাধিক গোপনীয়তায় গ্রাহকের নিরাপত্তার বিষয়টি জড়িত থাকায় গোপনীয়তা ব্যাংকের অতি গুরুত্বপূর্ণ নীতি।
জনসাধারণ তার সঞ্চিত অমূল্য সম্পদ ব্যাংকের নিকট গচ্ছিত রেখে নিশ্চিন্ত থাকতে চায়। যার গোপনীয়তা প্রকাশ পেলে গ্রাহক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাই ব্যাংক সার্বিকভাবে গোপনীয়তার নীতি অনুসরণের মাধ্যমে গ্রাহক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

চতুর্থ অধ্যায়: ব্যাংক হিসাব

১.▶ মি. মতিন একটি বেসরকারি ব্যাংকে চাকরি করতেন। তখন সামান্য সুদ দেয় এমন একটি ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করতেন। পরবর্তীতে তিনি চাকরি ছেড়ে ব্যবসা শুরু করেন এবং ব্যাংকে আরেকটি হিসাব খোলেন। এরপর তিনি বিদেশ চলে যান। পাঁচ বছর পর বিদেশ থেকে ফিরে তিনি আবার ব্যবসায় শুরু করেন। তিনি তার উভয় হিসাব চালু করতে চাইলে ব্যাংক ম্যানেজার পরবর্তী হিসাবটি চালু করার পরামর্শ দেন। *[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]*

ক. কোন ধরনের চলতি হিসাবে সুদ পাওয়া যায়? ১
খ. কেন চেকে দাগকাটা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মি. মতিন প্রথমে কোন হিসাব পরিচালনা করতেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ব্যাংক ম্যানেজার কেন পরবর্তী হিসাব চালু করার পরামর্শ দিলেন? মতামত দাও। ৪

উত্তর: মেইড ইজি উত্তরপত্র বইয়ের পৃষ্ঠা **৩৫২ এর ২৩** নম্বর দ্রষ্টব্য।

২.▶ জনাব সুমনের এবিসি ব্যাংকের তিনটি শাখার হিসাব বিবরণী নিচে তুলে ধরা হলো:

শাখার নাম	আমানত (টাকা)	উত্তোলন (টাকা)	মুনাফা (টাকা)
ধানমন্ডি	২০,০০,০০০	১৫,০০,০০০	-
গুলশান	১০,০০,০০০	২,০০,০০০	১৫,০০০
রামপুরা	১৬,০০,০০০	-	৯০,০০০

জনাব সুমন আগামী মাসে চাকুরি হতে অবসর নিবেন এবং অবসরকালীন ভাতা হিসাবে ২০,০০,০০০ টাকা পাবেন। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন কোন ব্যবসায়ের সাথে জড়িত না হয়ে সাধারণ জীবন-যাপন করবেন। *[ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ]*

ক. বিশেষ চলতি হিসাব কী? ১
খ. "ব্যাংককে কেন ধার করা অর্থের ধারক বলা হয়"-ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ধানমন্ডি শাখায় জনাব সুমন কোন ধরনের হিসাব খুলেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অবসরকালীন ভাতা জমানোর জন্য জনাব সুমনের কোন শাখার হিসাবটি বেশি উপযোগী? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

উত্তর: মেইড ইজি উত্তরপত্র বইয়ের পৃষ্ঠা **৩৫২ এর ২২** নম্বর দ্রষ্টব্য।

▶ ক ও খ নং প্রশ্নের সাজেশন

SURE 21

▶ ক নং প্রশ্ন (জ্ঞানমূলক)

প্রশ্ন-১. ব্যাংক হিসাব কী? *[ঢা. বো. ১৬, ১৭; রা. বো., সি. বো.; ব. বো. ১৭; চ. বো. ১৬]*
উত্তর: গ্রাহকের নামে হিসাব খুলে ব্যাংক গ্রাহককে অর্থ লেনদেন ও ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের যে সুযোগ প্রদান করে তাকে ব্যাংক হিসাব বলা হয়।

প্রশ্ন-২. ঋণ আমানতী হিসাব কী?
উত্তর: ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ বা অগ্রিম যে হিসাবের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয় তাকে ঋণ আমানতী হিসাব বলে।

প্রশ্ন-৩. KYC (Know Your Customer) ফরম কে সরবরাহ করে?
উত্তর: KYC (Know Your Customer) ফরম ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করে।

প্রশ্ন-৪. নমুনা স্বাক্ষর কার্ডে আমানকারী কয়টি স্বাক্ষর প্রদান করেন?
উত্তর: নমুনা স্বাক্ষর কার্ডে আমানতকারী তিনটি স্বাক্ষর প্রদান করেন।

প্রশ্ন-৫. নমুনা স্বাক্ষর কার্ড কী? *[চ. বো. ১৭; রা. বো. ১৬]*
উত্তর: চেকের স্বাক্ষর যথার্থ কিনা তা মিলিয়ে দেখার জন্য আমানতকারীর নমুনা স্বাক্ষর যে কার্ডে ব্যাংক সংরক্ষণ করে তাকে নমুনা স্বাক্ষর কার্ড বলে।

প্রশ্ন-৬. চলতি হিসাব কী? *[য. বো. ১৬]*
উত্তর: যে হিসাবে দিনে যতবার খুশি টাকা জমা ও উত্তোলন করা যায় এবং উক্ত অর্থের বিপরীতে গ্রাহককে ব্যাংক কোনো সুদ প্রদান করে না তাকে চলতি হিসাব বলে।

প্রশ্ন-৭. ব্যাংক পাস বই কী?
উত্তর: সঞ্চয়ী হিসাবের গ্রাহককে তার লেনদেন সংক্রান্ড় তথ্য সংরক্ষণের জন্য ব্যাংক তাকে ক্ষুদ্রাকৃতির যে বই সরবরাহ করে তাকে ব্যাংক পাস বই বলে।

প্রশ্ন-৮. বিশেষ চলতি হিসাব কী?
উত্তর: যে চলতি হিসাবে যতবার খুশি দিনে টাকা জমা ও টাকা উত্তোলন করা যায় এবং ব্যাংক হিসাবধারীকে সীমিত সুদ বা লাভ প্রদান করে তাকে বিশেষ চলতি হিসাব বলে।

প্রশ্ন-৯. সঞ্চয়ী হিসাব কাকে বলে?
উত্তর: যে হিসাবে দিনে যতবার খুশী টাকা জমা দেয়া গেলেও টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে বাধ্য-বাধকতা থাকে এবং ব্যাংক গ্রাহককে জমার বিপরীতে সুদ বা লাভ প্রদান করে তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে।

প্রশ্ন-১০. পেনশন বা বিশেষ সঞ্চয়ী হিসাব কী?
উত্তর: যে হিসাবে গ্রাহক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ড় মাসে মাসে টাকা জমা করে এবং নির্ধারিত মেয়াদ শেষে ব্যাংক তার গ্রাহককে সব টাকা একত্রে প্রদান করে তাকে পেনশন বা বিশেষ সঞ্চয়ী হিসাব বলে।

প্রশ্ন-১১. কোন ধরনের চলতি হিসাবে সুদ পাওয়া যায়?
উত্তর: বিশেষ চলতি হিসাবে সুদ পাওয়া যায়।

প্রশ্ন-১২. সীমিত আয়ের লোকজনের জন্য কোন হিসাব উপযোগী?
উত্তর: সীমিত আয়ের লোকজনের জন্য সঞ্চয়ী হিসাব উপযোগী।

প্রশ্ন-১৩. ব্যবসায়ীদের জন্য সাধারণত কোন হিসাবটি উপযুক্ত?
উত্তর: ব্যবসায়ীদের জন্য সাধারণত চলতি হিসাবটি উপযুক্ত।

প্রশ্ন-১৪. প্রাথমিক জমা আমানত কাকে বলে?
উত্তর: কোনো আমানতকারী তার ব্যাংক হিসাবে প্রাথমিকভাবে বা প্রথমে যে পরিমাণ অর্থ আমানত হিসেবে জমা রাখে তাকে প্রাথমিক জমা আমানত বলে।

প্রশ্ন-১৫. দৈনিক যতবার ইচ্ছা টাকা ওঠানো যায় কোন হিসাব হতে?
উত্তর: চলতি হিসাব থেকে দৈনিক যতবার ইচ্ছা টাকা ওঠানো যায়।

প্রশ্ন-১৬. সঞ্চয়ী হিসাবের মূল উদ্দেশ্য কী?
উত্তর: জনগণের মাঝে সঞ্চয় প্রবণতা সৃষ্টি করাই হলো সঞ্চয়ী হিসাবের মূল উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন-১৭. ব্যাংক হিসাব বিবরণী কী?
উত্তর: ব্যাংক তার গ্রাহককে লেনদেন সংক্রান্ড় তথ্য জানাতে যে বিবরণী প্রদান করে তাকে ব্যাংক হিসাব বিবরণী বলে।

প্রশ্ন-১৮. জমা রসিদ বই কী?
উত্তর: ব্যাংক হিসাবে অর্থ জমা দেয়ার জন্য গ্রাহককে ব্যাংকের পক্ষ থেকে ছাপানো যে রসিদ বই সরবরাহ করা হয় তাকে জমা রসিদ বই বলে।

প্রশ্ন-১৯. চেক বই কী? *[কু. বো. ১৭]*
উত্তর: চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবের গ্রাহককে অর্থ উত্তোলনের জন্য চেকের পাতা সম্বলিত যে বই ব্যাংক সরবরাহ করে তাকে চেক বই বলে।

প্রশ্ন-২০. ব্যাংক হিসাব প্রধানত কত প্রকার?
উত্তর: ব্যাংক হিসাব প্রধানত তিন প্রকার যথা– চলতি হিসাব, সঞ্চয়ী হিসাব, স্থায়ী হিসাব।

প্রশ্ন-২১. KYC ফরম কী? *[দি. বো. ১৬]*
উত্তর: ব্যাংক হিসাবের আবেদন ফরমের সঙ্গে আবেদনকারীর তথ্যসম্বলিত যে ফরম বাধ্যতামূলকভাবে হিসাবগ্রহীতাকে পূরণ করতে হয় তাকে KYC (Know Your Customer) ফরম বলে।

প্রশ্ন-২২. ব্যাংক সর্বাধিক সুদ প্রদান করে কোন হিসাবে?
উত্তর: ব্যাংক সর্বাধিক সুদ প্রদানে করে স্থায়ী হিসাবে।

প্রশ্ন-২৩. ব্যাংক হিসাব খোলার জন্য একমালিকানা ব্যবসায়ের কোন দলিলটির প্রয়োজন হয়?
উত্তর: ব্যাংক হিসাব খোলার জন্য একমালিকানা ব্যবসায়ের ট্রেড লাইসেন্স দলিলটির প্রয়োজন হয়।

প্রশ্ন-২৪. বিমা সঞ্চয়ী হিসাব কী? *[য. বো. ১৭]*
উত্তর: যে হিসাবের মাধ্যমে আমানতকারী সঞ্চয়ী হিসাবের সুবিধাদি ভোগ করার পাশাপাশি বিমার সুবিধা ভোগ করে তাকে বিমা সঞ্চয়ী হিসাব বলে।

প্রশ্ন-২৫. স্কুল সঞ্চয়ী হিসাব কাকে বলে?
উত্তর: স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ব্যাংক যে বিশেষ হিসাবের সুযোগ দেয় তাকে স্কুল সঞ্চয়ী হিসাব বলে।

▶ খ নং প্রশ্ন (অনুধাবনমূলক)

প্রশ্ন-১. একজন ব্যবসায়ীর জন্য কোন হিসাব উত্তম এবং কেন? ব্যাখ্যা করো। *[চ. বো.; সি. বো. ১৭]*
উত্তর: একজন ব্যবসায়ীর জন্য চলতি হিসাব খোলা উত্তম।
যে হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক তার গ্রাহককে কার্যদিবসে যতবার ইচ্ছা অর্থ জমাদান ও প্রয়োজনে তা উত্তোলনের সুযোগ প্রদান করে তাকে চলতি হিসাব বলে। একজন ব্যবসায়ীকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের অর্থ সংক্রান্ড় লেনদেন করতে হয়। এজন্য তার নগদ ঋন, জমাতিরিক্ত ঋণ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং সহায়তার প্রয়োজন পড়ে। যা অন্য কোনো ব্যাংক হিসাবে পাওয়া যায় না। তাই ব্যবসায়ীরা চলতি হিসাব খুলে থাকেন।

প্রশ্ন-২. সঞ্চয়ী হিসাবে টাকা কি ইচ্ছামত যত খুশী যখন তখন তোলা সম্ভব? ব্যাখ্যা করো। *[ব. বো. ১৭]*
উত্তর: সঞ্চয়ী হিসাবের টাকা ইচ্ছামত যত খুশী যখন তখন তোলা অসম্ভব।
এ হিসাবের গ্রাহকগণ যখন তখন হিসাবে অর্থ জমাদানের সুযোগ ভোগ করলেও সপ্তাহে দুই বারের বেশি অর্থ উত্তোলনের সুবিধা পায় না। সাধারণত সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রাহক এ ধরনের হিসাব খুললেও ব্যাংকিং লেনদেনেরও সুযোগ পায়।

প্রশ্ন-৩. ব্যাংক হিসাব বিবরণী সম্পর্কে ধারণা দাও।
উত্তর: ব্যাংক হিসাব বিবরণী হচ্ছে এমন একটি বিবরণী যেখানে গ্রাহক তার ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে যেসব আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করে থাকে সেগুলো লিপিবদ্ধ থাকে।
এটি গ্রাহকের হিসাব সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন যা ব্যাংক ইস্যু করে থাকে। হিসাব বিবরণী থেকে গ্রাহকের হিসাবের ব্যালেন্স জানা যায়। এতে হিসাব গ্রহীতার নাম, হিসাব নম্বর, হিসাবের ধরন, প্রারম্ভিক জমা, জমাকৃত অর্থ, উত্তোলিত অর্থ, প্রাপ্তি ও প্রদান এবং সর্বশেষ জমার পরিমাণ লিপিবদ্ধ থাকে।

প্রশ্ন-৪. নমুনা স্বাক্ষর কার্ড কেন প্রয়োজন? *[চা. বো. ১৭]*
উত্তর: ব্যাংক হিসাব খোলার সময় ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত যে ছাপানো কার্ডে গ্রাহক তার নাম ও নমুনা স্বাক্ষর প্রদান করে তাকে নমুনা স্বাক্ষর কার্ড বলা হয়।
এই কার্ডের অনুরূপ দস্ড়খত দিয়েই গ্রাহককে পরবর্তীতে ব্যাংকের সঙ্গে সব ধরনের লেনদেন করতে হয়। চেকের দস্ড়খতের সঙ্গে কার্ডের দস্ড়খতে কোনো গরমিল হলে ব্যাংক চেকটি ফেরত দেয়। তাই নমুনা স্বাক্ষর কার্ডের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন-৫. ব্যাংক হিসাবে গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজন পড়ে কেন? ব্যাখ্যা করো। *[ঢা. বো. ১৬]*
উত্তর: গ্রাহকের হিসাব সংক্রান্ড় তথ্য সংশি-ষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কেউ যাতে পেতে না পারে সেজন্য ব্যক্তিক ও প্রযুক্তিগত সব ধরনের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের নীতিকে গোপনীয়তার নীতি বলে।
ব্যাংকে হিসাব খোলার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বা গোপনীয়তার বিষয়টি প্রত্যেক গ্রাহকই বিবেচনা করে থাকেন। কারণ, প্রত্যেক আমানতকারীই চান তার হিসাবের গোপনীয়তা বজায় থাকুক। আমানতকারী ব্যাংক-কে গোপনীয়তা রক্ষার উৎস হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। এজন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষও গ্রাহকের

হিসাব সংক্রান্ড় যাবতীয় তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে বলেই ব্যাংক হিসাবে গোপনীয়তা রক্ষা করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন-৬. চেকের অনুমোদন বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: কারও নিকট হস্ড়ান্ড়রের উদ্দেশ্যে চেকের পিঠে স্বাক্ষর করাকে চেকের অনুমোদন বলে।

চেক একটি হস্ড়ান্ড়রযোগ্য দলিল। বৈধ অনুমোদনের মাধ্যমে চেক হস্ড়ান্ড়র করা যায়। এক্ষেত্রে বাহকের চেক শুধু প্রদানের মাধ্যমে হস্ড়ান্ড়রিত হয়। অন্যদিকে হুকুম চেকের পিঠে মালিকের স্বাক্ষরের মাধ্যমে অনুমোদন করে হস্ড়ান্ড়র করা যায়।

প্রশ্ন-৭. পাস বই বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: সঞ্চয়ী হিসাব খোলার পর ব্যাংক তার গ্রাহককে লেনদেন সংক্রান্ড় তথ্য সংরক্ষণের জন্য যে ক্ষুদ্রাকৃতির বই প্রদান করে তাকে পাস বই বলে।

গ্রাহক পাস বই হতে তার হিসাবে জমা ও উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ জানতে পারে। পাস বইতে টাকা জমা ও উত্তোলনের হিসাব তারিখ অনুযায়ী লেখা হয়। এছাড়াও এতে ব্যাংক কর্মকর্তার স্বাক্ষর থাকে। পাস বই সঞ্চয়ী হিসাবের গ্রাহকদের প্রদান করা হয়।

প্রশ্ন-৮. একজন চাকরিজীবীর জন্য কোন ধরনের হিসাব উপযোগী? ব্যাখ্যা করো। *[য. বো. ১৭]*

উত্তর: একজন চাকরিজীবীর জন্য সঞ্চয়ী হিসাব উপযোগী।

সঞ্চয়ের পাশাপাশি ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেনের উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রাহক ব্যাংকে এই ধরনের হিসাব খোলে। একজন চাকরিজীবী মাস শেষে নির্দিষ্ট বেতন পেয়ে তা ব্যাংকে জমা রাখতে পারে এবং প্রয়োজনে কিছু অর্থ উত্তোলন করতে পারে। এ হিসাবে জমাকৃত অর্থের ওপর গ্রাহক সুদ পায়। এটির মাধ্যমে গ্রাহক চেকের অর্থ সংগ্রহ, অর্থ স্থানান্ড়রসহ বিভিন্ন ব্যাংকিং সেবা বা সুবিধা গ্রহণ করে। তাই একজন চাকরিজীবী ব্যাংকে এই হিসাব খুলে থাকে।

প্রশ্ন-৯. KYC কেন প্রয়োজন? ব্যাখ্যা করো। *[রা. বো.; চ. বো. ১৭]*

উত্তর: KYC ফরমের মাধ্যমে গ্রাহক সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা যায় বিধায় এটি গ্রাহকের লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে।

ব্যাংক যে ফরমের মাধ্যমে গ্রাহক সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে তাই মূলত KYC ফরম। এর দ্বারা গ্রাহকের সঠিক পরিচয় শনাক্ত করা যায়। গ্রাহক কী উদ্দেশ্যে হিসাব খুলবে, কেমন লেনদেন করবে, গ্রাহক কোনো অবৈধ কর্মকান্ডে জড়িত কিনা তা জানা যায়। আর এ উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য রেখেই ব্যাংক KYC ফরম সংরক্ষণ করে।

প্রশ্ন-১০. KYC ফরম বলতে কী বোঝায়? *[দি. বো. ১৭]*

উত্তর: জালিয়াতি ও অবৈধ অর্থ লেনদেন রোধে গ্রাহকের তথ্য সম্বলিত ফরমকে KYC ফরম বলে।

KYC-এর পূর্ণরূপ হলো 'Know Your Customer' অর্থাৎ তোমার গ্রাহককে জানো। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০০২ দেশে চালু হওয়ার পর থেকে ভুয়া নামে হিসাব খোলা বন্ধ হয়েছে। অবৈধ লেনদেন নিয়ন্ত্রণের জন্য হিসাব খোলার সময় এ ধরনের ফরম পূরণ গ্রাহকের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

প্রশ্ন-১১. গ্রাহককে জানতে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ফরম কোনটি? ব্যাখ্যা করো। *[য. বো. ১৭]*

উত্তর: গ্রাহককে জানতে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ফরম হলো KYC ফরম।

ব্যাংকে হিসাব খোলার সময় আবেদন ফরমের সাথে আবেদনকারী সংক্রান্ড় বিভিন্ন তথ্যসম্বলিত যে ফরম বাধ্যতামূলকভাবে হিসাবগ্রহীতাকে পূরণ করতে হয় তাই মূলত KYC ফরম। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এর সত্যতা যাচাই করে স্বাক্ষর করেন। মুলত ভুয়া গ্রাহক চিহ্নিতকরণ ও অবৈধ লেনদেন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ব্যাংক এই ফরম সংরক্ষণ করে।

প্রশ্ন-১২. KYC নীতি কেন গ্রহণ করা হয়? *[ব. বো. ১৭]*

উত্তর: গ্রাহক সম্পর্কে তথ্য সংরক্ষণে KYC নীতি গ্রহণ করা হয়।

KYC নীতি গ্রহণে গ্রাহক দ্বারা KYC ফরম পূরণ বাধ্যতামূলক। ব্যাংক হিসাব খোলার সময় আবেদন ফর্মের সাথে আবেদনকারীর সংক্রান্ড় বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত এ ফরম হিসাবগ্রহীতাকে পূরণ করতে হয়। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এর সত্যতা যাচাই করে স্বাক্ষর করেন। মূলত ভূয়া গ্রাহক চিহ্নিতকরণ ও অবৈধ লেনদেন বন্ধ করা এর উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন-১৩. কোন হিসাবে ব্যাংক চেক বই প্রদান করে না? ব্যাখ্যা করো। *[কু. বো. ১৭]*

উত্তর: স্থায়ী হিসাবের গ্রাহককে কোনো ধরনের চেক বই দেয়া হয় না।

নির্দিষ্ট সময় বা মেয়াদের জন্য এককালীন ব্যাংকে অর্থ জমা দিয়ে যে হিসাব খোলা হয় তাকে স্থায়ী হিসাব বলে। অর্থাৎ স্থায়ী হিসাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গ্রাহক ব্যাংকে অর্থ জমা করে। ঐ নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ড় সাধারণত এ হিসাবের অর্থ গ্রাহক উত্তোলন করে না, অন্যদিকে এ হিসাবে জমাকৃত অর্থের বিপরীতে ব্যাংক গ্রাহককে স্থায়ী আমানতের রশিদ প্রদান করে। তাই এ হিসাবে ব্যাংক থেকে গ্রাহককে কোনো চেক বই ইস্যু করা হয় না।

প্রশ্ন-১৪. ব্যাংক হিসাব ব্যাংক ও মক্কেল উভয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: ব্যাংক হিসাব খোলার মাধ্যমে গ্রাহক ব্যাংক থেকে বিভিন্ন রকম ব্যাংকিং সেবা পেয়ে থাকে। অন্যদিকে এর ফলে ব্যাংকের আমানত বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাই এটি উভয়ের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যাংকে হিসাব খোলার মাধ্যমে ব্যাংক ও মক্কেলের মধ্যে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে গ্রাহক অর্থ জমাদান, স্থানান্ড়র ও অর্থের নিরাপত্তাও নিশ্চিত করে থাকে। আর ব্যাংক গ্রাহকের নামে হিসাব খুলে তার আমানতকৃত অর্থ মূলধন হিসেবে গ্রহণ করে এবং তা বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করে।

প্রশ্ন-১৫. হিসাব খুলতে পরিচয়করণের প্রয়োজন পড়ে কেন?

উত্তর: কোনো ব্যাংকে হিসাব খোলার ক্ষেত্রে গ্রাহকের আবেদনপত্রে ঐ ব্যাংকের একজন হিসাবধারী ব্যক্তিকে পরিচয়দানকারী হিসেবে স্বাক্ষর প্রদান করতে হয়।

পরিচয়দানকারী তার নাম, স্বাক্ষর, পেশা ও হিসাব নম্বর ইত্যাদি ব্যাংকে হিসাব খুলতে আগ্রহী ব্যক্তির আবেদনপত্রে উলে-খ করে থাকেন। ভবিষ্যতে গ্রাহক কোনো অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত হলে ব্যাংক পরিচয়দানকারীর সাহায্যে গ্রাহকের নিকট পৌঁছাতে পারবে।

প্রশ্ন-১৬. ব্যাংকার-গ্রাহক একটি চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক— ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: ব্যাংকে হিসাব খোলার মাধ্যমে ব্যাংকের সঙ্গে হিসাবকারীর একটি চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। যাকে বলে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্ক।

কিছু নিয়ম-নীতি মেনে গ্রাহকগণ ব্যাংকে হিসাব খুলে থাকেন। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু শর্ত অনুযায়ী গ্রাহকগণ ব্যাংকে অর্থ জমা রাখেন। পরবর্তীতে চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবের গ্রাহকগণ চাহিবামাত্র তাদের জমাকৃত অর্থ প্রদানে ব্যাংক বাধ্য থাকে।

প্রশ্ন-১৭. চলতি হিসাবের বিপরীতে ব্যাংক কোনো সুদ প্রদান করে না কেন? *[রা. বো. ১৬]*

উত্তর: ব্যাংক চলতি হিসাবের অর্থ দীর্ঘমেয়াদে ব্যবহারের সুযোগ পায় না বিধায় এ হিসাবের বিপরীতে ব্যাংক কোনো সুদ প্রদান করে না।

এ হিসাবের গ্রাহকগণ দিনে যতবার খুশি অর্থ জমা দিতে পারেন। আবার যতবার খুশি অর্থ উত্তোলন করতে পারেন। কোনো ব্যাংকই এ হিসাবের অর্থ অধিক পরিসরে বিনিয়োগ করতে পারে না। ফলে ব্যাংকের মুনাফাও বৃদ্ধি পায় না। এজন্য ব্যাংক এ হিসাবের বিপরীতে কোনো সুদ প্রদান করে না।

প্রশ্ন-১৮. ব্যাংক হিসাব হলো ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের প্রবেশদ্বার- বুঝিয়ে লেখ। *[দি. বো. ১৬]*

উত্তর: যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ব্যাংক তার গ্রাহকদের আমানত জমা করে, অর্থ উত্তোলনের সুযোগ প্রদান করে এবং ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের সুযোগ দেয় তাকে ব্যাংক হিসাব বলে।

ব্যাংক হিসাব হলো ব্যাংকের গ্রাহকের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা ও আর্থিক লেনদেনের প্রধান মাধ্যম। ব্যাংক হিসাব না খুলে কোনো ব্যাংকিং সেবা, সুবিধা লাভ সম্ভব নয়। তাই ব্যাংক হিসাব হলো গ্রাহকের ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের প্রবেশদ্বার।

প্রশ্ন-১৯. একজন ছাত্রের জন্য কোন ধরনের হিসাব উপযোগী? ব্যাখ্যা দাও। *[রা. বো. ১৭]*

উত্তর: একজন ছাত্রের জন্য সঞ্চয়ী হিসাব উপযোগী।

সঞ্চয়ী হিসাব হলো এমন এক ধরনের হিসাব, যে হিসাবে গ্রাহক যতবার খুশি অর্থ সঞ্চয় করতে পারেন। আর ছাত্ররা তাদের খরচের টাকা থেকে কিছু অর্থ বাঁচিয়ে এ হিসাব খোলার মাধ্যমে তাদের জমাকৃত অর্থ সঞ্চয় করতে পারবে।

পঞ্চম অধ্যায়: হস্ড়ান্ড়রযোগ্য ঋণের দলিল

১.►

ABC Bank Ltd.

XYZ ব্যাংক লিমিটেড

..... শাখা

DDMMYY

A/C 34224585

নাজমুল কে অথবা বাহককে

টাকা ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র প্রদান করুন।

টাকা: ৩০,০০০/-

আলম

স্বাক্ষর

[কুমিল-া ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ]

ক. হুকুম চেক কী? ১

খ. ব্যাংক নোট বলতে কী বোঝ? ২

গ. প্রদর্শিত চিত্রটি কোন ধরনের চেক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. এরূপ চেকের নিরাপত্তার বিষয়টি বিশে-ষণ করো। ৪

উত্তর: মেইড ইজি উত্তরপত্র বইয়ের পৃষ্ঠা **৩৬৫ এর ৯** নম্বর দ্রষ্টব্য।

২.► সামি ৫০,০০০ টাকার মাল বিক্রয় করেছেন। ক্রেতা রাফি **১** মাস পর টাকা দিতে চায়। সামি বললেন, আপনি স্ট্যাম্পযুক্ত একটি কাগজে **১** মাস পর

আমাকে টাকা দেবেন এটি লিখে দিন। অন্যদিকে সামি, রাসেল থেকে নিজেই ৭০,০০০ টাকার মাল কিনেছেন। এক মাস পর টাকা দিতে চাইলে রাসেল বললেন, আমি স্ট্যাম্পযুক্ত সাদা কাগজে একটি দলিল তৈরি করে দেই। আপনি তাতে স্বীকৃতি লিখে স্বাক্ষর করবেন। সামি স্বাক্ষর কেন করতে হবে-এ নিয়ে ভাবছেন। *[বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সাভার]*

ক. চেক স্ড্রুপ পরিস্কারকরণ কী? ১
খ. মোবাইল ব্যাংকিং হোম ব্যাংকিং অপেক্ষা উত্তম কেন? ২
গ. রাফি প্রদত্ত দলিলটি কোন ধরনের হস্ড্রান্ড্রযোগ্য দলিল? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. রাসেল এর লিখিত দলিলে সামির স্বাক্ষরের আবশ্যকতা বিশে-ষণ করো। ৪

উত্তর: মেইড ইজি উত্তরপত্র বইয়ের পৃষ্ঠা **৩৬৪ এর ৭** নম্বর দ্রষ্টব্য।

▶ ক ও খ নং প্রশ্নের সাজেশন

SURE 21

▶ ক নং প্রশ্ন (জ্ঞানমূলক)

প্রশ্ন-১. হস্ড্রান্ড্রযোগ্য ঋণের দলিল কী? *[কু. বো.; চ. বো. ১৭]*
উত্তর: ঋণের যে দলিলের মালিকানা এক হাত থেকে অন্য হাতে হস্ড্রান্ড্র করলে গ্রহীতা এর বৈধ মালিকানা পায় তাকে হস্ড্রান্ড্রযোগ্য ঋণের দলিল বলে।

প্রশ্ন-২. সরকারি নোট কী?
উত্তর: একটি দেশের সরকার নিজ দায়িত্বে বিহিত মুদ্রা হিসেবে যে নোটের প্রচলন করে তাকে সরকারি নোট বলে। বর্তমানে বাংলাদেশে এক টাকা, দুই টাকা এবং পাঁচ টাকা হচ্ছে সরকারি নোট। সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত এই নোটগুলোকে বিহিত মুদ্রা বলা হয়।

প্রশ্ন-৩. ব্যাংক নোট কী?
উত্তর: সরকারের অনুমতিক্রমে সরকারের ব্যাংক হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত কাগজী মুদ্রা বা নোটকে ব্যাংক নোট বলে। বর্তমানে বাংলাদেশে দশ টাকা, বিশ টাকা, পঞ্চাশ টাকা, একশত টাকা, পাঁচশত টাকা এবং এক হাজার টাকা নোট হচ্ছে ব্যাংক নোট।

প্রশ্ন-৪. পে-অর্ডার কী? *[ব. বো. ১৬]*
উত্তর: ব্যাংকের কোনো একটি শাখা যে দলিলের মাধ্যমে এর গ্রাহকদের নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি প্রদান করে তাকে পে-অর্ডার বলে।

প্রশ্ন-৫. কোন ব্যবসায়ের ফলে চেকের প্রচলন শুরু হয়?
উত্তর: ব্যাংক ব্যবসায়ের ফলে চেকের প্রচলন শুরু হয়।

প্রশ্ন-৬. পাওনাদার কর্তৃক কোন বিল লিখা হয়?
উত্তর: পাওনাদার কর্তৃক বিনিময় বিল লিখা হয়।

প্রশ্ন-৭. বিনিময় বিল ও চেকে কয়টি পক্ষ থাকে?
উত্তর: বিনিময় বিল ও চেকে তিনটি পক্ষ থাকে।

প্রশ্ন-৮. বিহিত মুদ্রা কী?
উত্তর: সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত নোটকে বিহিত মুদ্রা বলা হয়। এক টাকা, দুই টাকা এবং পাঁচ টাকা বাংলাদেশে প্রচলিত বিহিত মুদ্রা।

প্রশ্ন-৯. অঙ্গীকারপত্র কী? *[ঢা. বো. ১৭]*
উত্তর: অঙ্গীকারপত্র বা প্রমিসরি নোট বলতে সাধারণ অর্থে এমন কোনো পত্র বা দলিলকে বোঝায় যাতে কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট সময় পর প্রদানের অঙ্গীকার প্রদান করে।

প্রশ্ন-১০. অঙ্গীকারপত্রের অপর নাম কী? *[সি. বো. ১৭]*
উত্তর: অঙ্গীকারপত্রের অপর নাম প্রতিশ্রুতিপত্র।

প্রশ্ন-১১. রেজিস্টার্ড ঋণপত্র কী?
উত্তর: গৃহীত ঋণের স্বীকারোক্তি হিসেবে ঋণদাতাকে প্রতিষ্ঠান যে ঋণের দলিল প্রদান করে তাকে রেজিস্টার্ড ঋণপত্র বলে।

প্রশ্ন-১২. বাণিজ্যিক বিনিময় বিল কী?
উত্তর: ব্যবসায়িক লেনদেন নিষ্পত্তির জন্য যে বিনিময় বিল ব্যবহৃত হয় তাই বাণিজ্যিক বিনিময় বিল।

প্রশ্ন-১৩. আদেষ্টা কে?
উত্তর: যিনি বিল প্রস্তুত করে এতে স্বাক্ষর প্রদান করেন তাকে আদেষ্টা বলে।

প্রশ্ন-১৪. আদিষ্ট কে?
উত্তর: বিনিময় বিলে পণ্যের মূল্য পরিশোধের জন্য নির্দেশিত ব্যক্তিকে আদিষ্ট বলে।

প্রশ্ন-১৫. পে-অর্ডারে মোট কয়টি পক্ষ থাকে?
উত্তর: পে-অর্ডারে মোট ২টি পক্ষ থাকে, যথা: প্রস্তুতকারী ও প্রাপক।

প্রশ্ন-১৬. বাংলাদেশে সরকারি নোটে কার স্বাক্ষর থাকে?
উত্তর: বাংলাদেশে সরকারি নোটে অর্থ সচিবের স্বাক্ষর থাকে।

প্রশ্ন-১৭. অবাধে হস্ড্রান্ড্রযোগ্য দলিল কোনগুলো?
উত্তর: অবাধে হস্ড্রান্ড্রযোগ্য দলিলগুলো হলো- বিনিময় বিল, প্রতিশ্রুতিপত্র ও চেক।

প্রশ্ন-১৮. ভ্রমণকারীর চেক কী?
উত্তর: বিদেশ ভ্রমণে সহায়তার জন্য ভ্রমণকারীদের অনুকূলে ব্যাংক যে বিশেষ ধরনের চেক ইস্যু করে তাকেই ভ্রমণকারীর চেক বলে।

প্রশ্ন-১৯. ভ্রাম্যমান নোট কী? *[কু. বো. ১৭]*
উত্তর: ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত যে অবাণিজ্যিক ঋণের দলিলের মাধ্যমে ব্যাংক তার এক বা একাধিক শাখা বা প্রতিনিধিকে কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেয় তাকে ভ্রাম্যমান নোট বলে।

প্রশ্ন-২০. ব্যাংক ড্রাফট বা আজ্ঞাপত্র কী? *[চ. বো. ১৭]*
উত্তর: চাহিবামাত্র প্রাপককে অর্থ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের এক শাখা কর্তৃক অন্য শাখা বা প্রতিনিধি ব্যাংককে যে লিখিত নির্দেশ দেয়া হয় তাকে ব্যাংক ড্রাফট বলে।

প্রশ্ন-২১. ব্যাংক নোট কে প্রচলন করে?
উত্তর: ব্যাংক নোট সরকারের পক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রচলন করে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে 'বাংলাদেশ ব্যাংক' এটি করে থাকে।

প্রশ্ন-২২. অভ্যন্ড়রীণ ড্রাফট কী?
উত্তর: ড্রাফটের ক্রেতা এবং প্রাপক দেশের ভেতরে অবস্থান করলে সে ড্রাফটকে অভ্যন্ড়রীণ ড্রাফট বলে।

প্রশ্ন-২৩. দশ টাকার নোট কোন ধরনের নোট?
উত্তর: দশ টাকার নোট হলো ব্যাংক নোট।

প্রশ্ন-২৪. কোনটি বহুল আলোচিত ও জনপ্রিয় হস্ড্রান্ড্রযোগ্য ঋণের দলিল?
উত্তর: চেক হলো বহুল আলোচিত ও জনপ্রিয় হস্ড্রান্ড্রযোগ্য ঋণের দলিল।

প্রশ্ন-২৫. ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র সাধারণত কত মাস পর্যন্ড় কার্যকর থাকে?
উত্তর: ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র সাধারণত ৩ মাস পর্যন্ড় কার্যকর থাকে।

প্রশ্ন-২৬. কোন ব্যাংক নোট প্রচলন করার ক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিকার ভোগ করে?
উত্তর: কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট প্রচলন করার ক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিকার ভোগ করে।

প্রশ্ন-২৭. বিনিময় বিল কী?
উত্তর: বিনিময় বিল হলো এমন এক প্রকার হস্ড্রান্ড্রযোগ্য ঋণের দলিল যাতে কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য শর্তহীন নির্দেশ প্রদান করে এবং অপরপক্ষ এতে স্বীকৃতি দান করে।

প্রশ্ন-২৮. চেক কী?
উত্তর: চেক হলো ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত এমন এক প্রকার ছাপানো পত্র বিশেষ, যা ব্যাংক হতে টাকা উঠানোর মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন-২৯. 'A/C Payee only' এ কথাটির অর্থ কী?
উত্তর: 'A/C Payee only' এ কথাটির অর্থ হলো 'প্রাপকের হিসাবে প্রদেয়'।

প্রশ্ন-৩০. পৃষ্ঠাঙ্কন কী?
উত্তর: হস্ড্রান্ড্রযোগ্য দলিলের প্রস্ড্রুতকারক বা ধারক হস্ড্রান্ড্রের উদ্দেশ্যে দলিলের সামনে বা পিছনে বা সংযুক্ত পৃথক কোনো কাগজে অথবা একই উদ্দেশ্যে একটি স্ট্যাম্পযুক্ত কাগজে স্বাক্ষর করে একে হস্ড্রান্ড্রযোগ্য দলিলে পরিণত করাকে পৃষ্ঠাঙ্কন বলে।

প্রশ্ন-৩১. আদেষ্টার দায় কী?
উত্তর: আদিষ্ট বা স্বীকৃতিকারী কর্তৃক বিনিময় বিল বা চেক প্রত্যাখ্যাত হলে এবং লেখককে প্রত্যাখ্যানের উপযুক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হলে চেকের লেখক, ধারকের নির্দিষ্ট ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী হওয়াকে আদেষ্টার দায় বলে।

▶ খ নং প্রশ্ন (অনুধাবনমূলক)

প্রশ্ন-১. হস্ড্রান্ড্রযোগ্য ঋণ দলিল বলতে কী বোঝায়? *[ঢা. বো. ১৭]*
উত্তর: হস্ড্রান্ড্রের মাধ্যমে যে দলিলের মালিকানার পরিবর্তন ঘটে তাকে হস্ড্রান্ড্রযোগ্য ঋণের দলিল বলে।
যথানিয়মে একহাত থেকে অন্যহাতে হস্ড্রান্ড্রের মাধ্যমে এ দলিলের হস্ড্রান্ড্রগ্রহীতা এর বৈধ মালিকানা লাভ করে। আমাদের দেশের আইনে অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল ও চেক হস্ড্রান্ড্রযোগ্য দলিল হিসেবে গণ্য।

প্রশ্ন-২. হস্ড্রান্ড্রযোগ্য দলিলকে প্রামাণ্য দলিল বলা হয় কেন?
উত্তর: হস্ড্রান্ড্রযোগ্য দলিল আইন মোতাবেক হস্ড্রান্ড্রযোগ্য দলিল প্রামাণ্য দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পায়।
হস্ড্রান্ড্রযোগ্য দলিল দু'পক্ষের লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং এ দলিলে দু'পক্ষের লেনদেনের সকল বিবরণী, অর্থ ফেরতের সময় তাদের

স্বাক্ষরসহ উলে-খ করা থাকে। তাই পরবর্তীতে ধার করা ব্যক্তি অর্থ ফেরতে অস্বীকার করলে অর্থের প্রাপক এই দলিলকে প্রমাণ হিসেবে আইনের সাহায্য নিতে পারে। তাই হস্ড়ান্ড়রযোগ্য দলিলকে প্রামাণ্য দলিল বলা হয়।

প্রশ্ন-৩. 'চেকের আদিষ্ট হলো ব্যাংক'– কথাটি বুঝিয়ে লেখো।
উত্তর: চেকের আদিষ্ট হলো ব্যাংক।
হস্ড়ান্ড়রযোগ্য দলিল আইনের ৬ ধারায় বলা হয়েছে যে, চেক হলো একটি বিনিময় বিল, যা কোনো ব্যাংকের ওপর কাটা বা ইস্যু করা হয় এবং এর অর্থ চাহিবামাত্র পরিশোধ্য। অর্থাৎ চেকের মাধ্যমে আমানতকারী প্রাপককে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য ব্যাংককে নির্দেশ দেয়। ব্যাংক সব ঠিক থাকলে চেকের অর্থ চাহিবামাত্র নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে প্রদানে বাধ্য থাকে।

প্রশ্ন-৪. বিনিময় বিল বলতে কী বোঝ? *[কু. বো. ১৬]*
উত্তর: বিনিময় বিল হচ্ছে এমন একটি হস্ড়ান্ড়রযোগ্য ঋণের দলিল যার মাধ্যমে প্রস্তুতকারক কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বা তার আদেশে অন্য কাউকে বা বাহককে নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য ব্যাংক শর্তহীন নির্দেশ দেয়।
সাধারণত ধারে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতা বিনিময় বিলের মাধ্যমে ক্রেতার নিকট থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে অর্থ আদায় করে। মেয়াদের আগেই অর্থ সংগ্রহ করলে ক্রেতা-বিক্রেতার নিকট থেকে বাট্টা পায়।

প্রশ্ন-৫. লভ্যাংশ ওয়ারেন্ট বলতে কী বোঝায়? *[চ. বো. ১৬]*
উত্তর: লভ্যাংশ ঘোষণার পর তা ব্যাংক হতে সংগ্রহের জন্য কোম্পানি শেয়ার মালিকদের যে প্রমাণপত্র প্রদান করে তাকে লভ্যাংশ ওয়ারেন্ট বলে।
লভ্যাংশ ওয়ারেন্টে প্রাপ্ত মোট লভ্যাংশের পরিমাণ উলে-খ থাকে। এটি ব্যাংকে জমা দিয়ে শেয়ার মালিক অর্থ সংগ্রহ করে নিতে পারে। এরূপ ওয়ারেন্ট দাগকাটা না হলে যথানিয়মে এটি হস্ড়ান্ড়রযোগ্য দলিলের মর্যাদা পায়। এর দ্বারা হস্ড়ান্ড়রগ্রহীতা এর অর্থ সংগ্রহের অধিকারী হয়।

প্রশ্ন-৬. লেনদেন নিষ্পত্তিতে হস্ড়ান্ড়রযোগ্য দলিল গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: বাংলাদেশে বহাল আইন অনুযায়ী প্রাপকের নির্দেশ অনুসারে প্রদেয় অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল ও চেককে হস্ড়ান্ড়রযোগ্য দলিল বলে।
বৈদেশিক বাণিজ্যে লেনদেন নিষ্পত্তিতে বিনিময় বিল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। সকল সমাজেই লেনদেন নিষ্পত্তিতে আমরা চেকের ব্যবহার লক্ষ করি। অঙ্গীকারপত্রও পাওনাদারগণ গ্রহণ করে। মেয়াদি বিনিময় বিল ও অঙ্গীকারপত্রে বাট্টাকরণের সুযোগ থাকে। সর্বোপরি এরূপ দলিল আদালতে ঋণের প্রামান্য দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সে কারণে লেনদেন নিষ্পত্তিতে হস্ড়ান্ড়রযোগ্য দলিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন-৭. সরকারি নোট ও ব্যাংক নোটের মধ্যে পার্থক্য কী? *[কু. বো. ১৭]*
উত্তর: ব্যাংক নোট ও সরকারি নোটের ব্যবহার ও উদ্দেশ্যগত দিক একই হলেও এদের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে পার্থক্যসমূহ তুলে ধরা হলো :

পার্থক্যের বিষয়	সরকারি নোট	ব্যাংক নোট
১. সংজ্ঞা	দেশের সরকার নিজ কর্তৃক ও নিজ দায়িত্বে বিহিত মুদ্রা হিসেবে যে নোটের প্রচলন করে তাকে সরকারি নোট বলে।	সরকারের অনুমতিক্রমে সরকারের ব্যাংক হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত কাগজী মুদ্রা বা নোটকে ব্যাংক নোট বলে।
২. মূল্যমান	বাংলাদেশের এক টাকা, দুই টাকা ও পাঁচ টাকার নোটগুলো সরকারি নোট।	এক টাকা, দুই টাকা ও পাঁচ টাকার নোট ব্যতীত বাকি সব কাগজী নোট ব্যাংক নোট।
৩. ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ	সরকারি নোট অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ও প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে ইস্যু হয়ে থাকে।	ব্যাংক নোট কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে ইস্যু হয়ে থাকে।
৪. রূপান্ড়রযোগ্যতা	সরকারি নোট অহস্ড়ান্ড়রযোগ্য বিহিত মুদ্রা হওয়ায় এটি চিহ্নিত মুদ্রায় রূপান্ড়র করা যায় না।	ব্যাংক নোট চিহ্নিত মুদ্রায় রূপান্ড়রযোগ্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়: চেক, বিল অব এক্সচেঞ্জ ও প্রমিসরি নোট

১.▶ জনাব রাজন এমন একটি চেক পেয়েছেন যা সরকারি ব্যাংক কাউন্টার থেকে ভাঙানো যাবে না। প্রাপকের হিসাবে জমা দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে।

[আবদুল কাদির মোল-া সিটি কলেজ, নরসিংদী]

ক. হস্ড়ান্ড়রযোগ্য ঋণের দলিল কী? ১
খ. সরকারি নোট ও ব্যাংক নোটের মধ্যে পার্থক্য কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে জনাব রাজন কী ধরনের চেক পেয়েছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "জনাব রাজনের চেকটি অধিক নিরাপদ"-উদ্দীপকের আলোকে বিশে-ষণ করো। ৪

উত্তর: মেইড ইজি উত্তরপত্র বইয়ের পৃষ্ঠা **৩৭৯ এর ১৯** নম্বর দ্রষ্টব্য।

২.▶ রাজশাহীর রাসেদ ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ঢাকার চকবাজারের কাশেমকে **১** কোটি ৩০ লক্ষ টাকার একটি চেক প্রদান করে। কাশেম সেটি নগদে উত্তোলন করতে চাইলে ব্যাংক তার নামে একটি হিসাব খুলতে বলে। পরবর্তীতে কাশেম হিসাব খুলে **১** জানুয়ারি ইস্যুকৃত চেকটি ৮ জুলাই তারিখে ব্যাংকে জমা দেন এবং টাকা উত্তোলন করতে চাইলে ব্যাংক টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। *[ঢাকা সিটি কলেজ]*

ক. বাসি চেক কাকে বলে? ১
খ. কোন হস্ড়ান্ড়রযোগ্য ঋণের দলিলের আদিষ্ট ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত চেকটি কোন ধরনের চেক? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ব্যাংক কর্তৃক চেকের টাকা প্রদানে অস্বীকৃতি জানানো কতটুকু যুক্তিসঙ্গত? বিশে-ষণ করো। ৪

উত্তর: মেইড ইজি উত্তরপত্র বইয়ের পৃষ্ঠা **৩৭৮ এর ১৫** নম্বর দ্রষ্টব্য।

▶ ক ও খ নং প্রশ্নের সাজেশন

SURE 21

▶ ক নং প্রশ্ন (জ্ঞানমূলক)

প্রশ্ন-১. চেক কী? *[য. বো. ১৭]*
উত্তর: আমানতকারী কর্তৃক ব্যাংক থেকে অর্থ উত্তোলনের লিখিত শর্তহীন নির্দেশনামাকে চেক বলে।

প্রশ্ন-২. আদেষ্টা কী?
উত্তর: যে ব্যক্তি চেকে স্বাক্ষর প্রদানের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে অথবা নিজেকে অর্থ প্রদানের শর্তহীন নির্দেশ প্রদান করে তাকে চেকের আদেষ্টা বা Drawer বলে।

প্রশ্ন-৩. আদিষ্ট কী?
উত্তর: আদেষ্টা চেক প্রস্ড়ুত করে মূলত যার প্রতি এর অর্থ পরিশোধের নির্দেশ দেয় তাকে চেকের আদিষ্ট বা Drawee বলে।

প্রশ্ন-৪. প্রাপক কী? *[ব. বো. ১৭]*
উত্তর: চেকের আদেষ্টা অর্থ পরিশোধের নিমিত্তে যার নাম চেকের পাতায় উলে-খ করে তাকে চেকের প্রাপক বা Payee বলে।

প্রশ্ন-৫. অনুমোদনবলে প্রাপক কী?
উত্তর: অনুমোদন বা হস্ড়ান্ড়রের মাধ্যমে চেকের স্বত্ব কেউ প্রাপ্ত হলে তাকে অনুমোদনবলে প্রাপক বা Endorsee বলে।

প্রশ্ন-৬. অনুমোদনকারী কী?
উত্তর: অনুমোদন বা হস্ড়ান্ড়রের নিমিত্তে যে ব্যক্তি চেকের অর্থ প্রাপ্তির অধিকার অন্যের নিকট হস্ড়ান্ড়র করে তাকে অনুমোদনকারী বা Endorser বলে। সাধারণত আদেষ্টা বা ধারক চেক অনুমোদন করতে পারেন।

প্রশ্ন-৭. ধারক কী?
উত্তর: চেকের ধারক বলতে চেকের প্রাপক বা অনুমোদনবলে প্রাপককে বোঝায়, যার নিকট দলিলটি রয়েছে বা তার পক্ষে যে দলিলটি বহন করছে।

প্রশ্ন-৮. বাহক চেক কী?
উত্তর: যেকোনো ব্যক্তি বা বাহক ব্যাংকে উপস্থাপন করে যে চেকের অর্থ সংগ্রহ করতে পারে তাকে বাহক চেক বলে।

প্রশ্ন-৯. হুকুম চেক কী? *[দি. বো. ১৭]*
উত্তর: যে চেকে প্রাপকের নামের শেষে "অথবা আদেশানুসারে" শব্দদ্বয় লেখা থাকে তাকে হুকুম চেক বা আদেশ চেক বলে।

প্রশ্ন-১০. দাগকাটা চেক কী?
উত্তর: বাহক বা হুকুম চেকের বাম কোনায় আড়াআড়িভাবে দু'টি সমান্ড়রাল সরললেখা টানা হলে ঐ চেককে দাগকাটা চেক বলে।

প্রশ্ন-১১. সাধারণভাবে দাগকাটা চেক কী?
উত্তর: যদি কোনো রেখাঙ্কিত চেকের দুই দাগের মাঝে কিছু লেখা না থাকে বা লেখা থাকলেও ব্যাংক শব্দের উলে-খ না থাকে তবে তাকে সাধারণভাবে দাগকাটা চেক বলে।

প্রশ্ন-১২. বিশেষভাবে দাগকাটা চেক কী?
উত্তর: কোনো দাগকাটা চেকের দুই দাগের মাঝখানে কোনো ব্যাংকের নাম উলে-খ থাকলে তাকে বিশেষভাবে দাগকাটা চেক বলে।

প্রশ্ন-১৩. মার্কেট চেক কী?
উত্তর: যে চেকের দ্বারা বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য কেনাবেচা করা যায় তাকে মার্কেট চেক বলে।

প্রশ্ন-১৪. উপহার চেক কী?
উত্তর: আপনজনকে উপহার দেয়ার জন্য সঞ্চয় সংগ্রহের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক যে চেক ইস্যু করে তাকে উপহার চেক বলে।

প্রশ্ন-১৫. ফাঁকা চেক কী?
উত্তর: যে চেকে সবকিছু যথাযথভাবে পূরণ করা হলেও টাকার অঙ্ক লেখার ঘর ফাঁকা রাখা হয় তাকে ফাঁকা চেক বলে।

প্রশ্ন-১৬. পূর্ব তারিখের চেক কী?
উত্তর: কোনো চেকে ইস্যুকৃত তারিখের পূর্বের কোনো তারিখ উলে-খ করা হলে তাকে পূর্ব তারিখের চেক বলে। যেমন: আজকের তারিখ ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ হলেও ২০ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখের চেক হলে সেটি হবে পূর্ব তারিখের চেক। এতে অর্থ উত্তোলনে সাধারণত সমস্যা হয় না।

প্রশ্ন-১৭. পরবর্তী তারিখের চেক কী?
উত্তর: চেক ইস্যুর তারিখ উলে-খ না করে কোনো ভবিষ্যৎ বা পরবর্তী তারিখের উলে-খ করলে তাকে পরবর্তী তারিখের চেক বলে। যেমন: আজকের তারিখ ১০ মার্চ ২০১৭ না লিখে ২৫ মার্চ ২০১৭ তারিখ লিখলে ২৫ মার্চ এর পূর্বে চেক ভাঙ্গানো যাবে না।

প্রশ্ন-১৮. বাসি চেক কী? *[ঢা. বো. ১৭]*
উত্তর: প্রস্তুত তারিখের পর থেকে চেক ভাঙানোর আইনানুগ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চেক ভাঙানো না হলে উক্ত চেককে বাসি চেক বলে।

প্রশ্ন-১৯. হারানো চেক কী?
উত্তর: প্রস্তুতের পর উপস্থাপনের পূর্বে কোনো চেক হারানো গেলে বা চুরি হলে তাকে হারানো চেক বলে। এ ধরনের চেক হারানোর সাথে সাথেই তা ব্যাংকে অবহিত করতে হয়, যাতে ব্যাংক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে।

প্রশ্ন-২০. চেক প্রত্যাখ্যান বা অমর্যাদা কী?
উত্তর: আমানতকারী কর্তৃক কোনো চেক ব্যাংকে উপস্থাপিত হওয়ার পর ব্যাংক উক্ত চেকের অর্থ পরিশোধ করতে অস্বীকৃতি জানালে তাকে চেক প্রত্যাখ্যান বা অমর্যাদা বা Dishonour বলে।

প্রশ্ন-২১. বিনিময় বিল কী?
উত্তর: বিনিময় বিল হলো এমন এক প্রকার হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল যাতে কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য শর্তহীন নির্দেশ প্রদান করে।

প্রশ্ন-২২. অঙ্গীকারপত্র কী?
উত্তর: অঙ্গীকারপত্র বা প্রমিসরি নোট হলো এমন এক ধরনের পত্র বা দলিলকে বোঝায় যাতে কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের অঙ্গীকার প্রদান করে।

▶ খ নং প্রশ্ন (অনুধাবনমূলক)

প্রশ্ন-১. চেককে প্রামাণ্য দলিল হিসেবে গ্রহণ করা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: আমানতকারী চাহিবামাত্র ব্যাংক তার হিসাব থেকে অর্থ প্রদান করতে বাধ্য থাকে। এক্ষেত্রে চেক একটি প্রামাণ্য দলিল হিসেবে গ্রহণ করা হয়।
কারণ কোনো চেক যথা নিয়মে উপস্থাপনের পরও তা অমর্যাদাকৃত হলে এর জন্য দায়ী পক্ষ সংশি-ষ্ট অন্যদের নিকট দায়বদ্ধ থাকে। সেক্ষেত্রে কোনোরূপ সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াই অমর্যাদাকৃত চেকটি আদেষ্টার দায় নির্ধারণে যথেষ্ট বিবেচিত হয়। আর এজন্যই আদালত কর্তৃক চেককে প্রামাণ্য দলিল হিসেবে গ্রহণ করে।

প্রশ্ন-২. বাহক চেক, হুকুম চেক থেকে পৃথক কেন? ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারজনিত কারণে বাহক চেক ও হুকুম চেক একটি অপরটি থেকে আলাদা। নিচে এই দু'ধরনের চেকের কয়েকটি পার্থক্য দেয়া হলো:

পার্থক্যের বিষয়	বাহক চেক	হুকুম চেক
১. প্রকৃতি	বাহক চেকের অর্থ যেকোনো বাহককে ব্যাংক প্রদান করে।	প্রাপকের হুকুম ছাড়া অন্য কাউকে হুকুম চেকের অর্থ প্রদান করা হয় না।
২. হস্তান্তর	এ ধরনের চেক শুধু হাত বদলের ফলে মালিকানা হস্তান্তর হয়ে যায়।	কেবল অনুমোদন দ্বারা এ ধরনের চেকের মালিকানা হস্তান্তরিত হয়।
৩. প্রাপকের নাম	এ চেকে প্রাপকের নাম লেখা আবশ্যক না।	এ চেকে প্রাপকের নাম লেখা থাকে।
৪. নিরাপত্তা	এ চেকের নিরাপত্তা অপেক্ষাকৃত কম। কারণ যে কেউ ব্যাংকে উপস্থাপন করে চেকের অর্থ উত্তোলন করতে পারে।	এ চেকের নিরাপত্তা বেশি। কারণ প্রাপক বা তার অনুমোদন ছাড়া কেউ অর্থ উত্তোলন করতে পারে না।

প্রশ্ন-৩. অগ্রিম চেক বলতে কী বুঝ? *[দি. বো. ১৭]*
উত্তর: যে চেক ভবিষ্যতের কোনো তারিখ দিয়ে প্রস্তুত করা হয় তাকে অগ্রিম চেক বলে।
এ ধরনের চেক প্রস্তুতে চেক ইস্যুর তারিখ উলে-খ না করে কোনো ভবিষ্যৎ বা পরবর্তী তারিখের উলে-খ করা হয়। আর উলি-খিত তারিখের পূর্বে এ চেক ভাঙ্গানো যায় না।

প্রশ্ন-৪. চেকের অনুমোদন বলতে কী বোঝায়? *[ঢা. বো. ১৭]*
উত্তর: হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে চেকের আদেষ্টা বা প্রাপক বা ধারক কর্তৃক চেকের উল্টোপিঠে কিংবা উক্ত কাগজে কোনো কিছু লিখে বা না লিখে স্বাক্ষর করাকে চেকের অনুমোদন বলে।
চেক একটি হস্তান্তরযোগ্য দলিল। চেক হস্তান্তরের জন্য অনুমোদনের প্রয়োজন হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। চেক অনুমোদনের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো চেকটি হস্তান্তর করা অর্থাৎ অনুমোদনকারী কর্তৃক অন্যকে চেকের স্বত্ব প্রদান করা। হস্তান্তরের জন্য বাহক চেকে অনুমোদন প্রয়োজন হয় না কিন্তু দাগকাটা চেকের ক্ষেত্রে অনুমোদনের প্রয়োজন হয়।

প্রশ্ন-৫. চেকের অনুমোদন কেন প্রয়োজন হয়? ব্যাখ্যা করো। *[ঢা. বো. ১৭]*
উত্তর: চেকের অনুমোদন দ্বারা চেকের মালিকানা পরিবর্তন নিশ্চিত হওয়ায় চেক হস্তান্তরে চেকের অনুমোদন গুরুত্বপূর্ণ। বাহক চেক শুধু প্রদানের মাধ্যমে অনুমোদন হলেও হুকুম চেকের উল্টো পিঠে অবশ্যই বৈধ অধিকারী দ্বারা অনুমোদিত হতে হয়। চেকের অনুমোদন অবশ্যই সম্পূর্ণ চেকের জন্য হয়ে থাকে।

প্রশ্ন-৬. দাগকাটা চেক কেন অধিক নিরাপদ? ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: বাহক চেক বা হুকুম চেকের বামকোণে দু'টো সমান্তরাল রেখা এঁকে যে চেক প্রস্তুত করা হয় তাকে দাগকাটা চেক বলে।
দু'টো সমান্তরাল রেখার মাঝখানে 'A/C Payee', 'হস্তান্তরযোগ্য', 'নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা' প্রভৃতি শব্দাবলি লেখা থাকে। অন্যান্য যেকোনো চেকের তুলনায় দাগকাটা চেক অধিক নিরাপদ কারণ দাগকাটা চেকের মাধ্যমে প্রাপকের ব্যাংক হিসাব ছাড়া কেউ এর অর্থ আদায় করতে পারে না। এতে ঝুঁকি হ্রাস পায়। তাই দাগকাটা চেক অধিক নিরাপদ।

প্রশ্ন-৭. ব্যাংক হিসাবে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকা সত্ত্বেও চেক ইস্যু করা কি চেকের অমর্যাদার মধ্যে পড়ে? ব্যাখ্যা করো। *[ব. বো. ১৭]*
উত্তর: ব্যাংক হিসাবে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকা সত্ত্বেও চেক ইস্যু করা চেকের অমর্যাদা হিসেবে গণ্য হয়।
ব্যাংক কর্তৃক চেকের অর্থ প্রদানের অস্বীকৃতিই মূলত চেকের অমর্যাদা। আর চেক ব্যাংকে উপস্থাপন মাত্র কোনো প্রকার অনিয়ম না থাকলে ব্যাংক উক্ত চেকের অর্থ প্রদানে বাধ্য থাকে। তবে একটি বৈধ চেকও কতগুলো অপরিহার্য শর্তের কারণে স্বভাবতই অমর্যাদাকৃত হতে পারে। আর এর মধ্যে অন্যতম হলো ব্যাংক হিসাবে আমানতকারীর পর্যাপ্ত টাকা না থাকা।

প্রশ্ন-৮. বাহক চেক, হুকুম চেক অপেক্ষা কম নিরাপদ কেন? *[য. বো. ১৭]*
উত্তর: বাহক চেক কেবল অর্পনের দ্বারা হস্তান্তরযোগ্য বলে তা হুকুম চেক অপেক্ষা কম নিরাপদ।
হুকুম চেকের প্রাপক অন্য কোনো ব্যক্তিকে চেক হস্তান্তর করলে চেকে যথাযথ অনুমোদন থাকতে হয়। এক্ষেত্রে ব্যাংক প্রাপক বা অনুমোদন বলে প্রাপকের যথার্থতা যাচাই করে অর্থ প্রদান করে। আর বাহক চেকে এ সুযোগ থাকে না বিধায় তা কম নিরাপদ।

প্রশ্ন-৯. বিনিময় বিল অপেক্ষা চেকের ব্যবহার অধিক নিরাপদ কেন? ব্যাখ্যা করো। *[সি. বো. ১৭]*
উত্তর: চেকের অর্থ ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে হস্তান্তরিত হওয়ায় তা বিনিময় বিল অপেক্ষা অধিক নিরাপদ।
বিনিময় বিল ও চেক উভয়ই হস্তান্তরযোগ্য দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দাগকাটা চেকের অর্থ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে তা ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হয়। এছাড়াও এই ধরনের চেক চুরি বা হারানো গেলেও ঝুঁকি থাকে না। অন্যদিকে, নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে বিনিময় বিল প্রাপক কর্তৃক ব্যাংকে উপস্থাপন করলেই অর্থ প্রদান করা হয়। তাই নিরাপত্তা বিবেচনায় চেকের ব্যবহার অধিক নিরাপদ।

প্রশ্ন-১০. কোন চেক অধিক নিরাপদ? ব্যাখ্যা করো। *[চ. বো. ১৬]*
উত্তর: দাগকাটা চেক অধিক নিরাপদ।
বাহক চেক বা হুকুম চেকের উপরিভাগের বাম প্রান্তে কিছু লিখে বা না লিখে দু'টি আড়াআড়ি দাগ টানলে তাকে দাগকাটা চেক বলে। দাগকাটা চেকের অর্থ ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিশোধিত হয় বলে এ চেক হারানো বা চুরি গেলেও এর অর্থ কেউ উত্তোলন করতে পারে না। তাই এ চেকের মাধ্যমে লেনদেন অধিক নিরাপদ।

সপ্তম অধ্যায়: ব্যাংক তহবিলের উৎস ও ব্যবহার

১.▶ জনাব হানিফ একজন নবীন শিল্পোদ্যোক্তা। তিনি তার সদ্য প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির অর্থায়নের উদ্দেশ্যে ১০০ কোটি টাকার শেয়ার বাজারে ছাড়েন। ব্যবসায় শুরুর এক বছর পর কারখানার জন্য নতুন বিল্ডিং নির্মাণ করতে তিনি অস্থাবর সম্পত্তি জামানত রেখে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করেন। *[চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আন্ডার্ড কলেজ]*

ক. ভোক্তা ঋণ কী? ১
খ. 'সব ঋণে জামানত বাধ্যতামূলক নয়'- কেন? ২
গ. জনাব হানিফ শেয়ার ছেড়ে কোন ধরনের তহবিলের সংস্থান করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জনাব হানিফ যে ধরনের ঋণ নিয়েছেন তুমি কি তা সমর্থন করো? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

উত্তর: মেইড ইজি উত্তরপত্র বইয়ের পৃষ্ঠা **৩৯৫ এর ১৮** নম্বর দ্রষ্টব্য।

২.▶ মি. রাহী একজন ব্যবসায়ী। ২ জানুয়ারি ২০১৭ তার ব্যাংকে হিসাব জমা ছিল ৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় ঐ দিন তিনি ৬ লক্ষ টাকার চেক কেটে হিসাব থেকে উত্তোলন করেন। ব্যবসায়টি লাভজনক হওয়ায় তিনি এখন নতুন ইউনিট খোলার জন্য ঋণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। *[নিউ গভ. ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী]*

ক. ব্যাংক তহবিল কী? ১
খ. ব্যাংকের নিজস্ব তহবিলের মূল উৎস কোনটি ধারণা দাও। ২
গ. মি. রাহী এর গৃহীত ১ লক্ষ টাকা প্রকৃতি অনুযায়ী কোন ধরনের ঋণ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. নতুন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের মেয়াদ অনুযায়ী কোন ঋণ গ্রহণ অধিক যুক্তিযুক্ত বলে তুমি মনে করো। ব্যাখ্যা দাও। ৪

উত্তর: মেইড ইজি উত্তরপত্র বইয়ের পৃষ্ঠা **৩৯৪ এর ১৬** নম্বর দ্রষ্টব্য।

▶ ক ও খ নং প্রশ্নের সাজেশন

SURE 21

▶ ক নং প্রশ্ন (জ্ঞানমূলক)

প্রশ্ন-১. ব্যাংক তহবিল কী? *[রা. বো. ১৭]*
উত্তর: ব্যবসায়িক প্রয়োজনে নিজস্ব বা বহিস্থ উৎস (যেমন: ব্যাংক ঋণ) থেকে ব্যাংক যে অর্থ সংগ্রহ করে তার সমষ্টিকে ব্যাংক তহবিল বলে।

প্রশ্ন-২. ব্যাংকের মূল চালিকাশক্তি কী?
উত্তর: ব্যাংকের মূল চালিকাশক্তি হলো অর্থ।

প্রশ্ন-৩. ব্যাংক তহবিল গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য কী?
উত্তর: ব্যাংক তহবিল গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো আর্থিক সচ্ছলতা অর্জনের মাধ্যমে সুনামের সাথে ব্যাংক ব্যবসায় পরিচালনা করা।

প্রশ্ন-৪. ব্যাংকের নিজস্ব ও দীর্ঘমেয়াদি তহবিলের উৎস কী?
উত্তর: ব্যাংকের নিজস্ব ও দীর্ঘমেয়াদি তহবিলের উৎস হচ্ছে কোম্পানির শেয়ার বিক্রয় হতে প্রাপ্ত অর্থ।

প্রশ্ন-৫. ব্যাংক তহবিল গঠন প্রক্রিয়ার সমীকরণ কী?
উত্তর: ব্যাংক তহবিল গঠন প্রক্রিয়ার সমীকরণ হলো: ব্যাংক তহবিল = বাহ্যিক ঋণকৃত তহবিল + অভ্যন্তরীণ তহবিল।

প্রশ্ন-৬. ব্যাংকের জীবনীশক্তির মূল উৎস কী?
উত্তর: ব্যাংকের জীবনীশক্তির মূল উৎস হলো আমানত।

প্রশ্ন-৭. স্বল্পমেয়াদি ঋণকৃত তহবিল কী?
উত্তর: সাধারণত ব্যাংক বাহ্যিক উৎস (যেমন: আমানত হিসেবে সংগৃহীত অর্থ, মুদ্রাবাজার থেকে গৃহীত ঋণ প্রভৃতি) হতে স্বল্পমেয়াদে যে তহবিল সংগ্রহ করে তাকে স্বল্পমেয়াদি ঋণকৃত তহবিল বলে।

প্রশ্ন-৮. ব্যাংকের স্বল্পমেয়াদি ঋণকৃত তহবিলের উৎস কী?
উত্তর: আমানত হিসেবে সংগৃহীত ঋণ, কেন্দ্রীয় ব্যাংক হতে সংগৃহীত ঋণ, মুদ্রাবাজার হতে সংগৃহীত ঋণ এবং ব্যাংক দলিলের মাধ্যমে সংগৃহীত ঋণ ব্যাংকের স্বল্পমেয়াদি ঋণকৃত তহবিলের উৎস।

প্রশ্ন-৯. ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদি তহবিল কী?
উত্তর: ব্যাংক যে উৎস হতে দীর্ঘমেয়াদের জন্য তহবিল সংগ্রহ করে তাকে ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদি তহবিল বলে। ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদি তহবিলের উৎসগুলো হলো পরিশোধিত মূলধন, সঞ্চিতি তহবিল, বিশেষ আমানত হিসাব, ঋণপত্র বা সিকিউরিটিজ বিক্রয় ইত্যাদি।

প্রশ্ন-১০. ইক্যুইটি মূলধন বা Owners Equity কী?
উত্তর: ইক্যুইটি মূলধন বা Owners Equity বলতে ব্যাংকের মালিক বা স্টক বা শেয়ারহোল্ডারগণ যে তহবিলের যোগান দিয়ে থাকেন তাকে বোঝায়।

প্রশ্ন-১১. পরিশোধিত মূলধন কী?
উত্তর: ব্যাংক তার শেয়ার বিক্রি করে যে মূলধন সংগ্রহ করে তাকেই পরিশোধিত মূলধন বা Paid-up Capital বলে।

প্রশ্ন-১২. সঞ্চিতি তহবিল কী?
উত্তর: ব্যাংক তার অর্জিত মুনাফা বা নিট আয়ের সবটুকু শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে লভ্যাংশ আকারে বণ্টন না করে যে পরিমাণ অর্থ সংরক্ষিত আয় হিসেবে কোম্পানিতে রেখে দেয় তাকে সঞ্চিতি তহবিল বা Reserve Fund বলে।

প্রশ্ন-১৩. সঞ্চিতি তহবিলের আরেক নাম কী?
উত্তর: সঞ্চিতি তহবিলের আরেক নাম অভ্যন্তরীণ ইক্যুইটি।

প্রশ্ন-১৪. সংরক্ষিত মুনাফা কী? *[দি. বো. ১৭]*
উত্তর: কোম্পানি অর্জিত আয়ের যে অংশ ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ বা ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য অবণ্টিত রাখে তাকে সংরক্ষিত মুনাফা বলে।

প্রশ্ন-১৫. সাধারণ রিজার্ভ কী?
উত্তর: ব্যাংক তার অর্জিত মুনাফার অংশ বিশেষ জমা হিসেবে রেখে যে ফান্ড গঠন করে তাকে সাধারণ রিজার্ভ বলে।

প্রশ্ন-১৬. স্বল্পমেয়াদি ঋণ কী?
উত্তর: সাধারণত ১ বছরের কম সময়ের জন্য যে ঋণ প্রদান করা হয় তাকে স্বল্পমেয়াদি ঋণ বলে। নগদ ঋণ, জমাতিরিক্ত ঋণ, চাহিবামাত্র প্রদেয় ঋণ প্রভৃতি এই ধরনের ঋণের উদাহরণ।

প্রশ্ন-১৭. মধ্যমেয়াদি ঋণ কী?
উত্তর: ১ বছর থেকে ৫ বছরের সময়ের জন্য যে ঋণ প্রদান করা হয় তাকে মধ্যমেয়াদি ঋণ বলা হয়। সাধারণত স্থাবর সম্পত্তি জামানতের বিপরীতে ব্যাংক বাণিজ্যিক ও অ-বাণিজ্যিক খাতে এই ঋণ মঞ্জুর করে। তুলনামূলকভাবে এর সুদের হার অধিক হয়।

প্রশ্ন-১৮. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ কী?
উত্তর: সাধারণত ৫ বছর বা তার অধিক মেয়াদের জন্য যে ঋণ প্রদান করা হয় তাকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বলে। মিল-কারখানা নির্মাণ, গৃহ নির্মাণ, জমি ও যন্ত্রপাতি ক্রয় ইত্যাদি খাতে ব্যাংক এই ধরনের ঋণ মঞ্জুর করে। স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে এরূপ ঋণ প্রদত্ত হয়।

প্রশ্ন-১৯. ধার বা ঋণ কী?
উত্তর: ব্যাংক সুনির্দিষ্ট জামানতের বিপরীতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যে অর্থ প্রদান করে তাকে ধার বা ঋণ বলা হয়।

প্রশ্ন-২০. নগদ ঋণ কী?
উত্তর: যে ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যাংক তার মক্কেলকে অগ্রিম ঋণ মঞ্জুর করে, কিন্তু সরাসরি নগদে সেই টাকা উত্তোলনের অনুমতি দেয় না তাকে নগদ ঋণ বলে।

প্রশ্ন-২১. জমাতিরিক্ত ঋণ কী? *[সি. বো. ১৭]*
উত্তর: ব্যাংক তার চলতি হিসাবের গ্রাহককে জমাকৃত আমানতের বাইরে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত অর্থ চেক কেটে উত্তোলনের সুযোগ প্রদান করলে ঐ অতিরিক্ত অর্থকে জমাতিরিক্ত ঋণ বলে।

প্রশ্ন-২২. ঋণের জামানত কী?
উত্তর: ঋণ প্রদান করার সময় ব্যাংক ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ঋণের টাকা পরিশোধের নিশ্চয়তা হিসেবে যেসব স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বা ব্যক্তিগত গ্যারান্টি বা তৃতীয় পক্ষ প্রদত্ত গ্যারান্টি জামানত হিসেবে গ্রহণ করে তাকে ঋণের জামানত বলে।

প্রশ্ন-২৩. পূর্বস্বত্ব বা লিয়েন কী?
উত্তর: পূর্বস্বত্ব বা লিয়েন এমন একটি উপায় যার মাধ্যমে ঋণ প্রদানের বিপক্ষে ঋণগ্রহীতার নিকট হতে প্রাপ্ত সম্পত্তি বা জামানতের ওপর প্রাপক অর্থাৎ ব্যাংকের বৈধ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায়।

▶ খ নং প্রশ্ন (অনুধাবনমূলক)

প্রশ্ন-১. ব্যাংক কীভাবে ঋণের মাধ্যমে তহবিল গঠন করে? ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: ব্যাংক প্রধানত আমানতকারীর নিকট থেকে তাদের জমাকৃত অর্থ সংগ্রহ করে, যা ব্যাংকের জন্য ঋণ। এছাড়া ব্যাংক বিভিন্ন উৎস থেকে সরাসরি ঋণ গ্রহণ করে তহবিল গঠন করে। এর মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ, মুদ্রাবাজার ঋণ, ব্যাংক দলিল (আমানত সনদ, সেভিংস বন্ড)-এর মাধ্যমে গৃহীত ঋণ প্রভৃতি। এই সকল উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে ব্যাংক সাধারণত তহবিল গঠন করে থাকে।

প্রশ্ন-২. ঋণ মঞ্জুরের কালে গ্রাহকের চরিত্র বিবেচনা করতে হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। *[রা. বো. ১৭]*
উত্তর: ঋণের অর্থ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তার জন্য ব্যাংক ঋণ মঞ্জুরে ঋণগ্রহীতার চরিত্র বিবেচনা করে।

যদি ঋণ গ্রহীতার অতীত গৃহীত ঋণ পরিশোধ ঝামেলাপূর্ণ হয় তবে তা নতুন আবেদনকৃত ব্যাংক ঋণকে সমস্যাগ্রস্ত ঋণে পরিণত করতে পারে। অর্থাৎ ঋণগ্রহীতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিচারে ব্যাংক ঋণ মঞ্জুরের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

প্রশ্ন-৩. 'জামানতের রক্ষাকবচ হলো বিমা' – ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: বিমা করা থাকলে জামানতকৃত সম্পদের আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত থাকে। তাই জামানতের রক্ষাকবচ হিসেবে বিমাকে গণ্য করা হয়।
ব্যাংক প্রদত্ত ঋণ আদায়ে ব্যর্থ হলে জামানতকৃত সম্পদ বিক্রি করে তা আদায় করে থাকে। কিন্তু কোনো কারণে ঐ সম্পত্তি বা পণ্য হারিয়ে গেলে বা ধ্বংস হলে সেই জামানত থেকে ব্যাংক ঋণ আদায় করতে পারে না। কিন্তু বিমাকৃত জামানতের ক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণ আদায় করতে পারে। তাই জানামতের রক্ষাকবচ হলো বিমা।

প্রশ্ন-৪. অব্যক্তিক জামানত বলতে কী বুঝ? *[দি. বো. ১৭]*
উত্তর: ব্যাংক যখন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি জামানত রেখে ঋণ মঞ্জুর করে তখন ঐ জামানতকে অব্যক্তিক জামানত বলে।
ঋণগ্রহীতা এ পর্যায়ে জমি, দালানকোঠা, পণ্যদ্রব্য ইত্যাদি জামানত হিসেবে প্রদানের মাধ্যমে ঋণগ্রহণের সুযোগ পায়। এ ধরনের জামানত গ্রহণ ব্যাংকের জন্য অধিকতর নিরাপদ। ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধ না করলে প্রয়োজনে এ ধরনের জামানত বিক্রয় করে ব্যাংক ঋণের অর্থ আদায় করতে পারে।

প্রশ্ন-৫. ব্যাংক কখন অতিরিক্ত জামানত গ্রহণ করে? ব্যাখ্যা করো। *[ঢা. বো. ১৬]*
উত্তর: ঋণগ্রহীতা মূল জামানতের সাথে যে অতিরিক্ত সম্পত্তি বা গুরুত্বপূর্ণ দলিল জামানত হিসেবে ব্যাংকে প্রদান করে সেগুলোই হলো অতিরিক্ত জামানত।
অতিরিক্ত জামানত সাধারণত অব্যক্তিক (ব্যক্তির সুনাম, আর্থিক অবস্থা) হয়ে থাকে। কোনো ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংক অতিরিক্ত ঝুঁকি অনুভব করলে কেবল সেই ক্ষেত্রে ব্যাংকটি অতিরিক্ত জামানত গ্রহণ করে থাকে। কারণ মূল জামানত বিক্রি করে সম্পূর্ণ অর্থ আদায় সম্ভব না হলে ব্যাংক অতিরিক্ত জামানত থেকে ঋণ আদায়ের চেষ্টা করে থাকে।

প্রশ্ন-৬. ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের জন্য ঋণদানে কোন ধরনের জামানত দিতে হয়? বুঝিয়ে লিখ। *[কু. বো. ১৭]*
উত্তর: ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের জন্য ঋণ গ্রহণে ব্যক্তিগত জামানত গুরুত্বপূর্ণ।
ঋণ গ্রহণের সময় ঋণগ্রহীতা ঋণের বন্ধক হিসেবে কোনো প্রকার স্থাবর সম্পত্তি জামানত না দিয়ে কেবল নিজস্ব বা তৃতীয় পক্ষের নিশ্চয়তা প্রদান করে ব্যক্তিগত জামানতে। আর এ ধরনের ব্যক্তিগত জামানত ব্যাংক হতে ভোক্তা ঋণ গ্রহণে সহায়ক।

প্রশ্ন-৭. সব ঋণে জামানত বাধ্যতামূলক নয় কেন? ব্যাখ্যা করো। *[য. বো. ১৬]*
উত্তর: ঝুঁকিগত তারতম্যের কারণে সব ধরনের ঋণে জামানতের প্রয়োজন হয় না। সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি ঋণগুলো খেলাপী ঋণে (Defaulted Loans) পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি হওয়ায় এই ঋণের ঝুঁকি ও সুদের হার উভয়ই বেশি হয়। এই ঝুঁকি হ্রাসকরণে তথা ঋণদানকৃত অর্থের ফেরত প্রাপ্তির নিশ্চয়তার জন্য ব্যাংক জামানত গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু স্বল্পমেয়াদি ঋণের ঝুঁকি ও খেলাপী হওয়ার সম্ভাবনা দীর্ঘ ও মধ্যমমেয়াদি ঋণ অপেক্ষা তুলনামূলক কম হওয়ায় ব্যাংক প্রায়ই জামানত ব্যতীত এই ধরনের ঋণ মঞ্জুর করে থাকে। ব্যাংক জমাতিরিক্ত ঋণ হলো স্বল্পমেয়াদি ঋণের উত্তম উদাহরণ যাতে জামানতের প্রয়োজন হয় না। তাই বলা যায়, সব ঋণে জামানত বাধ্যতামূলক নয়।

অষ্টম অধ্যায়: বৈদেশিক বিনিময় ও বৈদেশিক মুদ্রা

১.▶ জনাব রায়হান তৈরি পোশাক রপ্তানি করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ী মি. জন কে ১০ লক্ষ টাকার তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছেন। এর জন্য তিনি গোল্ডম্যান ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থ প্রাপ্তির নিশ্চয়তাস্বরূপ প্রত্যয়পত্র গ্রহণ করেছেন। পোশাক রপ্তানির পূর্বে ডলার-এর মূল্য বেশি থাকলেও পরবর্তীতে তা হ্রাস পায়। জনাব রায়হান খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, আমদানি কমে যাওয়ায় ডলারের চাহিদা হ্রাস পেয়েছে, এতে জনাব রায়হান আর্থিকভাবে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]*

ক. ভাসমান মুদ্রা কী? ১
খ. মেয়াদপূর্তির পূর্বেই প্রাপ্ত বিল বিক্রয় করাকে কী বলে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকেকে জনাব রায়হান কোন ধরনের প্রত্যয়পত্র পেয়েছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ পদ্ধতি কতটুকু যৌক্তিক বলে তুমি মনে করো? ব্যাখ্যা করো। ৪

উত্তর: মেইড ইজি উত্তরপত্র বইয়ের পৃষ্ঠা **৪০৪ এর ৯** নম্বর দ্রষ্টব্য।

২.▶ জনাব সাঈদ একজন গার্মেন্টস ব্যবসায়ী। তিনি জানেন দেশের রপ্তানি আয়ের ৮০% আসে এ খাত থেকে। তবে তা আমাদের দেশের মুদ্রাকে শক্তিশালী করছে না। এর কারণ জনাব সাঈদের তৈরি পোশাকের জন্য বেশিরভাগ খরচই চলে যায় কাঁচামাল আমদানি বাবদ ব্যয়ে। আবার আরব বিশ্বে বেশ কয়েক বছর ধরে শ্রমিক নেয়া বন্ধ ছিল। সম্প্রতি সৌদি আরব আবার শ্রমিক নিবে বলে ঘোষণা দেয়। এ ঘোষণায় জনাব সাঈদ ভবিষ্যতে মুদ্রার মূল্যমান শক্তিশালী হবে বলে আশা করছেন। *[আবদুল কাদির মোল-া সিটি কলেজ, নরসিংদী]*

ক. ভাসমান মুদ্রা কী? ১
খ. প্রত্যয়পত্র বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জনাব সাঈদ টাকা শক্তিশালী না হওয়ার ক্ষেত্রে কোন কারণ উলে-খ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জনাব সাঈদের প্রত্যাশা অনুযায়ী মুদ্রামান শক্তিশালী হবে কীভাবে? বিশে-ষণ করো। ৪

উত্তর: মেইড ইজি উত্তরপত্র বইয়ের পৃষ্ঠা **৪০৭ এর ১৪** নম্বর দ্রষ্টব্য।

▶ ক ও খ নং প্রশ্নের সাজেশন

SURE 21

▶ ক নং প্রশ্ন (জ্ঞানমূলক)

প্রশ্ন-১. বৈদেশিক বিনিময় কী? *[রা. বো.; কু. বো.; য. বো. ১৭]*
উত্তর: বৈদেশিক বিনিময় বলতে সাধারণত এক দেশের সাথে অন্য দেশের লেনদেন বা বিনিময়কে বোঝায়।

প্রশ্ন-২. বৈদেশিক বিনিময় হার কী? *[চ. বো. ১৭; ব. বো. ১৬]*
উত্তর: বৈদেশিক বিনিময়ে দেশীয় মুদ্রা দ্বারা যে পরিমাণ বিদেশি মুদ্রা ক্রয় করা সক্ষম হয় তাকে বৈদেশিক বিনিময় হার বলে।

প্রশ্ন-৩. স্বর্ণের অনুপাত তত্ত্ব পরিচিত কী নামে?
উত্তর: স্বর্ণের অনুপাত তত্ত্ব 'Mint per value theory' নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-৪. স্বর্ণমান হার কী?
উত্তর: স্বর্ণের অনুপাত তত্ত্বের মাধ্যমে যে হার নির্ণয় হয় তাকে স্বর্ণমান হার বলে।

প্রশ্ন-৫. ক্রয়ক্ষমতার সমতা তত্ত্ব কী?
উত্তর: দু'দেশের মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতে মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ সংক্রান্ত তত্ত্বকেই ক্রয়ক্ষমতার সমতা তত্ত্ব বলে।

প্রশ্ন-৬. চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব বা আধুনিক তত্ত্ব কী?
উত্তর: দু'দেশের মুদ্রার বিনিময় হার তাদের মুদ্রার পারস্পরিক চাহিদা ও যোগান অনুযায়ী নির্ধারণ সংক্রান্ত তত্ত্বকেই চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব বলে।

প্রশ্ন-৭. বৈদেশিক বিনিময় বিল কী?
উত্তর: যে পদ্ধতিতে পাওনাদার অর্থ পরিশোধের জন্য বিদেশি দেনাদারের ওপর একটি শর্তহীন লিখিত নির্দেশ প্রদান করে এবং দেনাদার বিলে স্বীকৃতি দিয়ে তা বৈধ বিলে পরিণত করে তাকে বৈদেশিক বিনিময় বিল বলে।

প্রশ্ন-৮. নোটিফিকেশন কী?
উত্তর: সাধারণত সব পক্ষের সমন্বয়ে রপ্তানিকারক যে ফ্যাক্টরিং করা হয় তাকে নোটিফিকেশন বলে।

প্রশ্ন-৯. ব্যাক টু ব্যাক প্রত্যয়পত্র কী?
উত্তর: যে প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে গ্রহীতার বিপক্ষে বা এর জামানতের ভিত্তিতে অন্যের অনুকূলে ব্যাংক থেকে নতুন প্রত্যয়পত্র সংগ্রহ করা হয় তাকে ব্যাক টু ব্যাক প্রত্যয়পত্র বলে।

প্রশ্ন-১০. ভাসমান মুদ্রা কী? *[ঢা. বো. ১৭]*
উত্তর: যে ধরনের মুদ্রার মান বাজারের চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য অবস্থা দ্বারা সৃষ্ট হয় তাকে ভাসমান মুদ্রা বলে।

প্রশ্ন-১১. SWIFT-এর পূর্ণ অর্থ কী?
উত্তর: SWIFT-এর পূর্ণ অর্থ হলো "The Society for Worldwide Interbank Financial Tele-communication".

প্রশ্ন-১২. সবুজ দফা অগ্রিম প্রত্যয়পত্র কী?
উত্তর: যে প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক রপ্তানিকারককে শুধু অগ্রিম গুদাম ভাড়া গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করে তাকে সবুজ দফা অগ্রিম প্রত্যয়পত্র বলে।

প্রশ্ন-১৩. নগদ প্রত্যয়পত্র কী?
উত্তর: আমদানিকারক ব্যাংকে অর্থ জমা দিয়ে প্রত্যয়পত্র খুলে তা বিদেশে পাওনাদারের নিকট পাঠিয়ে দেয় এবং পাওনাদার তার ব্যাংকে জমা দিয়ে অথবা সরাসরি আদেষ্টার ব্যাংকের শাখা বা প্রতিনিধি থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারাকে নগদ প্রত্যয়পত্র বলে।

প্রশ্ন-১৪. প্রত্যয়পত্র কী?

উত্তর: যে পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক আমদানিকারকের পক্ষে রপ্তানিকারকের অনুকূলে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে তাকে প্রত্যয়পত্র বলে।

প্রশ্ন-১৫. পে-অর্ডার কী?
উত্তর: সাধারণত একই এলাকায় নিরাপদে অর্থ আদান-প্রদানের জন্য ব্যাংক গ্রাহকদেরকে নির্দিষ্ট ফি-এর বিনিময়ে যে অর্ডার ইস্যু করে তাকে পে-অর্ডার বলে।

প্রশ্ন-১৬. ব্যাংকের নিশ্চয়তাপত্র কী?
উত্তর: যে পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক গ্রাহকের ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে তাকে ব্যাংকের নিশ্চয়তাপত্র বলে।

প্রশ্ন-১৭. ভ্রমণকারীর প্রত্যয়পত্র কী?
উত্তর: যে প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে ইস্যুকারী ব্যাংক তার বিদেশস্থ শাখা বা প্রতিনিধিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চাহিবামাত্র কোনো ভ্রমণকারীকে প্রদানের জন্য লিখিত নির্দেশ প্রদান করে তাকে ভ্রমণকারীর প্রত্যয়পত্র বলে।

প্রশ্ন-১৮. নির্দিষ্ট প্রত্যয়পত্র কী?
উত্তর: যে প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে ইস্যুকারী ব্যাংক গ্রহীতার অনুকূলে শুধু নির্দিষ্ট শাখা বা প্রতিনিধির কাছ থেকে অর্থ উত্তোলনের সুযোগ দেয় তাকে নির্দিষ্ট প্রত্যয়পত্র বলে।

প্রশ্ন-১৯. ফ্যাক্টরিং কী? *[দি. বো. ১৭]*
উত্তর: কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট বাট্টায় প্রাপ্য বিল বিক্রি করলে তাকে ফ্যাক্টরিং বলে।

প্রশ্ন-২০. ফোরফেটিং কী? *[রা. বো. ১৬]*
উত্তর: বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমদানি ও রপ্তানিকারককে প্রাপ্য বিলের বিপরীতে স্বল্প ও মধ্যম মেয়াদি অর্থায়নের আধুনিক ব্যবস্থাকেই ফোরফেটিং বলে।

▶ খ নং প্রশ্ন (অনুধাবনমূলক)

প্রশ্ন-১. বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্ব কোনটি এবং কেন? *[কু. বো. ১৭, ১৬]*
উত্তর: বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্ব হলো চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব।
দেশের মুদ্রার বিনিময় হার তাদের মুদ্রার পারস্পরিক চাহিদা ও যোগান অনুযায়ী নির্ধারণ সংক্রান্ড় তত্ত্বকেই চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব বলে। এক্ষেত্রে মনে করা হয় যে, চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য বিন্দুতে কোনো কিছুর দাম যেমনি নির্ধারিত হয় তেমনি অর্থের বিনিময় মূল্যও বৈদেশিক বাজারে এর চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে চাহিদার বিষয়টি দেশগুলোর মধ্যকার লেনদেন উদ্বৃত্তের ওপর নির্ভরশীল।

প্রশ্ন-২. বৈদেশিক বিনিময় হার হ্রাস-বৃদ্ধি হয় কেন?
উত্তর: বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের ওপর বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করে।
বাজারে কোনো দেশের মুদ্রার চাহিদা কমে গেলে বিনিময় হার বেড়ে যায় আবার চাহিদা বেড়ে গেলে বিনিময় হার কমে যায়। এভাবে দেশীয় মুদ্রার মূল্য কমে গেলে বিদেশি মুদ্রার চাহিদা বেড়ে যায়। আবার দেশীয় মুদ্রার মূল্য বেড়ে গেলে বিদেশি মুদ্রার চাহিদা কমে যায়।

প্রশ্ন-৩. ঋণের দলিলের ব্যবহারের ফলে বৈদেশিক বিনিময় হারের কেন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে?
উত্তর: বৈদেশিক বিনিময় হার পরিবর্তনে যে সকল কারণ প্রভাব বিস্ড়ার করে তার মধ্যে ঋণের দলিলের ব্যবহার উলে-খযোগ্য।
ঋণের দলিল যেমন : প্রত্যয়পত্র, ব্যাংক ড্রাফট, পর্যটক চেক ইত্যাদি দলিল ইস্যুর দ্বারা বিনিময় হারের পরিবর্তন হয়। কারণ বিদেশে এরূপ দলিল ভাঙানোর ফলে বিদেশি মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে বিনিময় হার বিদেশের অনুকূলে যায়। বিদেশ থেকে বাংলাদেশে অধিক হারে এ ধরনের দলিল ভাঙানো হলে বিপরীত অবস্থা ঘটে।

প্রশ্ন-৪. প্রত্যয়পত্র বলতে কী বোঝ? *[দি. বো. ১৭]*
উত্তর: আমদানিকারকের পক্ষে ব্যাংক কর্তৃক রপ্তানিকারকের অনুকূলে অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তা পত্রকে প্রত্যয়পত্র বলে।
আন্ড়র্জাতিক বাণিজ্যের আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকের মধ্যকার দূরত্বে মুদ্রার ভিন্নতাসহ বিভিন্ন বাধার সৃষ্টি হয়। এতে বৈদেশিক বাণিজ্যে মূল্য পরিশোধ বিষয়ে জটিলতা ও সন্দেহের সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর এসব সমস্যা দূর করার জন্য মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা দিয়ে ব্যাংক প্রত্যয়পত্র ইস্যু করে।

প্রশ্ন-৫. ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্র বলতে কী বোঝায়? *[চ. বো. ১৭]*
উত্তর: যে প্রত্যয়পত্র নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সীমা পর্যন্ড় একাধিক লেনদেনের জন্য বারে বারে ব্যবহার করা যায় তাকে ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্র বলে।
বারে বারে প্রত্যয়পত্র খোলার ঝামেলা থেকে গ্রাহকদের রেহাই দেয়ার জন্য এরূপ প্রত্যয়পত্রের উদ্ভব ঘটেছে।

প্রশ্ন-৬. কখন বিনিময় হার নির্ধারিত হয়? *[ঢা. বো. ১৬]*
উত্তর: দুটি ভিন্ন দেশের লেনদেন নিষ্পত্তির সময় বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয়।
সাধারণত এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের লেনদেন বা বিনিময়কে বৈদেশিক বিনিময় বলে। এরূপ বৈদেশিক বিনিময় সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্যই বিনিময় হার নির্ধারণের প্রয়োজন পড়ে। কেননা, ভিন্ন ভিন্ন দেশের মুদ্রা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই সঠিক মান নির্ধারণের জন্য উভয় দেশের লেনদেন নিষ্পত্তিতে এ হার নির্ধারণ করা হয়।

প্রশ্ন-৭. স্বর্ণের বিনিময় দিন দিন কমে যাচ্ছে কেন?
উত্তর: স্বর্ণের দুষ্প্রাপ্যতা ও ঝুঁকির কারণে এর বিনিময় দিন দিন কমে যাচ্ছে। বিদেশে অর্থ প্রেরণের পদ্ধতিসমূহের মধ্যে স্বর্ণ অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিশ্বের সর্বত্র জনপ্রিয় ও সর্বজন স্বীকৃত। কিন্ড়ু স্বর্ণের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে বর্তমানে বৈদেশিক লেনদেনে স্বর্ণ কম ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া স্বর্ণ পরিবহন করা অত্যন্ড় ঝুঁকিপূর্ণ। তাই দিন দিন স্বর্ণের বিনিময় হ্রাস পাচ্ছে ও অন্যান্য স্বীকৃত আধুনিক মাধ্যমের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রশ্ন-৮. আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বিনিময় হার নির্ধারণ কি গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। *[রা. বো. ১৭]*
উত্তর: আমদানি রপ্তানি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বিনিময় হার নির্ধারণ গুরুত্বপূর্ণ।
এক দেশের মুদ্রার পরিপ্রেক্ষিতে আরেক দেশের মুদ্রার মূল্যকে বিনিময় হার বলে। পৃথিবীর প্রতিটি দেশের নিজস্ব মুদ্রা আছে। তাই এক দেশের মুদ্রা অন্য দেশে গ্রহণযোগ্য নয়। সেক্ষেত্রে বৈদেশিক লেনদেন নিষ্পত্তিতে উভয় দেশের মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ প্রয়োজন। যাতে উভয় দেশ ঐ বিনিময় হারে নিজ দেশের মুদ্রায় রূপান্ড়র করতে পারে।

প্রশ্ন-৯. ফ্যাক্টরিং-এর চেয়ে ফোরফেটিং কার্য ব্যাপকতর কেন? *[য. বো. ১৭]*
উত্তর: ফোরফেইটিং-এ আমদানি-রপ্তানির সমগ্র লেনদেন বিবেচিত হয় বিধায় এটি ফ্যাক্টরিং এর চেয়ে বেশি জনপ্রিয়।
ফ্যাক্টরিং এ শুধু বিল ক্রয়, হিসাব সংরক্ষণ, বিলের অর্থ আদায় ইত্যাদি মুখ্য। কিন্তু ফোরফেটিং এর ক্ষেত্রে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকের মধ্যকার প্রস্ড়াবিত পুরো লেনদেনই বিবেচিত হয় বিধায় এর ব্যাপকতা বেশি।

প্রশ্ন-১০. রেমিটেন্স বলতে কী বোঝায়? *[রা. বো. ১৬]*
উত্তর: বিদেশে কর্মরত ব্যক্তিরা অর্থাৎ প্রবাসীরা দেশে যে অর্থ পাঠান তাকে রেমিটেন্স বলা হয়।
সাধারণত এক দেশ থেকে অন্য দেশে টাকা পাঠানোর ক্ষেত্রে রেমিট্যান্স শব্দটি ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ কোনো দেশে কর্মরত বিদেশি কোনো কর্মী যদি তার উপার্জিত অর্থ তার নিজের দেশে প্রেরণ করেন, তাহলে তার দেশের জন্য এ অর্থ হলো রেমিট্যান্স। কোনো দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন অনেকাংশেই এই রেমিটেন্সের অর্থাৎ বিদেশ থেকে আগত টাকার উপর নির্ভর করে।

নবম অধ্যায়: ইলেকট্রনিক ও আধুনিক ব্যাংকিং

১.▶ নাহিদ সাহেব ডাচ্ বাংলা ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবহার করে নানান ধরনের সুবিধা পাচ্ছেন। তিনি মোবাইল ব্যাংকিং-এর বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে তার প্রতিবেশি আলামিন সাহেবকে বলেন। আলামিন সাহেব সব শুনে ডাচ্ বাংলা ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিং খুলতে আগ্রহী হন। *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]*

ক. One Stop Servive কী? ১
খ. ডেবিট কার্ড ও ক্রেডিট কার্ডের মধ্যে ২টি পার্থক্য লেখো। ২
গ. উদ্দীপকে উলি-খিত মোবাইল ব্যাংকিং-এর যে সব সুবিধা সম্পর্কে বলা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উলি-খিত আল আমিনের ডাচ্ বাংলা ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করা যথাযথ হবে কিনা? মূল্যায়ন করো। ৪

ত্তর: মেইড ইজি উত্তরপত্র বইয়ের পৃষ্ঠা **৪২৫ এর ১৯** নম্বর দ্রষ্টব্য।

২.▶ মালিহা ও নিশিতা বসুন্ধরা সিটিতে কেনাকাটা করতে গেল। দুজনেই কোনো নগদ টাকা যায়নি। অথচ প্রচুর পরিমাণে কেনাকাটা ও খাওয়া-দাওয়া করল। তারা এক ধরনের কার্ড ব্যবহার করে কেনাকাটার মূল্য পরিশোধ করেছে। মালিহার ব্যাংক হিসাবে টাকা ছিল কিন্তু নিশিতার হিসাবে কোন টাকা ছিল না। *[কুমিল্ল-া ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ]*

ক. ওয়ান স্টপ সার্ভিস কী? ১
খ. মোবাইল ব্যাংকিং বলতে কী বোঝায়? ২
গ. মালিহা কোন ধরনের কার্ড ব্যবহার করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. নিশিতার হিসাবে টাকা না থাকলেও সে কী কার্ড ব্যবহার করে কেনাকাটা করল? বিশে-ষণ করো। ৪

উত্তর: মেইড ইজি উত্তরপত্র বইয়ের পৃষ্ঠা **৪২৪ এর ১৭** নম্বর দ্রষ্টব্য।

▶ ক ও খ নং প্রশ্নের সাজেশন

SURE 21

▶ ক নং প্রশ্ন (জ্ঞানমূলক)

প্রশ্ন-১. ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং কী?
[ঢা. বো. ১৬, ১৭; রা. বো. ১৭; দি. বো. ১৭; চ. বো. ১৭; সি. বো. ১৬, ১৭]
উত্তর: ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং হলো এমন একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া যেখানে কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রাহকদের বিভিন্ন ব্যাংকিং সুবিধা ও সেবা প্রদান করা হয়।

প্রশ্ন-২. ATM-এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর: ATM-এর পূর্ণরূপ হলো 'Automated Teller Machine'.

প্রশ্ন-৩. ATM পদ্ধতিকে কত ভাগে ভাগ করা যায়?
উত্তর: ATM পদ্ধতিকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: লবি ATM এবং দেয়াল সংশি-ষ্ট ATM.

প্রশ্ন-৪. লবি ATM কী?
উত্তর: যে সকল ATM বুথসমূহ সংশি-ষ্ট ব্যাংকের লবিতে স্থাপন করা হয় তাকে লবি ATM বলে।

প্রশ্ন-৫. ডেবিট কার্ড কী?
উত্তর: ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফারের জন্য ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গ্রাহককে প্রদত্ত চুম্বুকভিত্তিক সাংকেতিক নম্বরযুক্ত এক বিশেষ ধরনের প-াস্টিক কার্ডকে ডেবিট কার্ড বলে।

প্রশ্ন-৬. মাস্টার কার্ড কী?
উত্তর: মাস্টার কার্ড এক ধরনের ক্রেডিট কার্ড, যা আন্তর্জাতিক মাস্টার কার্ডের অধীনে ইস্যু করা হয়।

প্রশ্ন-৭. মোবাইল ব্যাংকিং কী?
উত্তর: তারবিহীন টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থায় মোবাইল হ্যান্ডসেট ব্যবহার করে ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য প্রদান ও লেনদেন করাকেই মোবাইল ব্যাংকিং বলে।

প্রশ্ন-৮. অনলাইন ব্যাংকিং কী?
উত্তর: অনলাইন ব্যাংকিং হলো কোনো একক ব্যাংকের একাধিক শাখা বা একাধিক ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার মধ্যে কম্পিউটার প্রযুক্তিনির্ভর একটি নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা।

প্রশ্ন-৯. POS-এর পূর্ণ অর্থ কী?
উত্তর: POS-এর পূর্ণরূপ হলো 'Point of Sale service'.

প্রশ্ন-১০. চেক স্ক্যান পরিষ্কারকরণ কী?
উত্তর: চেক স্ক্যান পরিষ্কারকরণ এমন একটি ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং সেবা, যা সাধারণত গ্রাহকের কোনো চেক কালেকশনের জন্য ব্যাংক জমা নিলে যদি তা অমর্যাদাকৃত হয় তবে তা গ্রাহককে জানিয়ে ফেরত দেয়।

প্রশ্ন-১১. 'ACH'-এর পূর্ণ অর্থ কী?
উত্তর: 'ACH'-এর পূর্ণ অর্থ হলো 'Automated Clearing House service'.

প্রশ্ন-১২. 'One stop service' কী? *[কু. বো. ১৬]*
উত্তর: 'One stop service' বলতে একজন ব্যাংক কর্মকর্তার কাছ থেকে গ্রাহক কর্তৃক তার প্রয়োজনীয় সার্ভিস লাভকে বোঝায়।

প্রশ্ন-১৩. ভিসা কার্ড কী?
উত্তর: ভিসা কার্ড এক ধরনের ক্রেডিট কার্ড, যা আন্তর্জাতিক ভিসা করপোরেশনের সাথে সংযুক্ত যেকোনো ব্যাংক ইস্যু করতে পারে।

প্রশ্ন-১৪. স্মার্ট কার্ড কী?
উত্তর: স্মার্ট কার্ড একটি চুম্বক ছাপযুক্ত অথবা ছাপ ব্যতীত একটি প-াস্টিক কার্ড। এ কার্ডকে ইলেকট্রনিক অর্থ বা ই-পার্সও বলা হয়।

প্রশ্ন-১৫. টেলিফোন ব্যাংকিং কী?
উত্তর: টেলিফোন ব্যাংকিং হলো এমন একটি পদ্ধতি যেখানে ব্যাংক তার গ্রাহককে টেলিফোনের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন করার সুযোগ প্রদান করে।

প্রশ্ন-১৬. 'PIN'-এর পূর্ণ অর্থ কী?
উত্তর: 'PIN'-এর পূর্ণ অর্থ হলো 'Personal Identification Number'।

প্রশ্ন-১৭. 'SMS'-এর পূর্ণ অর্থ কী?
উত্তর: 'SMS'-এর পূর্ণ অর্থ হলো 'Short Message Service'।

প্রশ্ন-১৮. 'EFT'-এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর: 'EFT'-এর পূর্ণরূপ হলো 'Electronic Fund Transfer system'।

প্রশ্ন-১৯. SWIFT কী? *[য. বো. ১৭]*
উত্তর: যে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক লেনদেন ও তথ্য সহজে ও নিরাপদে আদান-প্রদান করা হয় তাকে SWIFT বলে।

প্রশ্ন-২০. 'E-Banking'-এর পূর্ণ অর্থ কী?
উত্তর: 'E-Banking'-এর পূর্ণ অর্থ হলো 'Electronic Banking'।

▶ খ নং প্রশ্ন (অনুধাবনমূলক)

প্রশ্ন-১. অনলাইন ব্যাংকিং জগতে কাগজী মুদ্রার ব্যবহার হ্রাস পাওয়ার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। *[ঢা. বো. ১৭]*
উত্তর: অনলাইন ব্যাংকিং প্রক্রিয়ায় কম্পিউটার প্রযুক্তিনির্ভর একটি নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায় গ্রাহক ব্যাংকের যেকোনোশাখা হতে ব্যাংকিং সুবিধা ভোগ করে, যা কাগজী মুদ্রার ব্যবহার হ্রাস করেছে।
অর্থ জমাদান, অর্থ সংগ্রহ, চেকের অর্থ সংগ্রহ, বিল প্রদান ইত্যাদি কাজে অনলাইন ব্যাংকিং সেবা কাজে লাগানো যায়। যার ফলে গ্রাহককে ব্যাংকের নির্দিষ্ট শাখায় ব্যাংকিং এর জন্য নগদ অর্থ বহন করতে হয় না।

প্রশ্ন-২. নগদ ব্যবস্থাপনা বলতে কী বুঝ? *[দি. বো. ১৭]*
উত্তর: দক্ষতার সাথে নগদ আদায়, নগদ পরিশোধ এবং কী পরিমাণ অর্থ হাতে রাখা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করাকে নগদ ব্যবস্থাপনা বলে।
ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নগদ অর্থ প্রয়োজন। আবার অপ্রত্যাশিত কোনো ঘটনা মোকাবিলা করার জন্যও নগদ ব্যবস্থাপনা জরুরি। এছাড়াও লাভজনক বিনিয়োগের সুযোগ গ্রহণ করতে নগদ ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন-৩. অনলাইন ব্যাংকিং-এর সুবিধা কী? ব্যাখ্যা করো। *[য. বো. ১৭]*
উত্তর: অনলাইন ব্যাংকিং এর প্রধান সুবিধা হলো খুব সহজে ও দ্রুত ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পন্ন করা যায়।
এ পদ্ধতিতে লেনদেন করার জন্য গ্রাহক ব্যাংকের যেকোনো শাখায় গিয়ে তার ব্যাংক হিসাবের সুবিধা গ্রহণ করতে পারে। যা ব্যাংকিং কার্যকে সহজ ও দ্রুততম করেছে। এছাড়া অনলাইন ব্যাংকিং এ ২৪ ঘণ্টা সেবা দানের কারণে ব্যাংকিং লেনদেনে গতিশীলতা আসে।

প্রশ্ন-৪. ঋণ সুবিধাসহ এটিএম কার্ডকে কী বলে? বুঝিয়ে লেখো। *[কু. বো. ১৬]*
উত্তর: ঋণ সুবিধাসহ এটিএম কার্ডকে 'ক্রেডিট কার্ড' বলে।
ক্রেডিট কার্ড হলো ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত ঋণ সুবিধা সম্বলিত চুম্বকীয় শক্তিসম্পন্ন কার্ড। এর মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন এবং সেবা ক্রয় করা যায়। এরূপ কার্ডের মাধ্যমে গ্রাহককে ঋণ সুবিধাও দেয়া হয়।

প্রশ্ন-৫. ব্যাংকিং খাতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার কেন গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। *[চ. বো. ১৭]*
উত্তর: ব্যাংকিং খাতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাংকের আধুনিকায়নের নীতি বাস্তবায়নে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।
সর্বাধিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জন ও দক্ষ গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই ব্যাংকসমূহ এ ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যাংক কম্পিউটারাইজড হিসাব পদ্ধতি, অনলাইন ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং, এটিএম কার্ড ইত্যাদি প্রযুক্তি দ্বারা সেবা দানের প্রয়াস চালায়।

প্রশ্ন-৬. নির্ভুল লেনদেন করার ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: বর্তমান যুগে নির্ভুল লেনদেন করার ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
কারণ ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং-এ সকল ধরনের লেনদেনের কাজ কম্পিউটারের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়। এতে করে হিসাবে ভুল হওয়ার অথবা কোনো ধরনের ত্রুটিপূর্ণ হিসাব সংঘটিত হওয়ার ঝুঁকি কমে যায়। এতে করে হিসাবগুলো নির্ভুলভাবে সম্পাদিত হয়।

প্রশ্ন-৭. মোবাইল ব্যাংকিং কেন জনপ্রিয়? *[সি. বো. ১৭]*

উত্তর: মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মোবাইল ফোন ব্যবহার করে গ্রাহক ব্যাংকিং সুবিধা গ্রহণের পাশাপাশি বিভিন্ন বিল পরিশোধের সুযোগ পায়, যা মোবাইল ব্যাংকিং সেবাকে জনপ্রিয় করেছে।

আধুনিক ব্যাংকিং এর নতুনতম সংযোজন হলো মোবাইল ব্যাংকিং। বাংলাদেশে ব্রাক ব্যাংক বিকাশ নামে ডাচ্ বাংলা-ব্যাংক মোবাইল ব্যাংকিং সেবা নামে এরূপ ব্যাংকিং চালু করেছে, যা আমাদের দেশে মোবাইল ব্যাংকিংকে জনপ্রিয় করেছে।

প্রশ্ন-৮. ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় গ্রাহকের তথ্য কীভাবে সংরক্ষণ করা হয়? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: ই-ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কম্পিউটার ডেটাবেজে গ্রাহকের তথ্য সংরক্ষণ করা হয়।

এ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় গ্রাহক হিসাব খুলতে আসলে ব্যাংক তখন KYC নামক একটি ফরম পূরণ করে। এতে গ্রাহকের ব্যক্তিগত ও আর্থিক সকল লেনদেনের বিভিন্ন বিবরণ থাকে। পরবর্তীতে ব্যাংক গ্রাহকের এ সকল তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষণ করে, যার কারণে তথ্যগুলো অনেক নিরাপদে সংরক্ষিত থাকে।

প্রশ্ন-৯. স্বয়ংক্রিয় নিকাশঘর কার্য কীভাবে সম্পাদন করা হয়? ব্যাখ্যা করো। *[রা. বো. ১৭]*

উত্তর: আধুনিক ব্যাংকিং পদ্ধতিতে ইলেকট্রনিক উপায়ে ব্যাংকগুলোর মধ্যে আন্তঃব্যাংকিং লেনদেন সম্পাদিত হয়।

এ পদ্ধতিতে ইলেকট্রনিক উপায়ে ব্যাংকগুলোর মধ্যে মেশিনের সাহায্যে কাগজবিহীন লেনদেন সম্পাদিত হয়। এক্ষেত্রে মেশিনের সাহায্যে কাগজি চেকের বিকল্প হিসেবে ও কাগজি লেনদেনগুলো রেকর্ডভুক্ত হয় এবং তা একটি একাউন্টকে ডেবিট এবং অন্য একাউন্টকে ক্রেডিট করে আন্তঃব্যাংকিং লেনদেন মিমাংসা করে। এভাবেই স্বয়ংক্রিয় নিকাশ ঘরের কার্য সম্পাদিত হয়।

প্রশ্ন-১০. VISA CARD কোন ধরনের কার্ড? ব্যাখ্যা করো। *[কু. বো. ১৬]*

উত্তর: VISA CARD এক ধরনের ক্রেডিট কার্ড।

গ্রাহকদের প্রয়োজন, বাণিজ্য প্রতিযোগিতা প্রভৃতির ওপর ভিত্তি করে ব্যাংক ভিসা কার্ড ইস্যু করে। আন্তর্জাতিক ভিসা কর্পোরেশনের সাথে সংযুক্ত যেকোনো ব্যাংক এ কার্ড ইস্যু করতে পারে। এই কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংককে আন্তর্জাতিক ভিসা কার্ডের প্রতিনিধি বলা হয়। ব্যবসায় বাণিজ্যে ভিসা কার্ড আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি ক্রেডিট কার্ড।

দশম অধ্যায়: বিমা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা

১.▶ সাজিদ তাঁর মোটরসাইকেলের জন্য ৫ লক্ষ টাকার বিমা করেন। দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেলটি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সাজিদ বিমা দাবি উপস্থাপন করলে বিমা কোম্পানি দাবিকৃত ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। পরবর্তীকালে মোটরসাইলেকটি ৫০,০০০ টাকায় সাজিদ বিক্রয় করতে চাইলে বিমা কোম্পানি তাঁকে বাধা দেয়। *[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]*

ক. বিশুদ্ধ ঝুঁকি কী? ১

খ. স্বার্থ ছাড়া বিমা চুক্তি সম্পন্ন হয় না কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সাজিদ কোন নীতির আওতায় বিমা কোম্পানির কাছ থেকে অর্থ লাভ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বিমা কোম্পানি কর্তৃক সাজিদকে বাধা দেয়ার যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

উত্তর: মেইড ইজি উত্তরপত্র বইয়ের পৃষ্ঠা **৪৩৫ এর ১৪** নম্বর দ্রষ্টব্য।

২.▶ ঢাকার কবির চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করে জাপান থেকে অটোমোবাইল যন্ত্রাংশ আমদানি করেন। সমুদ্রপথে ঝড়ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত, জলদস্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি মর্ডান ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সাথে ১৫ কোটি টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের শর্তে প্রতিবছর ১.৫ লক্ষ টাকা প্রিমিয়ামের বিনিময়ে একটি বিমাচুক্তি সম্পন্ন করেন। বিমাচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই কবিরের পণ্য পরিবহনকৃত জাহাজ বরফের সাথে ধাক্কা লেগে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার পণ্য নষ্ট হয়ে যায়। *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*

ক. জীবন বিমা কর্পোরেশন কী? ১

খ. বিমাকে সদ্বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয় কেন? ২

গ. কবির কোন ধরনের বিমা গ্রহণ করেছিলেন? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. কবির কী বিমাকারির নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

উত্তর: মেইড ইজি উত্তরপত্র বইয়ের পৃষ্ঠা **৪৩২ এর ৮** নম্বর দ্রষ্টব্য।

SURE 21

▶ ক ও খ নং প্রশ্নের সাজেশন

▶ ক নং প্রশ্ন (জ্ঞানমূলক)

প্রশ্ন-১. বিমা কী? *[ঢা. বো.; রা. বা.; দি. বো; ব. বো. ১৭]*

উত্তর: বিমা হলো এক ধরনের লিখিত চুক্তি, যেখানে বিমাগ্রহীতা নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে তার সম্ভাব্য ঝুঁকি বা বিপদের ভার বিমাকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর অর্পণ করে।

প্রশ্ন-২. ঝুঁকি কী?

উত্তর: কোনো বিনিয়োগ থেকে প্রত্যাশিত আয় অপেক্ষা প্রাপ্ত আয় কম হওয়ার সম্ভাবনাকেই ঝুঁকি বলে।

প্রশ্ন-৩. আর্থিক ঝুঁকি কী?

উত্তর: কোনো বিপদজনক বা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা, কার্যক্রম বা দুর্ঘটনা থেকে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের যে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায় তাকে আর্থিক ঝুঁকি বলে।

প্রশ্ন-৪. নির্দিষ্ট ঝুঁকি কী?

উত্তর: যে ঝুঁকি ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক কোনো কারণে সৃষ্টি হয় এবং এর ফলাফলও কোনো বিশেষ ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠানের ওপর আবর্তিত হয় তাকে নির্দিষ্ট ঝুঁকি বলে।

প্রশ্ন-৫. বিমা চুক্তি কী? *[চ. বো. ১৭]*

উত্তর: প্রিমিয়ামের বিনিময়ে অন্যের ঝুঁকি নিজের কাঁধে নেয়ার জন্য বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তাকে বিমা চুক্তি বলে।

প্রশ্ন-৬. সাধারণ বিমা কর্পোরেশন কী?

উত্তর: বাংলাদেশ সরকারের মালিকানায় পরিচালিত সম্পত্তি বিমার সাথে সংশি-ষ্ট প্রতিষ্ঠানই হলো সাধারণ বিমা কর্পোরেশন।

প্রশ্ন-৭. সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক কী?

উত্তর: বিমায় সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক বলতে বিমা সম্পর্কিত সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সঠিকভাবে উপস্থাপনে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা উভয়পক্ষের বাধ্যবাধকতাকে বোঝায়।

প্রশ্ন-৮. আর্থিক ক্ষতিপূরণের নীতি কী?

উত্তর: যে নীতি অনুযায়ী বিমাগ্রহীতা কর্তৃক চুক্তিতে উলে-খ্য বিমাকৃত সম্পত্তির ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ প্রদান করে তাকে আর্থিক ক্ষতিপূরণের নীতি বলে।

প্রশ্ন-৯. প্রত্যক্ষ কারণের নীতি কী?

উত্তর: যে নীতি অনুযায়ী বিমা চুক্তিতে উলে-খ্য কারণের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত কোনো ঘটনার ফলে জীবন বা সম্পত্তির হানি হলে বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ প্রদান করে তাকে প্রত্যক্ষ কারণের নীতি বলে।

প্রশ্ন-১০. আনুপাতিক অংশগ্রহণের নীতি কী?

উত্তর: কোনো সম্পত্তি একাধিক বিমা কোম্পানির নিকট বিমা করা হলে এবং তার আংশিক ক্ষতির ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে সকল বিমা কোম্পানি তাদের বিমাকৃত অঙ্কের আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকার নীতিকে আনুপাতিক অংশগ্রহণের নীতি বলে।

প্রশ্ন-১১. প্রিমিয়াম কী? *[ঢা. বো.; দি. বো.; চ. বো.; য. বো. ১৭; ব. বো. ১৬]*

উত্তর: বিমাচুক্তিতে বিমাকারীর ঝুঁকি বহনের বিনিময়ে বিমাগ্রহীতা বিমাকারীকে যে অর্থ প্রদান করে তাকে প্রিমিয়াম বলে।

প্রশ্ন-১২. স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি কী? *[দি. বো.; কু. বো. ১৭]*

উত্তর: যে নীতি অনুযায়ী বিমাকৃত সম্পত্তির ক্ষতিতে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণের পর অবশিষ্ট সম্পত্তির মালিকানা বিমা কোম্পানির নিকট স্থানান্তরিত হয় তাকে স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি বলে।

প্রশ্ন-১৩. বিশুদ্ধ ঝুঁকি কী? *[দি. বো. ১৬]*

উত্তর: যে সকল সম্ভাব্য বিপজ্জনক পরিস্থিতি বা ঝুঁকিগত অবস্থায় অথবা কোনো দুর্ঘটনায় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিশ্চিতভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয় তাকে বিশুদ্ধ ঝুঁকি বলে।

প্রশ্ন-১৪. মৌলিক ঝুঁকি কী?

উত্তর: যে ঝুঁকি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ অযোগ্য কোনো কারণে উদ্ভূত হয় এবং এর ফলাফল সবাইকে সাধারণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে তাকে মৌলিক ঝুঁকি বলে।

প্রশ্ন-১৫. বার্ষিক বৃত্তি কী? *[ঢা. বো. ১৬]*

উত্তর: বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতাকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বা জীবনের একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রতিবছর নির্দিষ্ট হারে যে অর্থ প্রদান করে তাকে বার্ষিক বৃত্তি বলা হয়।

প্রশ্ন-১৬. বিমাযোগ্য স্বার্থ কী? *[কু. বো.; চ. বো.; সি. বো. ১৭; রা. বো. ১৬]*

উত্তর: বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে বিমাকৃত সম্পদ বা জীবনের ওপর বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থকে বোঝায়।

প্রশ্ন-১৭. জীবন বিমা কর্পোরেশন কী?

উত্তর: বাংলাদেশ সরকারের মালিকানাধীনে পরিচালিত জীবন বিমা সংশি-ষ্ট একক প্রতিষ্ঠানটিই হলো জীবন বিমা কর্পোরেশন।

প্রশ্ন-১৮. বিশ্বস্ততা বিমা কী?

উত্তর: যে বিমার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রবঞ্চনা বা অসাধুতার দ্বারা সৃষ্ট বিপদের ঝুঁকি থেকে পরিত্রাণ পায় তাকে বিশ্বস্ততা বিমা বলে।

প্রশ্ন-১৯. অবিমাযোগ্য ঝুঁকি কী?
উত্তর: যে ঝুঁকির বিপক্ষে বিমা সুবিধা লাভ করা যায় না তাকে অবিমাযোগ্য ঝুঁকি বলে।

প্রশ্ন-২০. বিমাচুক্তিতে কোন দুটি পক্ষ জড়িত থাকে?
উত্তর: বিমাচুক্তিতে দুটি পক্ষ জড়িত থাকে। যথা- বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা।

প্রশ্ন-২১. দায় বিমা কী? *[ঢা. বো. ১৬]*
উত্তর: যে চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত ঝুঁকিজনিত যেকোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ করার জন্য বিমাগ্রহীতার ন্যায় বিমাকারী প্রতিষ্ঠানও সমভাবে দায়বদ্ধ থাকে তাকে দায় বিমা বলে।

প্রশ্ন-২২. IDRA-এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর: 'IDRA'-এর পূর্ণরূপ হলো 'Insurance Development & Regulatory Authority.'

প্রশ্ন-২৩. সেবার নীতি কী?
উত্তর: বিমা কোম্পানিগুলো বিমাগ্রহীতাদেরকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে বিভিন্নমুখী সুবিধা প্রদানে যে নীতি ব্যবহার করে তাকে সেবার নীতি বলে।

▶ খ নং প্রশ্ন (অনুধাবনমূলক)

প্রশ্ন-১. বিমাকে ঝুঁকি বণ্টনের যৌথ ব্যবস্থা বলা হয় কেন? *[সি. বো., য. বো. ১৭]*
উত্তর: বিমার মাধ্যমে বিমাগ্রহীতা তার সম্ভাব্য ঝুঁকিকে কয়েকটি পক্ষের মধ্যে বণ্টন করে, তাই বিমাকে ঝুঁকি বণ্টনের যৌথ ব্যবস্থা বলা হয়।
বিমা এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত বিমাগ্রহীতার ক্ষতিকে বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করা যায়। এ ব্যবস্থায় বিমিকারী বিভিন্ন বিমাগ্রহীতার কাছ থেকে প্রিমিয়াম সংগ্রহ করে ক্ষতিগ্রস্ত বিমাগ্রহীতার ক্ষতিপূরণ করে।

প্রশ্ন-২. 'বিমা চুক্তিকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি' বলা হয় কেন? *[দি. বো. ১৭]*
উত্তর: বিমা হলো এক ধরনের লিখিত চুক্তি। এই চুক্তিতে বিমাগ্রহীতা বিমাকৃত বস্তুর ক্ষতির ভার নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম প্রদানের মাধ্যমে বিমা কোম্পানির ওপর অর্পণ করে।
সাধারনত কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে বিমা চুক্তি করা হয়। এ চুক্তি অনুসারে বিমাকৃত বস্তু যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। যেহেতু ক্ষতি হতে রক্ষার্থে এ চুক্তি সম্পাদন করা হয় তাই বিমা চুক্তিকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়।

প্রশ্ন-৩. স্বার্থ ছাড়া বিমা চুক্তিসম্পন্ন হয় না কেন, ব্যাখ্যা কর। *[ব. বো. ১৭]*
উত্তর: সম্পদের ক্ষতিতে এর স্বার্থ সংশি-ষ্ট পক্ষ কেবল আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ায় বিমা চুক্তি সম্পাদনে বিমাযোগ্য স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া হয়।
এরূপ চুক্তিতে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ওপর বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থ থাকা আবশ্যক। এরূপ স্বার্থ না থাকলে বিমা চুক্তি করা যায় না।

প্রশ্ন-৪. ক্ষতিসাধণের নিকটতম কারণকে কী বলে? ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: ক্ষতির নিকটতম কারণ বলতে ক্ষতির প্রত্যক্ষ কারণকে বোঝায়।
বিমা চুক্তির ক্ষেত্রে চুক্তিতে উলি-খিত কারণেই বিমাকৃত ব্যক্তি বা বস্তুটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। এক্ষেত্রে যদি দূরবর্তী কোনো কারণে ক্ষতি সাধন হয় তবে বিমা কোম্পানি কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে না। যেমন: একটি জাহাজ প্রাকৃতিক বিপদের জন্য বিমা করা হলো। কিন্তু জাহাজটি যদি মানবসৃষ্ট কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে জাহাজের জন্য বিমা কোম্পানি কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে না।

প্রশ্ন-৫. আনুপাতিক হারে অংশগ্রহণ নীতি বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: আনুপাতিক হারে অংশগ্রহণের নীতি অনুযায়ী বিমার বিষয়বস্তু ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমা কোম্পানি কর্তৃক বিমা মূল্যের আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়।
সাধারণত কোনো সম্পত্তি বা বিষয় বস্তুর ঝুঁকি বেশি হলে একাধিক বিমা কোম্পানিতে বিমা করা হয়। যদি বিমার বিষয়বস্তুর আংশিক ক্ষতি হয় তবে চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত বিমা কোম্পানিগুলো তাদের বিমাকৃত মূল্যের অনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকে। এটিই আনুপাতিক হারে অংশগ্রহণের নীতি।

প্রশ্ন-৬. কোন বিমাপত্রে নগদ বিমাদাবি পূরণ করা হয় না? ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: পুনঃস্থাপন বিমাপত্রের ক্ষেত্রে নগদ বিমাদাবি পূরণ করা হয় না।
পুনঃস্থাপন বিমাচুক্তি এমন এক ধরনের বিমাপত্র যেখানে বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে নগদ কোনো অর্থ প্রদান করা হয় না। এ বিমাপত্রের ক্ষেত্রে বিমাকৃত বস্তু দুর্ঘটনায় ক্ষতির স্বীকার হলে বিমা কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত বস্তুর পরিবর্তে নতুন বস্তু বা সামগ্রী প্রদান করে অথবা মেরামত করে দেয়।

প্রশ্ন-৭. চুক্তি ছাড়া বিমা হয় না কেন?
উত্তর: চুক্তি ছাড়া বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণে বাধ্য না থাকায় চুক্তি ছাড়া বিমা হয় না। মানুষের জীবন বা সম্পত্তির ঝুঁকি আর্থিকভাবে মোকাবিলার কৌশল হলো বিমা চুক্তি। এ চুক্তিতে একপক্ষ থাকে বিমাকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এবং অপরপক্ষ হলো বিমাগ্রহীতা। এক পক্ষের প্রস্তাব ও অপরপক্ষের স্বীকৃতির মধ্য দিয়েই চুক্তি সম্পাদিত হয়। ফলে বিমাকৃত বস্তুর ক্ষতি হলে ঝুঁকি গ্রহণকারী পক্ষ চুক্তি অনুযায়ী বিমাগ্রহিতাকে নির্দিষ্ট অর্থ প্রদানে বাধ্য থাকে। তাই চুক্তি ছাড়া বিমা হয় না।

প্রশ্ন-৮. বিমা চুক্তিকে পরম বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয় কেন? *[রা. বো.; দি. বো. ১৭]*
উত্তর: বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা উভয়পক্ষই আবশ্যকীয় সকল তথ্য একে অন্যকে প্রদানে বাধ্য থাকে বিধায় বিমা চুক্তিকে পরম বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয়।
বিমা চুক্তির মাধ্যমে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। আর সে কারণে চুক্তিবদ্ধ প্রত্যেকে একে অন্যের কাছে সঠিক তথ্য প্রকাশে বাধ্য থাকে। কোনো পক্ষ যদি সঠিক তথ্য প্রদান না করে তাহলে বিমা চুক্তি বাতিল হতে পারে।

প্রশ্ন-৯. বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে কী বোঝায়? *[ঢা. বো. ১৭]*
উত্তর: বিমাকৃত বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার যে আর্থিক স্বার্থ থাকে তাকে বিমাযোগ্য স্বার্থ বলে। এ ধরনের স্বার্থ না থাকলে বিমা চুক্তি করা যায় না।
সাধারণত বিমাযোগ্য স্বার্থ বিমাকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা সংরক্ষিত হয়। মূলত বিমার বিষয়বস্তুর ওপর বিমাকারীর আর্থিক স্বার্থ থাকে এবং বিমাকারী প্রতিষ্ঠান এ বিমাকৃত বিষয়বস্তুর আর্থিক ক্ষতি হলে তা পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

প্রশ্ন-১০. বিমাকে ঝুঁকি বণ্টন ব্যবস্থা বলে আখ্যায়িত করা হয় কেন? *[চ. বো. ১৭]*
উত্তর: বিমা মানুষের জীবন ও সম্পদের আর্থিক ঝুঁকি গ্রহণ করে সবার মাঝে ঝুঁকি বণ্টন করে দেয় বলে একে ঝুঁকি বণ্টন ব্যবস্থা বলে।
মানুষের জীবন ও সম্পত্তির ঝুঁকি আর্থিকভাবে মোকাবিলার ব্যবস্থা হলো বিমা। বিমাকারী প্রিমিয়াম সংগ্রহের মাধ্যমে তহবিল তৈরি করে। ক্ষতিগ্রস্ত বিমাগ্রহীতাদের ক্ষতিপূরণের দাবি বিমাকারী প্রতিষ্ঠান অন্যান্য বিমাগ্রহীতাদের নিকট হতে প্রাপ্ত প্রিমিয়াম হতে মিটিয়ে থাকে। এজন্য বিমাকে ঝুঁকি বণ্টন ব্যবস্থা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

প্রশ্ন-১১. বাংলাদেশে বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বিমা ব্যবসায়ের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ কেন?
উত্তর: বাংলাদেশে বিমা ব্যবসায়ের কার্যকর তত্ত্বাবধান, পলিসি গ্রাহক ও এর অধীন উপকারভোগীদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং বিমা শিল্পের কার্যকর উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার প্রতিষ্ঠিত নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বলে।
বাংলাদেশে বিমা ব্যবসায় প্রতিনিয়ত সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এমতাবস্থায় এরূপ ব্যবসায় যাতে নিয়মতান্ত্রিকভাবে এগিয়ে যেতে পারে সেই ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি। সেই সাথে যারা বিমা পলিসি খোলেন তাদের বা জীবন বিমার ক্ষেত্রে উপকারভোগীদের স্বার্থ যেন রক্ষিত হয় তার নিশ্চয়তা বিধানও গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণেই বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বিমা ব্যবসায়ের উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান।

একাদশ অধ্যায়: জীবন বিমা

১.▶ জনাব রিফাত সাহেব তার একটি মেশিন ক্রয়ের জন্য 'সোনালী' বিমা কোম্পানির সাথে ২,০০,০০০ টাকা এবং 'রমনা' বিমা কোম্পানির সাথে ৪,০০,০০০ টাকার বিমা পত্র ক্রয়ের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ হলেন। কিন্তু দুর্ঘটনাবশত মেশিনটির ২,০০,০০০ টাকা সমমূল্যের ক্ষতি সংঘটিত হয়। *[ভোলা সরকারি কলেজ]*

ক. দায় বিমা কী? ১
খ. 'নৈতিক ঝুঁকি' কীভাবে বিমা পলিসিতে প্রভাব ফেলল? ২
গ. উদ্দীপকের জনাব রিফাত সাহেব মেশিনের জন্য কোন ধরনের বিমাপত্র গ্রহণ করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে এ ধরনের বিমাপত্র গ্রহণের যৌক্তিকতা কতটুকু? মূল্যায়ন করো। ৪

উত্তর: মেইড ইজি উত্তরপত্র বইয়ের পৃষ্ঠা **৪৫৮ এর ৩৪** নম্বর দ্রষ্টব্য।

২.▶ জনাব পলক এবং জনাব কবির দুইজন সরকারি চাকরজীবী। জনাব পলক দুই বছরের জন্য দেশের বাহিরে যান। তিনি তাঁর সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে দুই বৎসরের জন্য একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন, যেখানে তিনি মারা গেলেই কেবল তাঁর সন্তানেরা বিমাদাবি পাবে। অপরদিকে জনাব কবির বার্ষিক ৫০,০০০ টাকা বিমা কিস্তিতে ১৫ বছরের জন্য সাত লক্ষ টাকার একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। এ ধরনের বিমাপত্রে তিনি জীবিত থাকলেও নির্দিষ্ট সময় শেষে বিমাদাবি পাবেন। *[ঢাকা সিটি কলেজ]*

ক. মৃত্যুহার পঞ্জি কাকে বলে? ১
খ. 'জীবন বিমা নিশ্চয়তার চুক্তি' ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে জনাব পলকের গৃহীত বিমাত্রটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জনাব পলক এবং জনাব কবিরের গৃহীত দুটি বিমাপত্রের মধ্যে কোনটি বেশি লাভজনক বলে তুমি মনে করো? উদ্দীপকের আলোকে বিশে-ষণ করো। ৪

উত্তর: মেইড ইজি উত্তরপত্র বইয়ের পৃষ্ঠা **৪৫৪ এর ২৪** নম্বর দ্রষ্টব্য।

▶ ক ও খ নং প্রশ্নের সাজেশন ..... SURE 21

▶ ক নং প্রশ্ন (জ্ঞানমূলক)

প্রশ্ন-১. জীবন বিমা কী? *[রা. বো. ১৭]*
উত্তর: প্রিমিয়াম বা বিমা সেলামির বিনিময়ে বিমাগ্রহীতা নিজের বা অন্যের জীবনের ঝুঁকিজনিত ক্ষতির প্রতিরোধ বা লাঘব করার জন্য বিমা কোম্পানির কাছ থেকে যে প্রতিশ্রুতি পেয়ে থাকেন তাকেই জীবন বিমা বলা হয়।

প্রশ্ন-২. একক বা একমাত্র কিস্তি বিমা কী?
উত্তর: যে বিমাপত্রে সম্পূর্ণ বিমাকৃত অর্থের জন্য একটিমাত্র বিমা কিস্তি প্রদান করা হয় তাকে একক বা একমাত্র কিস্তি বিমাপত্র বলা হয়।

প্রশ্ন-৩. সমকিস্তি বিমাপত্র কী?
উত্তর: যে ধরনের বিমাপত্রে সাধারণত বার্ষিক, সাপ্তাহিক, ত্রৈমাসিক বা মাসিক ভিত্তিতে সমান কতগুলো কিস্তিতে বিমা প্রিমিয়াম গ্রহণ করা হয় তাকে সমকিস্তি বিমাপত্র বলা হয়।

প্রশ্ন-৪. বোনাস কী?
উত্তর: বিমা কোম্পানির মুনাফার যে অংশ বিমা গ্রহীতাদের মধ্যে বিতরণ করা হয় তাকে বোনাস বলে।

প্রশ্ন-৫. 'Annuity' শব্দের আভিধানিক অর্থ কী?
উত্তর: 'Annuity' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো 'বার্ষিক বৃত্তি'।

প্রশ্ন-৬. বার্ষিক বৃত্তি কী?
উত্তর: বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতাকে তার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বা জীবনের একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রতিবছর যে নির্দিষ্ট হারে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করে তাকে বার্ষিক বৃত্তি বলা হয়।

প্রশ্ন-৭. পুনর্বিমা কী?
উত্তর: বিমাকারীর পক্ষে বিমাকৃত ঝুঁকি একা বহন না করে অন্য কোনো বিমা কোম্পানির সাথে একটি নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে পুনরায় চুক্তি সম্পাদন করাকে পুনর্বিমা বলে।

প্রশ্ন-৮. দ্বৈত বিমা কী?
উত্তর: কোনো বিমাগ্রহীতা যখন একই বিষয়বস্তুর জন্য একাধিক বিমা কোম্পানির সাথে পৃথক পৃথক বিমা চুক্তি সম্পাদন করে থাকে তাকে দ্বৈত বিমা বলে।

প্রশ্ন-৯. দ্বৈত বিমা আর কী নামে পরিচিত?
উত্তর: দ্বৈত বিমা 'যুগ্ম বিমা' নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-১০. মেয়াদি বিমাপত্র কী?
উত্তর: যে বিমাপত্র একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য করা হয়, তাকে মেয়াদি বিমাপত্র বলে।

প্রশ্ন-১১. আজীবন বিমাপত্র কী? *[কু. বো. ১৭]*
উত্তর: যে জীবন বিমাপত্রে শুধু বিমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পরই তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমাদাবি পরিশোধ করা হয় তাকে আজীবন বিমাপত্র বলে।

প্রশ্ন-১২. সাময়িক বিমাপত্র কী?
উত্তর: স্বল্পমেয়াদ অর্থাৎ তিন মাস থেকে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের জন্য যে জীবন বিমাপত্র খোলা হয় তাকে সাময়িক বিমাপত্র বলে।

প্রশ্ন-১৩. গোষ্ঠী বিমা কী?
উত্তর: যে বিমা ব্যবস্থায় একটি বিশেষ গোষ্ঠীর সবার জীবনকে একক বিমাপত্রের অধীনে বিমা করা হয় তাকে গোষ্ঠী বিমা বলে।

প্রশ্ন-১৪. সমর্পণ মূল্য কী? *[ব. বো. ১৭; দি. বো. ১৬]*
উত্তর: সমর্পণ মূল্য হলো বিমাগ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধিত প্রিমিয়ামের সেই অংশ, যা বিমাপত্র ফেরতদানের সময় তাকে পরিশোধ করা হয়।

▶ খ নং প্রশ্ন (অনুধাবনমূলক)

প্রশ্ন-১. জীবন বিমা কোন ধরনের চুক্তি এবং কেন? *[রা. বো.; চ. বো. ১৭; ঢা. বো. ১৬]*
উত্তর: জীবন বিমা হলো নিশ্চয়তার চুক্তি।
যে চুক্তিতে ক্ষতি সংঘটিত হলে ক্ষতিপূরণ না করে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তাকে নিশ্চয়তার চুক্তি বলে। সম্পত্তি বিমায় ক্ষতির আর্থিক পরিমাণ নির্ণয় করা যায় বিধায় তা ক্ষতিপূরণের চুক্তি। কিন্তু জীবন বিমায় জীবন হানি হলে ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না। এক্ষেত্রে কেউ মারা গেলে বা পঙ্গুত্ব বরণ করলে কী পরিমাণ অর্থ প্রদান করবে বিমা কোম্পানি তার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে।

প্রশ্ন-২. 'জীবন বিমা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের আর্থিক হাতিয়ারস্বরূপ' – কথাটির তাৎপর্য বিশে-ষণ করো। *[ব. বো. ১৭]*
উত্তর: জীবন বিমা আর্থিক নিশ্চয়তার চুক্তি, যা ক্ষতি সংঘটিত হলে ক্ষতিপূরণ না করে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়।
জীবন বিমা হলো মানব জীবন সংশি-ষ্ট বিমা চুক্তি। আর এ বিমা চুক্তি ব্যক্তির যেকোনো দুর্ঘটনায় অক্ষমতা বা তার মৃত্যুতে পরিবারের আর্থিক অসহায়ত্বে আর্থিক নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। যা প্রাত্যহিক জীবনে আর্থিক হাতিয়ার স্বরূপ।

প্রশ্ন-৩. মৃত্যুহার পঞ্জি বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। *[রা. বো.; দি. বো.; কু. বো. ১৬]*
উত্তর: পরিসংখ্যান অনুযায়ী, নির্দিষ্ট বয়স সীমায় নির্দিষ্ট এলাকায় প্রতি হাজারে মৃত ব্যক্তির সংখ্যা সম্বলিত সারণীকে মৃত্যুহার পঞ্জি বলে।
এই সারনী বা তালিকা মূলত নির্দিষ্ট বয়সের লোকদের হাজার প্রতি মৃত্যু সংখ্যা নির্দেশ করে। এই তালিকা বা পঞ্জি নির্দিষ্ট এলাকার মানুষের মৃত্যুঝুঁকি ও প্রিমিয়ামের পরিমাণ নির্ধারণে সহায়তা করে।

প্রশ্ন-৪. জীবন বিমায় মৃত্যুহার পঞ্জি ব্যবহার করা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। *[য. বো. ১৭]*
উত্তর: জীবন বিমা ব্যবসায়কে অনুমানের গতানুগতিক ধারা থেকে বৈজ্ঞানিক হিসাব-নিকাশের ধারায় নিয়ে আসতে মৃত্যুহার পঞ্জি ব্যবহার করা হয়।
অতীত পরিসংখ্যান ও অভিজ্ঞতার আলোকে নির্দিষ্ট বয়সসীমার প্রতি হাজারে সম্ভাব্য মৃত ব্যক্তির সংখ্যা সম্বলিত সারণী দ্বারা মৃত্যুহার পঞ্জি নির্ণয় করা হয়। এরূপ পঞ্জি মৃত্যু ঝুঁকি ও প্রিমিয়ামের পরিমাণ নির্ধারণ সহায়তা করে।

প্রশ্ন-৫. প্রিমিয়াম বলতে কী বোঝায়? *[ব. বো. ১৬]*
উত্তর: বিমা চুক্তিতে বিমাগ্রহীতা এককালীন অথবা নির্দিষ্ট সময় অন্তর বিমাকারীকে যে অর্থ প্রদান করে তাকে প্রিমিয়াম বলে।
প্রিমিয়ামের বিনিময়েই বিমাকারী বিমাগ্রহীতার ঝুঁকি হ্রাস করে। অর্থাৎ ঝুঁকি গ্রহণের প্রতিদান হিসেবে বিমাগ্রহীতার নিকট থেকে এককালীন অথবা কিস্তি তে অর্থ গ্রহণই হলো প্রিমিয়াম।

প্রশ্ন-৬. জীবন বিমায় চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক কেন প্রয়োজন? *[ঢা. বো. ১৬]*
উত্তর: জীবন বিমায় বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা উভয় পক্ষ একে অন্যের সকল তথ্য সম্পূর্ণ ও নির্ভুলভাবে প্রদানে বাধ্য থাকে বিধায় তাদের মধ্যে চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজন হয়।
চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস ভঙ্গ হলে অর্থাৎ কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন বা মিথ্যা বর্ণনা করা হলে জীবন বিমা চুক্তি বাতিল হতে পারে। এর ফলে বিমাকারী অথবা বিমাগ্রহীতা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অন্যান্য বিমা চুক্তির ন্যায় জীবন বিমা চুক্তিতেও উভয়পক্ষের মধ্যে চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন-৭. পুনর্বিমা কেন করা হয়? *[রা. বো. ১৬]*
উত্তর: ঝুঁকি হ্রাসে বিমাগ্রহীতাকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রদানের জন্যই পুনর্বিমা করা হয়।
বিমাকারী কর্তৃক গৃহীত বিষয়বস্তুর মূল্য বেশি হলে স্বভাবত তার ঝুঁকির পরিমাণও বেশি হয়। এরূপ বৃহৎ ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে বিমাকারী ঐ বিষয়বস্তুর ওপর অন্য বিমা প্রতিষ্ঠানের সাথে যে বিমা চুক্তি করে যাকে পুনর্বিমা বলা হয়।

প্রশ্ন-৮. বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। *[চ. বো. ১৬]*
উত্তর: বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ওপর বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থকে বিমাযোগ্য স্বার্থ বলে।
বিমাযোগ্য স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমাগ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত হন। আর এ আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই বিমাগ্রহীতা বিমার আশ্রয় নেন, যাতে বিমাকারী বিমাগ্রহীতার এ স্বার্থ রক্ষার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে থাকে।

প্রশ্ন-৯. জীবন বিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি নয় কেন?
উত্তর: জীবন বিমা চুক্তি অন্যান্য বিমা চুক্তি থেকে আলাদা। কারণ অন্যান্য বিমা চুক্তিতে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ক্ষতির ক্ষেত্রে বিমাকারী শুধু বিমাগ্রহীতার আর্থিক ক্ষতি হলে বিমাকৃত অর্থ প্রদান করে অথবা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে। যমন: পাঁচ বছরের জন্য কোনো গাড়ির বিমা করা হলে ঐ সময়ের মধ্যে গাড়িটি ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমাকারী ক্ষতিপূরণের যথাযথ ব্যবস্থা করে। কিন্তু জীবন বিমার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদ অতিক্রম করলে বিমাকারী বিমাকৃত অর্থ বিমাগ্রহীতাকে প্রদান করে। আর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিমাগ্রহীতার মৃত্যু হলে মনোনীত ব্যক্তি বিমাকৃত অর্থ পায়। এজন্য বলা হয় জীবন বিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি নয়।

প্রশ্ন-১০. দ্বৈত বিমা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। *[চ. বো. ১৬]*
উত্তর: কোনো বিমাগ্রহীতা যখন একই বিষয়বস্তুর জন্য একাধিক কোম্পানির নিকট থেকে বিমাপত্র গ্রহণ করে তখন তাকে দ্বৈত বিমাপত্র বলে।
দ্বৈত বিমার ক্ষেত্রে যেহেতু বিমাগ্রহীতা একাধিক কোম্পানিতে বিমা করেন, সেহেতু তিনি সকল বিমা কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণের জন্য বিমা দাবি করতে পারবেন। এতে যদি বিমা দাবিটি যৌক্তিক হয় তবে একাধিক বিমা

কোম্পানি আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য থাকবে। আর এভাবেই দ্বৈত বিমা ক্ষতিপূরণের অধিক নিশ্চয়তা দেয়।

প্রশ্ন-১১. সমর্পণ মূল্য বলতে কী বোঝায়? *[ঢা. বো.; দি. বো. ১৭]*
উত্তর: যদি বিমাগ্রহীতা কর্তৃক বিমাপত্রের প্রিমিয়াম নিয়মিত পরিশোধ করা সম্ভব না হয়, তাহলে তিনি বিমা কোম্পানিকে তা সমর্পণ করে কিছু অর্থ গ্রহণ করেন, একে সমর্পণ মূল্য বলে।
সমর্পণ মূল্য প্রিমিয়ামের একটি অংশ। বিমা চুক্তির মেয়াদ কমপক্ষে দুই বছর উত্তীর্ণ হওয়ার পর সমর্পণ মূল্য পরিশোধ করা হয়।

প্রশ্ন-১২. কোন ধরনের বিমাপত্রের অধীনে কারখানার সকল শ্রমিকের বিমাপত্র করা যায়? ব্যাখ্যা করো। *[কু. বো. ১৭]*
উত্তর: গোষ্ঠী বিমাপত্রের অধীনে কারখানার সকল শ্রমিকের বিমাপত্র করা যায়।
এ বিমাপত্রের আওতায় একটি বিশেষ গোষ্ঠীর জীবনকে একক বিমাপত্রের অধীনে বিমা করা হয়। সাধারণত একই স্থানে কর্মরত কর্মীদের জন্য এ ধরনের বিমা করা হয়ে থাকে। নিয়োগকর্তা এ ধরনের বিমা করে কর্মীদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে।

দ্বাদশ অধ্যায়: নৌ বিমা

১.▶ কর্ণফুলি শিপিং কর্পোরেশন এর জাহাজ 'মোহনা' ইতালির ভেনিস সমুদ্রবন্দর হতে চট্টগ্রাম বন্দরের নির্দিষ্ট পথে এক মাসের মধ্যে পৌছবে। এ জন্য পদ্মা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। পথিমধ্যে নাবিক ভুল করে জাহাজ নিয়ে অন্য পথে ঢুকে পড়ে এবং বরফ খণ্ডে আঘাত লেগে জাহাজ ডুবে যায়। পদ্মা শিপিং কর্পোরেশন বিমা দাবি আদায়ের আবেদন পেশ করে। *[আবদুল কাদির মোল-া সিটি কলেজ, নরসিংদী]*

ক. চার্টার পার্টি কী? ১
খ. বিমাকৃত সম্পদের বৈধতা নৌ-বিমা চুক্তির কোন ধরনের শর্ত? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে 'মোহনা' জাহাজের জন্য কোন প্রকৃতির নৌ-বিমাপত্র গ্রহণ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. পদ্মা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড জাহাজের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য কি-না? উদ্দীপকের আলোকে উত্তরের যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

উত্তর: মেইড ইজি উত্তরপত্র বইয়ের পৃষ্ঠা **৪৭২ এর ২০** নম্বর দ্রষ্টব্য।

২.▶ পূরবি শিপিং কোম্পানি মংলা বন্দর থেকে চীনের সেনছেন বন্দরে নির্দিষ্ট পথের জন্য প্রত্যাশা বিমা কোম্পানির নিকট হতে একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। কিন্তু যাত্রাকালে জাহাজের নাবিক ভুলক্রমে ভিন্ন পথে যাত্রা করে। এক সময় সমুদ্রের গভীরে নিমজ্জিত হিমবাহে ধাক্কা লেগে জাহাজটি অচল হয়ে পড়ে। বিমা কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]*

ক. প্রিমিয়াম কাকে বলে? ১
খ. বিমাযোগ্য স্বার্থ বিমা ব্যবসায়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উলি-খিত বিমাপত্রটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বিমা কোম্পানি কর্তৃক বিমা দাবি প্রত্যাখ্যানের যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

উত্তর: মেইড ইজি উত্তরপত্র বইয়ের পৃষ্ঠা **৪৬৮ এর ১৩** নম্বর দ্রষ্টব্য।

▶ ক ও খ নং প্রশ্নের সাজেশন

SURE 21

▶ ক নং প্রশ্ন (জ্ঞানমূলক)

প্রশ্ন-১. নৌ বিমা কী? *[রা. বো.; চ. বো. ১৭; ঢা. বো. ১৬]*
উত্তর: নৌ বিমা হচ্ছে ক্ষতিপূরণের চুক্তি যেখানে নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমাকারী নৌযাত্রায় ব্যবহৃত জাহাজ বা জাহাজে রক্ষিত পণ্য সামগ্রির কোনো ক্ষতি হলে বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণের অঙ্গীকার প্রদান করে।

প্রশ্ন-২. পণ্য পরিবহন বিমা কী?
উত্তর: নৌপথে পণ্য পরিবহনকালে জাহাজে রক্ষিত পণ্যের ক্ষতির বিপরীতে যে বিমা করা হয় তাকে পণ্য পরিবহন বিমা বলে।

প্রশ্ন-৩. জাহাজী বিমা কী? *[ঢা. বো. ১৭]*
উত্তর: পণ্য পরিবহনে ব্যবহৃত জাহাজের সম্ভাব্য ক্ষতির বিপরীতে যে বিমা করা হয় তা হলো জাহাজী বিমা।

প্রশ্ন-৪. সামুদ্রিক ক্ষতি কাকে বলে? *[দি. বো. ১৬]*
উত্তর: সামুদ্রিক জাহাজ বা নৌ-যান সমুদ্রপথে মালামাল নিয়ে চলাচলের সময় প্রাকৃতিক বা অপ্রাকৃতিক বিপদের কারণে যে ক্ষতির সম্মুখিন হয় তাকেই সামুদ্রিক ক্ষতি বলে।

প্রশ্ন-৫. নৌ-বিপদ কী? *[সি. বো. ১৭; কু. বো. ১৬]*
উত্তর: সমুদ্রপথে যে সকল বিপদের কারণে জাহাজ, জাহাজস্থিত পণ্য ও মাশুলের ক্ষতি হয় তাকে নৌ-বিপদ বলে।

প্রশ্ন-৬. ভাসমান বিমাপত্র কী?
উত্তর: একই মালিক বা প্রতিষ্ঠানের একাধিক জাহাজ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একই বিমাপত্রের আওতায় বিমা করা হলে তাকে ভাসমান বিমাপত্র বলে।

প্রশ্ন-৭. যুগ্ম বিমাপত্র কী? *[চ. বো. ১৬]*
উত্তর: একই বিষয়বস্তুর জন্য প্রিমিয়াম প্রদান করে দুবার বিমাপত্র গ্রহণ করাকে যুগ্ম বিমাপত্র বলে।

প্রশ্ন-৮. মূল্যায়িত বিমাপত্র কী?
উত্তর: যে নৌ বিমাপত্রে বিমাগ্রহীতার বিমাকৃত বিষয়বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করে সেই পরিমাণ অর্থ বিমাপত্রে বিমাকৃত অঙ্ক হিসেবে উলে-খ করা হয় তাকে মূল্যায়িত বিমাপত্র বলে।

প্রশ্ন-৯. অ-মূল্যায়িত বিমাপত্র কী?
উত্তর: যে বিমাপত্রে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর মূল্য বিমাকারী পূর্ব হতে নির্ধারণ না করে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর নির্ধারণ করে তাকে অ-মূল্যায়িত বিমাপত্র বলে।

প্রশ্ন-১০. বৃহৎ ঝুঁকির বিমাপত্র কী?
উত্তর: অনেক সময় একাধিক বিমা কোম্পানি একত্রে মিলিত হয়ে বৃহৎ অঙ্কের অর্থের নৌ বিমার দায়িত্ব নিয়ে থাকে তাকে বৃহৎ ঝুঁকির বিমাপত্র বলে।

প্রশ্ন-১১. বন্দর ঝুঁকি বিমাপত্র কী?
উত্তর: নির্দিষ্ট বন্দরে নির্দিষ্ট সময় অবস্থানকালে জাহাজ বা পণ্যের ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তায় যে বিমাপত্র গ্রহণ করা হয় তাকে বন্দর ঝুঁকি বিমাপত্র বলে।

প্রশ্ন-১২. প্রাকৃতিক বিপদ কী?
উত্তর: সমুদ্র পথে জাহাজ চলাকালে প্রাকৃতিক কারণে সংঘটিত বিপর্যয় বা দুর্ঘটনাসমূহকে প্রাকৃতিক বিপদ বলে।

▶ খ নং প্রশ্ন (অনুধাবনমূলক)

প্রশ্ন-১. নৌ বিমা চুক্তিকে কেন ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। *[রা. বো. ১৭]*
উত্তর: নৌ বিমা চুক্তিতে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর কোনো ক্ষতি হলে বিমাকারী বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য থাকে। তাই একে ক্ষতিপূলণের চুক্তি বলা হয়।
এ ধরনের বিমা চুক্তিতে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে এ মর্মে চুক্তি সম্পাদিত হয়, সমুদ্র যাত্রায় নিয়োজিত জাহাজ এবং এর সাথে সম্পৃক্ত স্বার্থের কোনো ক্ষতির জন্য বিমাকারী চুক্তি অনুসারে বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

প্রশ্ন-২. বিমাকৃত সম্পদের বৈধতা নৌ বিমা চুক্তির কোন ধরনের শর্ত? ব্যাখ্যা করো। *[কু. বো. ১৭]*
উত্তর: বিমাকৃত সম্পদের বৈধতা নৌ বিমা চুক্তির ব্যক্ত শর্ত। বিমা চুক্তি লিখিত হওয়া আবশ্যক বিধায় নৌবিমা চুক্তিতে শর্ত লিখিতভাবে উলে-খ থাকে, যা নৌ বিমার ব্যক্ত শর্ত নামে পরিচিত। বিমাকৃত সম্পদ যে বৈধ এ বিষয়ে বিমাগ্রহীতাকে অবশ্যই ঘোষণা দিতে হয়। আর এরূপ ঘোষণা ব্যতীত চুক্তি সম্পাদিত হলে সেজন্য বিমা কোম্পানি দায়ী হয়ে থাকে। অবৈধ বা বেআইনি কোনো পণ্য বহন করা হচ্ছে না এটা নিশ্চিত করার জন্যই মূলত নৌ বিমা চুক্তিতে এ ধরনের শর্ত উলে-খ করা হয়।

প্রশ্ন-৩. সামুদ্রিক ঝড় কোন ধরনের বিপদ? বুঝিয়ে লেখো। *[য. বো. ১৭]*
উত্তর: সামুদ্রিক ঝড় প্রাকৃতিক নৌ বিপদ।
সমুদ্রপথে জাহাজ চলাকালে প্রাকৃতিক কারণে সংঘটিত বিপর্যয় বা দুর্ঘটনাসমূহই প্রাকৃতিক বিপদ নামে পরিচিত। এরূপ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার বিষয়ে মানুষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে কিন্তু প্রতিরোধ করতে পারে না।

প্রশ্ন-৪. কখন সমুদ্রে পণ্য নিক্ষেপ করা হয় এবং কেন? *[ঢা. বো. ১৭; চ. বো. ১৬]*
উত্তর: সামুদ্রিক ঝড়, জলোচ্ছ্বাস বা অন্যবিধ কারণে বিপদগ্রস্ত জাহাজকে হালকা করার জন্য পণ্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়।
পণ্য নিক্ষেপ শুধু জাহাজ ও এর অধিকাংশ মালামালকে বিপদমুক্ত করার প্রয়োজনেই করা হয়ে থাকে। যা মানুষ সৃষ্ট বা অপ্রাকৃতিক বিপদ হিসেবে দেখা হয়। তবে সামুদ্রিক ক্ষতির ক্ষেত্রে পণ্য নিক্ষেপ আংশিক ক্ষতির সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন-৫. জেটিসনের ফলে কোন ধরনের সামুদ্রিক ক্ষতির উদ্ভব হয়? বুঝিয়ে লেখো। *[সি. বো. ১৭]*
উত্তর: জাহাজ ও জাহাজস্থিত পণ্যকে বড় ধরনের বিপদ থেকে রক্ষার জন্য পরিবহনকৃত পণ্যের অংশবিশেষ সমুদ্রে নিক্ষেপ করাকেই পণ্য নিক্ষেপণ বা জেটিসন বলে।
এরূপ পণ্য নিক্ষেপণের উদ্দেশ্য হলো পণ্যবাহী জাহাজকে কিছুটা হালকা করে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা। পণ্যের অংশবিশেষ সমুদ্রে ফেলায় আংশিক সামগ্রিক ক্ষতির উদ্ভব হয়।

প্রশ্ন-৬. পণ্য নিক্ষেপণ বলতে কী বোঝ? *[চ. বো. ১৭; ঢা. বো., রা. বো., দি. বো. ১৬]*
উত্তর: জাহাজ বা জাহাজস্থ পণ্যকে বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে বাহিত পণ্যের অংশবিশেষ সমুদ্রে ফেলে দেয়াকে পণ্য নিক্ষেপণ বলে।
এর মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে পণ্যবাহী জাহাজকে কিছুটা হালকা করে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা। বিমাকারী আনুপাতিক হারে এ ক্ষতি পূরণ করে থাকে।

প্রশ্ন-৭. ভাসমান বিমাপত্র বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একই মালিক বা প্রতিষ্ঠানের একাধিক জাহাজের জন্য একটি মাত্র বিমাচুক্তি করা হলে তাকে ভাসমান বিমাপত্র বলে।
ভাসমান বিমার ক্ষেত্রে জাহাজের অবস্থান, মান, মূল্য বিবেচনা করে গড় মূল্য নির্ণয় করা হয়। পরবর্তীতে সেইভাবেই বিমাকৃত মূল্য নির্ধারণ করা হয়। এই বিমার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় বন্দর ছেড়ে যাওয়া জাহাজ সম্পর্কে বিমাকারীকে অবহিত করতে হয়।

প্রশ্ন-৮. জাহাজ ব্যবসায়ীদের জন্য ভাসমান নৌ-বিমাপত্র অধিক উপযোগী কেন?
উত্তর: একই মালিক বা প্রতিষ্ঠানের একাধিক জাহাজ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একই বিমাপত্রের আওতায় বিমা করা হলে তাকে ভাসমান বিমাপত্র বলে।
বড় জাহাজ ব্যবসায়ীদের অনেক জাহাজ বিভিন্ন বন্দরে ও রুটে কর্মরত থাকে। এ সকল জাহাজ প্রতিটার জন্য বিমা করা কষ্টসাধ্য বিষয়। তাই একক বিমাপত্রের অধীনে সবগুলো জাহাজ বিমা করা গেলে তা জাহাজ ব্যবসায়ীদের জন্য সুবিধাজনক হয়। ভাসমান নৌ-বিমাপত্রে সেই সুযোগ থাকায় বড় জাহাজ ব্যবসায়ীদের জন্য ভাসমান নৌ বিমাপত্র অধিক উপযোগী।

ত্রয়োদশ অধ্যায়: অগ্নিবিমা

১.▶ মি. আজাদ একজন প্রতিষ্ঠিত এলপি গ্যাস ব্যবসায়ী। ঝুঁকি কমাতে তিনি তার সকল সম্পদ ৪০ লাখ টাকার পণ্যের বিপরীতে বিমা করেছেন। বিমাকারী তার ঝুঁকি কমাতে অন্য একটি বিমা কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। অগ্নিকাণ্ডে মি. আজাদের ৩০ লাখ টাকার সম্পদ সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। তিনি তার বিমাকারির কাছে দাবি পেশ করেছেন। *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*

ক. অগ্নিজনিত ঝুঁকি কী? ১
খ. প্রত্যক্ষ কারণ নীতি কাকে বলে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মি. আজাদের বিমাকারী বিমাকৃত বিষয়বস্তুর উপর কীরূপ বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মি. আজাদ কি বিমাকারির নিকট হতে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাবেন? যুক্তি দাও। ৪

উত্তর: মেইড ইজি উত্তরপত্র বইয়ের পৃষ্ঠা **৪৮৬ এর ১৪** নম্বর দ্রষ্টব্য।

২.▶ মি. রনির একটি ঔষধ তৈরির কারখানা আছে যেখানে অনেক ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেখান থেকে যে কোনো সময় অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে ভেবে ক্ষতি সংগটনের পর ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করার শর্তে তিনি ৪০ লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্যের বিপরীতে একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। প্রথম কিস্তির প্রিমিয়াম প্রদানের পরপরই অগ্নিকান্ডে ৩০ লক্ষ টাকা মূল্যের সব পণ্যদ্রব্য ভস্মিভূত হয়ে যায়। তিনি কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণ চেয়ে আবেদন করেছেন। *[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. স্বাস্থ্য বিমা কী? ১
খ. শস্য বিমা কৃষকদের স্বনির্ভরতা অর্জনে সাহায্য করে কীভাবে? ২
গ. মি. রনি কোন প্রকৃতির অগ্নিবিমা পত্র গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মি. রনি বিমা কোম্পানির নিকট হতে কী পরিমাণ ক্ষতিপূরণ পাবেন? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

উত্তর: মেইড ইজি উত্তরপত্র বইয়ের পৃষ্ঠা **৪৮৬ এর ১৫** নম্বর দ্রষ্টব্য।

▶ ক ও খ নং প্রশ্নের সাজেশন

SURE 21

▶ ক নং প্রশ্ন (জ্ঞানমূলক)

প্রশ্ন-১. অগ্নিবিমা কী? *[ঢা. বো.; য. বো.; ব. বো. ১৭]*
উত্তর: অগ্নিজনিত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষাই হলো অগ্নিবিমা।

প্রশ্ন-২. গড়পড়তা বিমাপত্র কী? *[রা. বো. ১৭]*
উত্তর: যে বিমাপত্রের ক্ষেত্রে ক্ষতির উদ্ভব হলে বিমাপত্রে উলি-খিত পরিমাণ বিমা দাবি পরিশোধ না করে গড়পড়তা হারে তা নির্ণয় করা হয় তাকে গড়পড়তা বিমাপত্র বলে।

প্রশ্ন-৩. অগ্নিবিমার মূল ভিত্তি কী?
উত্তর: অগ্নিবিমার মূল ভিত্তি হলো অগ্নি বিমাপত্র।

প্রশ্ন-৪. আধুনিক অগ্নিবিমার জনক কে?
উত্তর: নিকোলাস বারবনকে আধুনিক অগ্নিবিমার জনক বলা হয়।

প্রশ্ন-৫. ঘোষণাযুক্ত বিমাপত্র কী? *[সি. বো. ১৭]*
উত্তর: পরবর্তী ঘোষণার মাধ্যমে প্রিমিয়াম নির্ধারিত হবে এ মর্মে সর্বোচ্চ মজুতের ওপর যে অগ্নিবিমাপত্র গৃহীত হয় তাকে ঘোষণা বিমাপত্র বলে।

প্রশ্ন-৬. অগ্নি অপচয় কী? *[দি. বো. ১৬]*
উত্তর: অগ্নিকাণ্ডের ফলে সম্পদ-সম্পত্তির যে ক্ষতি হয় তাকে অগ্নি ক্ষতি বা অপচয় বলে।

প্রশ্ন-৭. অগ্নিজনিত ক্ষতি কী?
উত্তর: অগ্নিকাণ্ডের ফলে দালান-কোঠা, শিল্প-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, সম্পত্তি প্রভৃতির যে আর্থিক ক্ষতি হয় তাকে অগ্নিজনিত ক্ষতি বলে।

প্রশ্ন-৮. নৈতিক ঝুঁকি কী? *[কু. বো. ১৬]*
উত্তর: বিমাগ্রহীতার চরিত্র বা পার্শ্ববর্তী লোকজনের কার্যকলাপ অর্থাৎ মানুষের অসততা, অসতর্কতা, অবহেলা প্রভৃতি কারণে যে ঝুঁকি সৃষ্টি হয় তাকে নৈতিক ঝুঁকি বলে।

প্রশ্ন-৯. অগ্নিজনিত ঝুঁকি কাকে বলে? *[ঢা. বো. ১৬]*
উত্তর: অগ্নিকাণ্ডের কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাকে অগ্নিজনিত ঝুঁকি বলে।

▶ খ নং প্রশ্ন (অনুধাবনমূলক)

প্রশ্ন-১. অগ্নিবিমা কোন ধরনের চুক্তি তা বুঝিয়ে লিখ? *[কু. বো. ১৭]*
উত্তর: অগ্নিবিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি।
এরূপ বিমা হলো অগ্নিজনিত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। যে কারণে তা নিঃসন্দেহে ক্ষতিপূরণের চুক্তি। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ঝুঁকি বিমা করা হলো বিমা কোম্পানি আংশিক ক্ষতির বেলায় আংশিক এবং সম্পূর্ণ ক্ষতির বেলায় বিমাকৃত সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানে বাধ্য থাকে।

প্রশ্ন-২. গড়পড়তা বিমাপত্র বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: যে বিমাপত্রে বিমাকৃত মূল্যে ক্ষতিপূরণ না করে গড়পড়তা হারে ক্ষতিপূরণ করা হয় তাকে গড়পড়তা বিমাপত্র বলে।
গড়পড়তা বিমাপত্রের মূল্য উদ্দেশ্য হলো গ্রাহক যেন সম্পত্তির মূল্য অধিক দেখিয়ে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ না নিতে পারে সে ব্যবস্থা করা। সম্পত্তির আংশিক ক্ষতিতেও গড়পড়তা নীতিতে ক্ষতিপূরণ করা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন-৩. অগ্নিবিমায় কোন ধরনের ঝুঁকি বেশি? ব্যাখ্যা করো। *[রা. বো.; চ. বো. ১৭]*
উত্তর: অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকি বেশি থাকে।
বিমাগ্রহীতার চরিত্র বা পার্শ্ববর্তী লোকজনের কার্যকলাপ থেকে সৃষ্ট ঝুঁকিকেই অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকি বলে। নৈতিক ঝুঁকি অদৃশ্যমান এবং তা মানুষের ওপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক ঝুঁকির মতো এ ঝুঁকি অনুমান করা প্রায় অসম্ভব। পণ্য গুদাম বিমা করে পণ্য সরিয়ে আগুন লাগানো ও ক্ষতিপূরণ আদায় করা নৈতিক ঝুঁকির আওতাভুক্ত।

প্রশ্ন-৪. অগ্নিবিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয় কেন? *[ঢা. বো.; সি. বো.; য. বো.; ব. বো. ১৭; কু. বো., চ. বো. ১৬]*
উত্তর: অগ্নিবিমা হলো অগ্নিজনিত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এ কারণে তা নিঃসন্দেহে ক্ষতিপূরণের চুক্তি।
অগ্নিকাণ্ডের ফলে বিমাকৃত সম্পত্তি নষ্ট হলে চুক্তি অনুযায়ী বিমাকারী আর্থিক ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকে। এক্ষেত্রে ক্ষতি আংশিক বা সম্পূর্ণ যাই হোক না কেন বিমা কোম্পানি আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ করে থাকে।

প্রশ্ন-৫. অগ্নিবিমায় কেন দাবির প্রমাণপত্র পেশ করতে হয়?
উত্তর: অগ্নিবিমায় বিমাগ্রহীতার দাবি বৈধ কিনা তা যাচাই করার জন্য দাবির প্রমাণপত্র পেশ করতে হয়।
উপযুক্ত সকল প্রকার প্রমাণ ও তথ্য যাচাই-বাছাই করে বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ করে। অগ্নিবিমায় চুক্তিপত্রে উলি-খিত কারণে বিমাকৃত বস্তুর ক্ষতি হলে বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়।

প্রশ্ন-৬. অগ্নিবিমায় প্রত্যক্ষ কারণে ক্ষতি বিবেচনা করার কারণ ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: যে অগ্নিবিমাপত্রে বিমাকৃত সম্পত্তির একটি সুনির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারণ করে বিমাচুক্তি সম্পাদন করা হয় তাকে নির্দিষ্ট বিমাপত্র বলে।
ধরা যায়, ১০ হাজার টাকার সম্পত্তি ৬ হাজার টাকায় বিমা করা হয়েছে। এখন যদি ৫ হাজার টাকার ক্ষতি হয় তাহলে বিমাগ্রহীতা ৬ হাজার টাকা পাবে। যদি ৮ হাজার টাকা ক্ষতি হয় সেক্ষেত্রেও বিমাগ্রহীতা ৬ হাজার টাকা পাবে।

প্রশ্ন-৭. মূল্যায়িত বিমাপত্র বলতে কী বোঝ? *[দি. বো. ১৬]*
উত্তর: অগ্নিবিমা চুক্তির সময় বিমাপত্রে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর মূল্য পূর্বেই নির্ধারণ করা থাকলে তাকে মূল্যায়িত বিমাপত্র বলে।
এক্ষেত্রে দুর্ঘটনার পর ক্ষতির পরিমাণ মূল্যায়ন করা হয় না এবং সম্পত্তির মূল্যের কোনো প্রমাণাদিও দাখিল করতে হয় না। সম্পত্তির বাজারমূল্য যাই

হোক না কেন বিমাগ্রহীতা পূর্ব নির্ধারিত মূল্যেই ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে।

প্রশ্ন-৮. অগ্নিবিমায় প্রত্যক্ষ কারণ বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ কেন? *[ঢা. বো. ১৬]*
উত্তর: অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকি বেশি হওয়ায় অগ্নিবিমার প্রত্যক্ষ কারণ বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ।
অগ্নিবিমার ক্ষেত্রে যে কেউ পণ্য সরিয়ে ইচ্ছে করে আগুন লাগিয়ে বিমাদাবি পেশ করতে পারে। এছাড়া অবহেলা, অসতর্কতা ইত্যাদি কারণেও অগ্নিসংযোগ ঘটতে পারে। তাই ক্ষতিপূরণ প্রদানের পূর্বে অগ্নিবিমার প্রত্যক্ষ কারণ বিবেচনা করা বিমা কোম্পানির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

চতুর্দশ অধ্যায়: বিবিধ বিমা

১.▶ মি. সিয়ামের একটি ২,০০,০০০ টাকার মোটর বাইক আছে। তিনি মোটর বাইকের জন্য একটি ২,০০,০০০ টাকার বিমা গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর তাঁর মোটর বাইকটি সড়ক দুর্ঘটনায় পতিত হয় এবং দুমড়ে মুচড়ে যায়। মি. সিয়াম বিমা কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করলে বিমা কোম্পানি ২,০০,০০০ টাকা দিতে রাজি হন। দুর্ঘটনা গ্রস্থ মোটর বাইকটি ১০,০০০ টাকায় বিক্রয় করা হয়। মি. সিয়াম ঐ ১০,০০০ টাকার মালিকানা দাবি করলে বিমা কোম্পানি অসম্মতি জানায়। *[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. ঝুঁকি কী? ১
খ. বিমা ব্যবসায়ের ঝুঁকি জনিত প্রতিবন্ধকতা দূর করে ব্যাখ্যা করো। ২
গ. বিমাকারী কোম্পানি কোন নীতির আলোকে মি. সিয়ামকে ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হলো? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উলি-খিত মোটর বাইকটির ভগ্নাবশেষ মূল্য মি. সিয়ামকে প্রদানে বিমা কোম্পানি যে অসম্মতি জানিয়েছেন তা কতটুকু যৌক্তিক বলে তুমি মনে কর? বুঝিয়ে বল। ৪

উত্তর: মেইড ইজি উত্তরপত্র বইয়ের পৃষ্ঠা **৫০৩ এর ১২** নম্বর দ্রষ্টব্য।

২.▶ বলাকা পরিবহন ও গুডলাইন পরিবহন দু'টি স্বনামধন্য পরিবহন সংস্থা। বাংলাদেশের পরিবহন খাতটি খুবই দুর্ঘটনাপ্রবণ। বলাকা পরিবহন-এর ক্ষেত্রে বিআরটিসি থেকে লাইসেন্স গ্রহণের সময়-এর মালিককে বাধ্যতামূলকভাবে একটি বিমাপত্র নিতে হয়েছিল। অন্যদিকে গুডলাইন পরিবহন সংস্থাটি পরিবহন খাতে সম্পৃক্ত বিভিন্ন ঝুঁকির কথা চিন্ড়া করে সকল ঝুঁকির বিপক্ষে একটিমাত্র বিমাপত্র সংগ্রহ করেন। *[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]*

ক. দায়বিমা কী? ১
খ. স্বাস্থ্য বিমা কীভাবে মানসিক স্বস্ড়ি দেয়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বলাকা পরিবহনকে কোন ধরনরে বিমাপত্র সংগ্রহ করতে হয়েছিল? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. 'বলাকা পরিবহনের গৃহীত বিমাপত্র হতে গুডলাইন পরিবহনের সংগৃহীত বিমাপত্রের আওতা ব্যাপক"–উক্তিটির সাথে তুমি কি একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

উত্তর: মেইড ইজি উত্তরপত্র বইয়ের পৃষ্ঠা **৫০১ এর ৯** নম্বর দ্রষ্টব্য।

▶ ক ও খ নং প্রশ্নের সাজেশন

SURE 21

▶ ক নং প্রশ্ন (জ্ঞানমূলক)

প্রশ্ন-১. দুর্ঘটনা বিমা কী? *[দি. বো. ১৭]*
উত্তর: অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনার ফলে ব্যক্তির জীবন বা সম্পত্তির ক্ষতি হলে তা আর্থিকভাবে মোকাবিলা করার জন্য বিমাগ্রহীতা ও বিমাকারীর মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তাকে দুর্ঘটনা বিমা বলে।

প্রশ্ন-২. ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমা কী? *[কু. বো.; ব. বো. ১৭]*
উত্তর: কোনো দুর্ঘটনায় বা রোগ ব্যাধিতে বিমাগ্রহীতার মৃত্যু হলে বা উপার্জনক্ষমতা সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ড় হলে ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তাকে ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমা বলে।

প্রশ্ন-৩. স্বাস্থ্য বিমা কী? *[চ. বো., সি. বো. ১৬]*
উত্তর: মানুষের স্বাস্থ্য সংক্রান্ড় যেকোনো ঝুঁকি মোকাবিলা করার জন্য যে বিমা করা হয় তাকে স্বাস্থ্য বিমা বলে।

প্রশ্ন-৪. যেকোনো প্রকার রোগ ও দুর্ঘটনা বিমা কী?
উত্তর: দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বা দুর্ঘটনাজনিত অক্ষমতা বিমাপত্রে যদি দুর্ঘটনার কারণে সৃষ্ট ঝুঁকির বাইরেও যেকোনো ধরনের রোগে বিমাগ্রহীতা অক্ষম হলে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি থাকে তবে তাকে যেকোনো প্রকার রোগ ও দুর্ঘটনা বিমা বলে।

প্রশ্ন-৫. সম্পত্তি দুর্ঘটনা বিমা কী?
উত্তর: অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে যাওয়া কোনো দুর্ঘটনার কারণে সম্পত্তির কোনো ক্ষতি হলে তা পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিমাকারী বিমাগ্রহীতার সাথে চুক্তিবদ্ধ হলে বা বিমাপত্র ইস্যু করা হলে তাকে সম্পত্তি দুর্ঘটনা বিমা বলে।

প্রশ্ন-৬. বিমান বিমা কী?
উত্তর: দুর্ঘটনার কারণে বিমান ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া বা আংশিক ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি হ্রাসের উদ্দেশ্যে যে বিমা করা হয় তাকে বিমান বিমা বলে।

প্রশ্ন-৭. পণ্য দায় বিমা কী?
উত্তর: কোন যানবাহনে একস্থান থেকে অন্য স্থানে পণ্য পরিবহনকালে পথিমধ্যে কোন কারণে পণ্য হারানো গেলে বা বিনষ্ট হলে সে ক্ষতিপূরণের জন্য পরিবহন কোম্পানি যে বিমা গ্রহণ করে তাকে পণ্য দায় বিমা বলে।

প্রশ্ন-৮. চৌর্য বিমা কী?
উত্তর: চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি বা জালিয়াতির মাধ্যমে মূল্যবান সম্পত্তি বেহাত হওয়ার ঝুঁকি থাকলে তার জন্য যে ধরনের বিমাপত্র গ্রহণ করা হয় তাকে চৌর্য বিমা বলে।

প্রশ্ন-৯. শস্য বিমা কী? *[সি. বো.; য. বো. ১৭]*
উত্তর: শস্য বিনষ্টের সম্ভাব্য প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক ঝুঁকিসমূহ মোকাবিলার জন্য যে বিমা গ্রহণ করা হয় তাকে শস্য বিমা বলে।

প্রশ্ন-১০. গবাদিপশু বিমা কী?
উত্তর: বিভিন্ন প্রকার রোগে অথবা কোনো দুর্ঘটনার কারণে গবাদি পশুর আংশিক অক্ষমতা বা মৃত্যুর ঝুঁকির বিপরীতে যে বিমা গ্রহণ করা হয় তাকে গবাদিপশু বিমা বলে।

প্রশ্ন-১১. প্রাকৃতিক ঝুঁকি কী?
উত্তর: বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, শিলাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, জলোচ্ছ্বাস, রোগ, পোকামাকড় প্রভৃতি কারণে যে ঝুঁকির উৎপত্তি ঘটে তাকে প্রাকৃতিক ঝুঁকি বলে।

প্রশ্ন-১২. সামাজিক ঝুঁকি কী?
উত্তর: অগ্নি সংযোগ, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, যুদ্ধ, দাঙ্গা, যান্ত্রিক পরিবর্তন ইত্যাদির ফলে যে ঝুঁকির সৃষ্টি হয় তাকে সামাজিক ঝুঁকি বলে।

প্রশ্ন-১৩. অর্থনৈতিক ঝুঁকি কী?
উত্তর: পণ্যের মূল্য হ্রাস, চাহিদা হ্রাস, মুদ্রাস্ফীতি ও সংকোচন প্রভৃতি কারণে যে ঝুঁকির উৎপত্তি হয় তাকে অর্থনৈতিক ঝুঁকি বলে।

প্রশ্ন-১৪. ভূমিকম্প বিমা কী?
উত্তর: ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট সম্পত্তির ক্ষয়-ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য যে বিমা করা হয় তাকে ভূমিকম্প বিমা বলে।

প্রশ্ন-১৫. সকল ঝুঁকির শস্য বিমা কী?
উত্তর: শস্যের বিভিন্ন প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক ঝুঁকি বিবেচনা করে যে বিমাপত্র গ্রহণ করা হয় তাকে সকল ঝুঁকির জন্য শস্য বিমা বলে।

প্রশ্ন-১৬. গণদায় বিমা কী?
উত্তর: মোটর যান, রেলগাড়ি বা বিমানে চলাচলের সময় এর যাত্রীদের দুর্ঘটনাজনিত সম্ভাব্য ক্ষতি মোকাবিলার জন্য পরিবহন প্রতিষ্ঠান যে ধরনের বিমা গ্রহণ করে তাকে গণদায় বিমা বলে।

▶ খ নং প্রশ্ন (অনুধাবনমূলক)

প্রশ্ন-১. কোন বিমার ক্ষেত্রে নগদ অর্থ দ্বারা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় না? ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: স্বাস্থ্য বিমার ক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতাকে নগদ অর্থ দ্বারা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় না।
স্বাস্থ্য বিমা হলো বিমাগ্রহীতা এবং বিমাকারীর মধ্যে এমন একটি চুক্তি যেখানে বিমাগ্রহীতা নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমাকারীর নিকট অসুস্থতাজনিত কারণে যে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যয় হয় তার ভার হস্থান্ড়র করে। শুধুমাত্র রোগাক্রান্ড় হলে বিমাগ্রহীতার সুস্থতার জন্য বিমা কোম্পানি প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ করে থাকে।

প্রশ্ন-২. সার্বিক মোটর বিমাপত্র বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: যে বিমাপত্রের অধীনে অনেকগুলো মোটরগাড়ির সম্ভাব্য ঝুঁকি অন্ড়র্ভুক্ত করা হয় তাকে সার্বিক মোটর বিমাপত্র বলে।
এ বিমাপত্রে যদি অনেক মোটরগাড়ি ক্ষতিগ্রস্ড় হয় তবে বিমা কোম্পানি সব মোটরগাড়ির ক্ষতিপূরণ বহন করবে। এতে করে মালিকদের ঝুঁকি অনেক কমে যায়।

প্রশ্ন-৩. সম্পত্তি বিমায় ক্ষতিপূরণের দাবি উত্থাপনের পদ্ধতি আলোচনা করো।
উত্তর: সম্পত্তি বিমায় দাবি উত্থাপন করতে হলে বিমাকারীকে তার সম্পদের ক্ষতির সম্ভাব্য কারণ, ক্ষতির পরিমাণ ইত্যাদি জানিয়ে বিমা কোম্পানির নিকট লিখিত আবেদন করতে হবে।
পরবর্তীতে বিমা কোম্পানি এর সত্যতা যাচাই করে সম্পদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে।

প্রশ্ন-৪. দায় বিমার দাবি আদায়ের পদ্ধতি আলোচনা করো।
উত্তর: দায় বিমার ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ড় ব্যক্তি বা তৃতীয় পক্ষ প্রথমে তার ক্ষতির পরিমাণ মালিককে জানায়, তারপর মালিক তা লিখিতভাবে বিমা কোম্পানির

নিকট আবেদন করেন। অতঃপর বিমা কোম্পানি এর সত্যতা যাচাই করে মালিকের নিকট ক্ষতিপূরণ প্রেরণ করে এবং মালিক তা ক্ষতিগ্রস্ড় ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন।

প্রশ্ন-৫. গবাদিপশু বিমা নবায়ন করা হয় না কেন? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: বিমাচুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় সাথে সাথে গবাদিপশুর বয়স ও স্বাস্থ্যের পরিবর্তন হয় বলে গবাদিপশুর বিমা নবায়ন করা যায় না।

গৃহপালিত পশুর অসুস্থতা ও মৃত্যুজনিত ক্ষতি মোকাবিলা করার জন্য গবাদিপশু বিমা করা হয়। এ বিমাপত্রের মেয়াদ এক বছর। এক বছর পর এ বিমা নবায়ন করা যায় না কারণ এক বছরে পশুর বয়স ও স্বাস্থ্যের পরিবর্তন হয়। তাই এক বছর পর যদি কেউ এ বিমা পুনরায় রাখতে চায় তবে তাকে আবার নতুন করে বিমাপত্র গ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্ন-৬. বিমা চুক্তির প্রতিদান বৈধ হওয়া উচিত কেন? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: আইনগত বাধ্যবাধকতা থাকার কারণে চুক্তির প্রতিদান বৈধ হওয়া উচিত।

এক পক্ষের আইনগত প্রস্ড়াব এবং অপরপক্ষের আইনগত স্বীকৃতির ফলে বিমা চুক্তি সৃষ্টি হয়। তাই চুক্তির প্রতিদান বৈধ হতে হয়। কেননা অবৈধ কোনো প্রতিদান আইন সমর্থন করে না।

cÉk²-7. eÅwÚMZ `yNÆUbv wegvGZ wcÉwgqvg KxfvGe wbaÆvwiZ nq? eÅvLÅv KGiv|

উত্তর: ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমাতে ঝুঁকির ধরনের ওপর নির্ভর করে প্রিমিয়াম নির্ধারিত হয়।

এক্ষেত্রে ব্যক্তির পেশা, চরিত্র, অভ্যাস ইত্যাদি মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। ব্যক্তির পেশা ঝুঁকিপূর্ণ হলে বা তার চরিত্র ও অভ্যাস খারাপ হলে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এতে প্রিমিয়ামও বেশি ধরা হয়। আর যদি ব্যক্তি কম ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করেন এবং তার চরিত্র ও অভ্যাস ভালো হয় তবে প্রিমিয়ামের পরিমাণ কম ধরা হয়।

প্রশ্ন-৮. বন্যা-খরায় ফসলহানির জন্য কোন ধরনের বিমা করা হয়? ব্যাখ্যা করো। *[কু. বো. ১৭]*

উত্তর: বন্যা খরায় ফসলহানির জন্য শস্য বিমা করা হয়।

প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক নানান বিপদে শস্যহানি হলে তার ক্ষতির হাত থেকে কৃষকদেরকে আর্থিকভাবে সুরক্ষার জন্য শস্য বিমার উদ্ভব ঘটেছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ; যেমন- খারাপ আবহাওয়া, বন্যা, খরা, শিলাবৃষ্টি, বিভিন্ন রোগ ও পোকা-মাকড়ের উপদ্রব এবং সেই সাথে মনুষ্য সৃষ্ট বিপদই হলো শস্য বিমার মূল বিষয়।

প্রশ্ন-৯. শস্য বিমা কৃষকের উৎপাদন অব্যাহত রাখে কীভাবে? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: শস্য বিমার কল্যাণে কৃষকেরা আর্থিক নিশ্চয়তা পায় ফলে তাদের উৎপাদন অব্যাহত থাকে।

প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক নানা বিপদ শস্যের ব্যাপক ক্ষতি করতে পারে। এ ক্ষতি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যই শস্য বিমার উদ্ভব হয়েছে। কোনো শস্য বা ফসলের ক্ষতি হলে কৃষকরা নিঃস্ব হয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে যদি ক্ষতিগ্রস্ড় ফসলের বা শস্যের বিমা করা থাকে তবে কৃষকরা বিমা কোম্পানির কাছ থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা পেয়ে থাকে। ফলে উৎপাদন অব্যাহত রাখাও সম্ভব হয়। এভাবেই আর্থিক ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে শস্য বিমা কৃষকের উৎপাদন অব্যাহত রাখে।

প্রশ্ন-১০. সংঘর্ষ বিমাপত্র বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: সংঘর্ষ বিমাপত্রে সংঘর্ষ বা দুর্ঘটনাজনিত কারণে মোটরযান ও সম্পদের ক্ষতি হলে বিমাকারী উক্ত ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দেয়।

এ বিমাপত্রের মোটরযানের আওতাভুক্ত সকল ঝুঁকি প্রতিরোধের নিশ্চয়তা থাকে। ফলে মোটরগাড়ির সংঘর্ষজনিত ঝুঁকি হ্রাস পায়।

প্রশ্ন-১১. মোটর গাড়ি বিমা সম্পর্কে ধারণা দাও।

উত্তর: মোটরযানের দুর্ঘটনাজনিত সম্ভাব্য ক্ষতি মোকাবিলার জন্য আর্থিক প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হলো মোটর গাড়ি বিমা।

যে বিমা চুক্তি দ্বারা চালকের অসাবধানতা, অগ্নি অথবা অন্যান্য কারণে মোটরযানের ক্ষতি, পথচারী ও যাত্রীর জীবনাবসান প্রভৃতি ক্ষতির বিপরীতে আর্থিক সহায়তা দানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তাকে মোটর গাড়ি বিমা বলে। সাধারণত সংঘর্ষ, সম্পত্তি বিনষ্ট, অগ্নি, চৌর্য প্রভৃতি ঝুঁকিসমূহের কারণে মোটর গাড়ি বিমার প্রবর্তন।

প্রশ্ন-১২. গবাদি পশু বিমা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। *[দি. বো. ১৭]*

উত্তর: যে বিমা চুক্তিতে বিমাকারী গবাদি পশুর মৃত্যুজনিত ক্ষতি আর্থিকভাবে মোকাবিলা করার নিশ্চয়তা প্রদান করে তাকে গবাদি পশু বিমা বলে।

গবাদি পশু বিমার ক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতা ও বিমাকারী উভয়পক্ষ পরম বিশ্বাসের নীতি মেনে বিমাচুক্তি সম্পাদন করে। এ ক্ষেত্রে বিমাপত্রে উলি-খিত কোনো রোগে বা দুর্ঘটনায় গবাদি পশুর মৃত্যু হলে বিমাকারী ক্ষতিপূরণ প্রদান করে থাকে। গবাদি পশু বিমার চুক্তির মেয়াদ সর্বোচ্চ এক বছর হয়ে থাকে।

প্রশ্ন-১৩. গবাদিপশু বিমা কেন করা হয়? *[ব. বো. ১৭]*

উত্তর: গবাদিপশুর মৃত্যুজনিত ক্ষতির হাত থেকে আর্থিকভাবে রক্ষার জন্য বিমাগ্রহীতা এ বিমাপত্র গ্রহণ করে।

গবাদিপশু মূল্যবান সম্পদ বিধায় এক্ষেত্রে সম্পত্তি বিমার নিয়ম প্রযোজ্য হয়। সাধারণত এক বছর বা তার চেয়ে কম সময়ের জন্য এরূপ বিমপত্র খোলা হয়। ক্ষতিপূরণের নীতি অনুযায়ী এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

প্রশ্ন-১৪. কোন ধরনের সম্পত্তি বিমায় নৈতিক ঝুঁকির মাত্রা বেশি থাকে? ব্যাখ্যা করো। *[সি. বো. ১৭]*

উত্তর: গবাদিপশু বিমায় নৈতিক ঝুঁকির মাত্রা বেশি থাকে।

গবাদিপশুর মৃত্যুজনিত ক্ষতির হাত থেকে বিমাগ্রহীতাকে আর্থিকভাবে রক্ষার জন্য গবাদিপশু বিমার উদ্ভব ঘটেছে। গবাদিপশু মূল্যবান সম্পদ বিধায় এক্ষেত্রে সম্পত্তি বিমার নিয়ম প্রযোজ্য হয়। এ ধরনের বিমায় নৈতিক ঝুঁকির মাত্রা বেশি থাকায় বিমা করার ক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতার সততা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করে।